

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

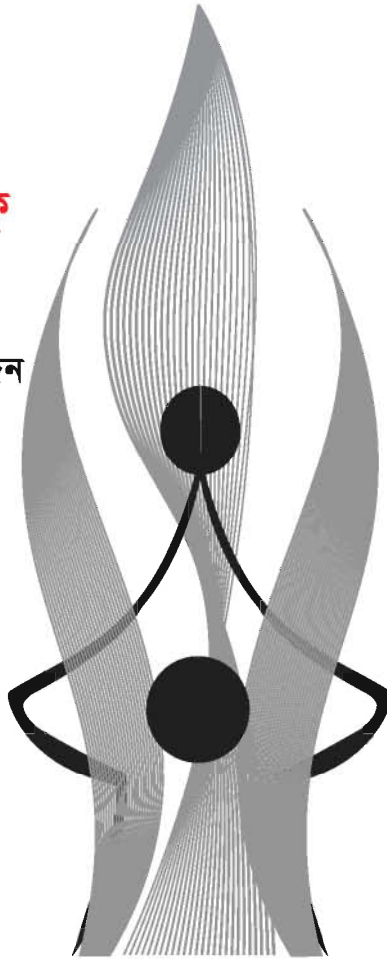
শিক্ষক সংস্করণ

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

তৃতীয় শ্রেণি

লেখক ও সম্পাদক

মুহাম্মদ তমীযুদ্দীন
মুহাম্মদ কুরবান আলী
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন
মেহেরুননেছা



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬

চিত্রাঙ্কন

মোঃ আরিফুল ইসলাম

সমন্বয়কারী

জুলেখা শারমিন

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হুনা তিয়ানওয়েন জিনহুয়া প্রিন্টিং কো. লি. হুনা প্রভিস, চায়না

প্রসঙ্গ-কথা

প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে প্রবর্তন করা হয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রথম বারের মতো পরিমার্জন করা হয়। পরবর্তিতে ‘জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০’ প্রণীত হওয়ার পর ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পুনরায় পরিমার্জন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের বিষয়টিকে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০১৩ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সারা দেশে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। শিখন শেখানো কার্যক্রমের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একই সঙ্গে যেসব বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেগুলোর জন্য ‘শিক্ষক সংস্করণ’, যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই সেগুলোর জন্য ‘শিক্ষক নির্দেশিকা’ এবং ‘শিক্ষক সহায়িকা’ প্রণয়ন করা হয়।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা একটি আবশ্যিকীয় বিষয়। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য রয়েছে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা শীর্ষক শিক্ষক নির্দেশিকা। শিক্ষক সংস্করণে পাঠের বিষয়বস্তু, প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, প্রতিটি পাঠের বিষয়বস্তু, পাঠসংশ্লিষ্ট শিখনফল, শিক্ষা উপকরণ, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, ধারাবাহিক মূল্যায়নের নির্দেশনা, সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্ন এবং পরিকল্পিত কাজ সংযোজিত হয়েছে। শিক্ষক সংস্করণে শুরুতে রয়েছে শিক্ষকের জন্য সাধারণ নির্দেশনা। এই নির্দেশনা অনুসরণ করে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। শিক্ষার্থীদের বিষয়সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা, নৈতিক গুণাবলি অর্জন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের বিকাশের বিষয়গুলি শিক্ষক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিখন পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের কৌশল রয়েছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে শিক্ষক নির্দেশিকায় বর্ণিত নির্দেশনার সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন— এমনটাই প্রত্যাশা করছি।

উল্লেখ্য, শিক্ষক প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্তকরণের কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিখন বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেছেন। শিক্ষক সংস্করণসমূহ শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযোগী হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে দেশের সাতটি বিভাগের মোট ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রাই আউট সম্পন্ন করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইংয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষক নির্দেশিকার প্রণীত হয়েছে। এটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও পরিমার্জন থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁদের জন্য এটি প্রণীত ও প্রকাশিত হলো, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণিকক্ষে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলে দেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এবং আমাদের এই উদ্যোগ ও প্রয়াস সফল হবে। এর ফলে দেশের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের এই মহৎ আয়োজন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা

শিক্ষার্থীদের ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয় সংশ্লিষ্ট যোগ্যতাভিত্তিক শিখনফল অর্জন করানোর উদ্দেশ্যে শিক্ষককে শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা করার সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। পাঠদান কার্যক্রমের মাধ্যমে যোগ্যতাভিত্তিক শিখনফল অর্জনের লক্ষে শিক্ষককে সহায়তাদানের জন্যই শিক্ষক সংস্করণ প্রণীত হয়েছে।

১. শিক্ষক প্রতিটি পাঠের প্রস্তুতি গ্রহণকালে সংশ্লিষ্ট পাঠটি কয়েকবার গভীর মনোযোগসহ পড়বেন।
২. শিক্ষক সংস্করণের পাঠসংশ্লিষ্ট নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করবেন।
৩. শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে সালাম ও কুশল বিনিময় করবেন। প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে দু'জন করে শিক্ষার্থীর খোঁজখবর নিবেন।
৪. পাঠ শিরোনাম “.....” বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে সরবে বলতে ও লিখতে বলবেন।
৫. শ্রেণিকক্ষে বন্ধুত্বপূর্ণ, আনন্দদায়ক, নান্দনিক ও নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তুলবেন।
৬. শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনায় শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করবেন ও সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
৭. পঠন-পাঠন আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষক নির্দেশনা অনুযায়ী উপকরণ ব্যবহার করবেন। এসব উপকরণ ছুটি বা অবসর সময়ে তৈরি ও সংগ্রহ করে স্কুলে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।
৮. পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি/চাট যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে ছবিটি দেখতে বলবেন।
৯. উপকরণ ব্যবহারে সতর্কতার সাথে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই সম্পৃক্ত করবেন।
১০. ছোট ছোট ও সহজ প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে নিজের কথায় বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের শেখাবেন।
১১. পাঠের মূল বিষয় বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে সরবে বলতে ও লিখতে বলবেন।
১২. শিক্ষক কেন্দ্রিক বক্তৃতাদান পদ্ধতি যথাসম্ভব পরিহার করার চেষ্টা করবেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু প্রদর্শন ও পর্যাপ্ত অনুশীলনের ব্যবস্থা করবেন।
১৩. প্রতিটি পাঠ উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থী কর্তৃক পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার নিশ্চিত করবেন।
১৪. মূল্যায়নে শিক্ষক নির্দেশিকার অনুশীলনী প্রশ্নাবলীর বাইরেও শিখনফলকেন্দ্রিক প্রশ্ন করবেন।
১৫. ভুল উত্তর দেয়ার কারণে শিক্ষার্থীদেরকে কখনও তিরস্কার করবেন না বা শাস্তি দেবেন না।
১৬. সঠিক উত্তর দেয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের “ধন্যবাদ” জানিয়ে প্রশংসা করা আবশ্যিক।
১৭. বিষয়বস্তু ভিত্তিক সমগ্র পাঠ শেষ করার পর কমপক্ষে ৭টি পাঠ পুনরালোচনার জন্য রাখবেন।
১৮. শিখন-শেখানো কার্যাবলির সকল পর্যায়ে মৌখিক, লিখিত, পর্যবেক্ষণ এর মাধ্যমে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করবেন ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা দিবেন।
১৯. শিক্ষার্থীদেরকে দেয়া পরিকল্পিত কাজ শিক্ষক পর্যবেক্ষন করবেন এবং সংগ্রহ করে মূল্যায়ন করবেন।
২০. বিদ্যালয়ের নিকট পরিবেশ সংশ্লিষ্ট পাঠগুলোর শিখন-শেখানো কার্যাবলি যথাসম্ভব শ্রেণিকক্ষের বাইরে পরিচালনা করবেন।
২১. শিখন-শেখানো কার্যাবলি বাস্তবায়ন করার জন্য মাঝে মাঝে অভিভাবকদের সাথে আলাপ আলোচনা করবেন।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইমান ও আকাইদ	১-৩৬
আল্লাহর পরিচয়	
আল্লাহ স্রষ্টা	
আল্লাহ পালনকারী	
আল্লাহ রিজিকদাতা	
আল্লাহ দয়ালু	
নবি-রাসুল	
আসমানি কিতাব	
আখিরাত	
কলেমা তায়্যিবা	
অনুশীলনী	

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদত	৩৭-৭১
পাক-পবিত্রতা	
ওযু	
হাত-পায়ের পরিচ্ছন্নতা	
সালাত	
সালাতের ওয়াক্ত	
সালাতের নিয়ম	
সানা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ,	
রুকু ও সিজদা, সিজদা করার নিয়ম	
সালাম	
সালাতের নৈতিক উপকার	
অনুশীলনী	

তৃতীয় অধ্যায়

আখলাক	৭২-১০৭
আব্বা-আম্মার কথা শোনা	
সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার	
সালাম বিনিময়	
মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার	

বিষয়

মানুষের সেবা
জীবে দয়া
সত্য কথা বলা
অনুশীলনী

চতুর্থ অধ্যায়

কুরআন মজিদ শিক্ষা	১০৮-১৫৩
আরবি বর্ণমালা, চার্ট-১, চার্ট-২	
চার্ট-৩, চার্ট-৪, চার্ট-৫	
চার্ট-৬, চার্ট-৭	
আরবি ২৯টি হরফ	
নুকতা	
আরবি বর্ণের বিভিন্ন রূপ	
হরকত	
তানবীন	
জযম	
তাশদীদ	
শব্দ গঠন	
মাদ্দের হরফ	
সূরা আল-ফাতিহা	
সূরা আল-ফালাক	
সূরা আন নাস	
অনুশীলনী	

পঞ্চম অধ্যায়

নবি-রসুল (স)	১৫৪-১৮৩
মহানবি (স)	
নবুয়ত লাভ ও ইসলাম প্রচার	
মহানবি (স) ছিলেন মানবদরদি	
অত্যাচারের প্রতিবাদে মহানবি (স)	
কয়েকজন নবির নাম	
অনুশীলনী	
নাতে রসুল	

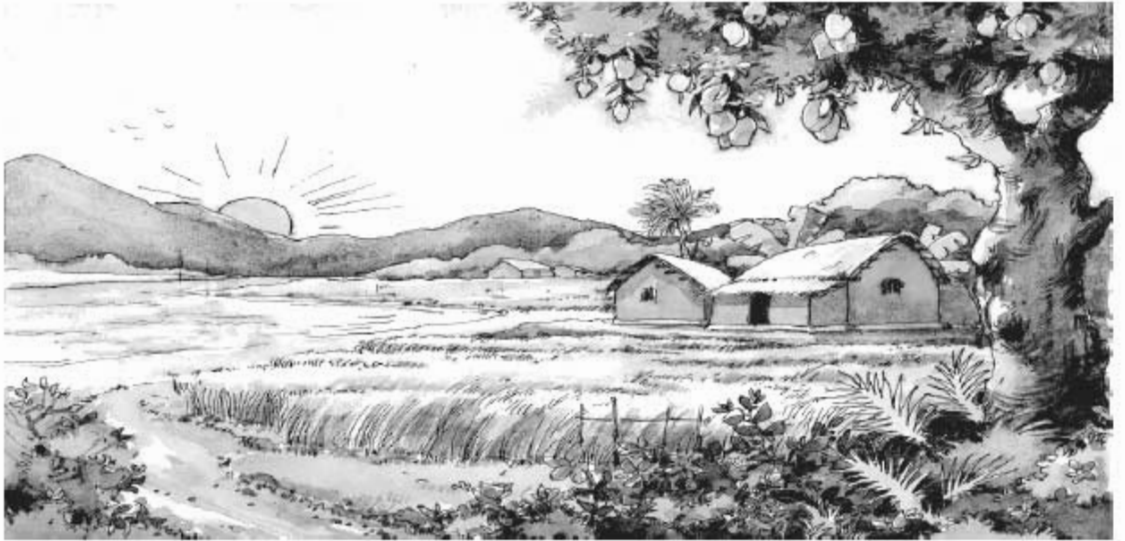
প্রথম অধ্যায়

ইমান ও আকাইদ

আল্লাহু (الله)

আল্লাহর পরিচয়

আমরা পৃথিবীতে বাস করি। কত সুন্দর এ পৃথিবী। এতে আছে নানা রকম গাছপাছা। আমগাছ, জামগাছ, কাঁঠালগাছ, নারকেলগাছ ইত্যাদি। গাছে ধরে নানা রকম মজাদার ফল। আছে নানা রকম ফুলের গাছ। কত সুন্দর ফুল। কী সুন্দর গন্ধ। এসব কে সৃষ্টি করেছেন? এসব সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ।



আল্লাহর সৃষ্টি প্রাকৃতিক দৃশ্য

পৃথিবীতে আরও আছে পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল। আছে ফসলের মাঠ। এসব কে সৃষ্টি করেছেন? এসবও সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ।

আমাদের মাথার ওপরে আছে নীল আকাশ। আকাশে আছে চাঁদ, তারা ও সূর্য। রাতের আকাশ কত সুন্দর। কে সৃষ্টি করেছেন এসব? এসবও সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তায়ালা।

আমরা মানুষ। আমাদের কে সৃষ্টি করেছেন? আমাদের সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। পশু-পাখি

জীবজন্তুও সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। তিনি ফল, ফসল ইত্যাদি সৃষ্টি করে সবাইকে বাঁচিয়ে রাখছেন। আল্লাহ সবার স্রষ্টা, রিজিকদাতা ও পালনকারী। তিনি পরম দয়ালু।

মহান আল্লাহ এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। তাঁর সাথে কারো তুলনা হয় না। তিনি সবকিছু জানেন, শোনে ও দেখেন। তিনিই আমাদের মাবুদ।

হযরত মুহম্মদ (স) আমাদের আল্লাহর পরিচয় জানিয়েছেন। মুহম্মদ (স) আল্লাহর রাসুল। এসব মনেপ্রাণে বিশ্বাস করাকে বলে ইমান। এটিই আমাদের আকিদা। আকিদার বহুবচন হলো আকাইদ।

আমরা এক আল্লাহকে বিশ্বাস করব। একমাত্র তাঁরই ইবাদত করব। আল্লাহ তায়ালা খুশি হন এমন কাজ করব। ভালো কাজ করব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে দশটি বাক্য খাতায় লিখবে।

আল্লাহ স্রষ্টা (اَللّٰهُ خَالِقٌ - আল্লাহু খালিকুন)

‘আল্লাহু খালিকুন’ অর্থ আল্লাহ স্রষ্টা। তিনি সবকিছুর স্রষ্টা। মহান আল্লাহ আমাদের কত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের হাত-পা, চোখ-মুখ, নাক-কান সবকিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন। হাত না থাকলে আমরা কোনো কিছু ধরতে পারতাম না। পা না থাকলে হাঁটতে পারতাম না। চোখ না থাকলে এই সুন্দর পৃথিবী দেখতে পারতাম না। যারা শারীরিক প্রতিবন্ধী তাদের



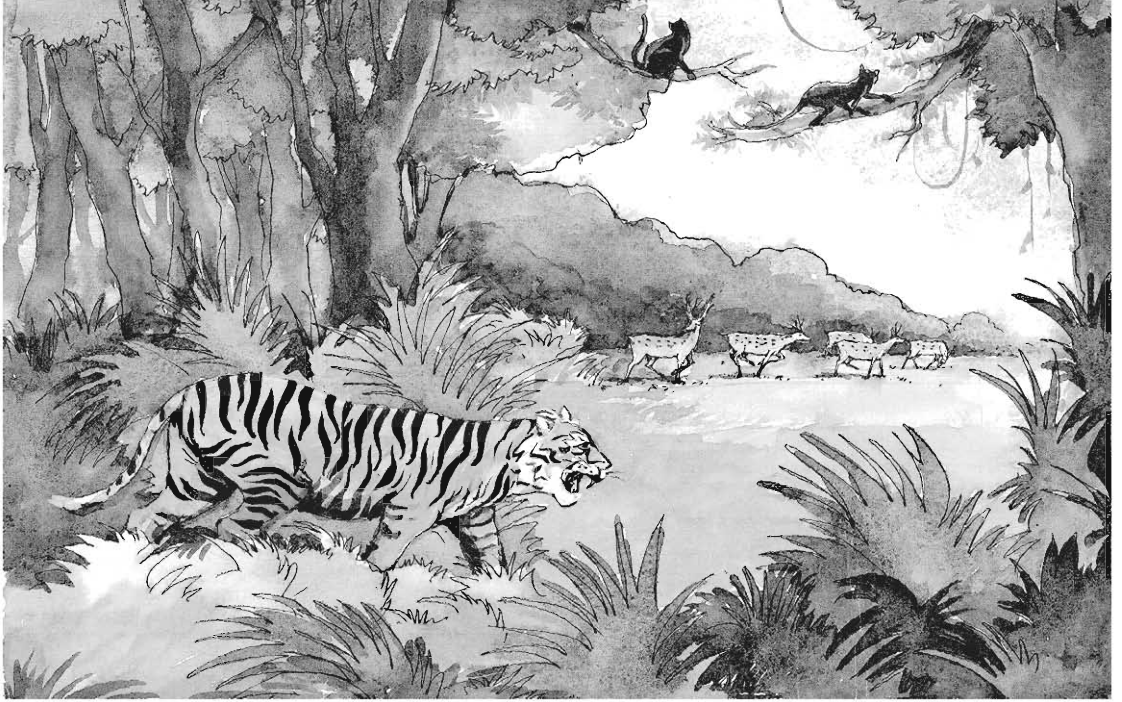
আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি প্রকৃতির ছবি

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

দুঃখ আমরা বুঝি না। আমরা তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করব। আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এতে আছে নানা রকম গাছ। গাছে ধরে সুমিষ্ট ফল। আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা ইত্যাদি। এসব ফল আমাদের সবার প্রিয়। তিনি আমাদের দিয়েছেন ফসলের মাঠ। মাঠভরা ধান, গম। আরও কত ফসল ও শাকসবজি। এসব খেয়ে আমরা বেঁচে থাকি।

আল্লাহ তায়ালা পশুপাখি ও বন-বনানী সৃষ্টি করেছেন। আমাদের দেশে আছে সুন্দরবন। কত সুন্দর এই বন। এই বনে আছে বাঘ, হরিণ, বানর। আরও নানা রকম পশুপাখি। এসব দেখতেও খুব সুন্দর। এসবও সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ।

মহান আল্লাহ পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল সৃষ্টি করেছেন। এসব সৃষ্টি করে তিনি পৃথিবীকে সুন্দর করেছেন। সুজলা ও সুফলা করেছেন।



সুন্দরবনের দৃশ্য

রাতের আকাশ তারায় তারায় ঝলমল করে। আকাশে মেঘ ভেসে বেড়ায়। মেঘ হতে বৃষ্টি ঝরে। বৃষ্টি পেয়ে গাছপালা ও ফসল সবুজ হয়ে ওঠে। এসব কে সৃষ্টি করেছেন? এসবও সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। আল্লাহ সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ স্রষ্টা। আল্লাহকে স্রষ্টা হিসেবে বিশ্বাস করব। তাঁর শোকর আদায় করব। আল্লাহর সৃষ্টিকে ভালোবাসব। যত্ন করব।

পরিকল্পিত কাজ : আল্লাহ তায়ালায় দশটি সৃষ্টির নাম খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

আল্লাহ পালনকারী (الله ربّ - আল্লাহু রাক্বুন)

‘আল্লাহু রাক্বুন’ অর্থ আল্লাহ পালনকারী। আল্লাহ আমাদের লালন-পালন করেন। তিনি আমাদের রব। ‘রব’ অর্থ পালনকারী।

আল্লাহ তায়ালা আলো, বাতাস, পানি দিয়ে আমাদের লালন-পালন করেন। তিনি আমাদের নানা রকম ফলমূল, ফসল ও শাকসবজি দিয়েছেন। এসব খেয়ে আমরা বেঁচে থাকি।

শিশুর জনের আগেই মহান আল্লাহ মায়ের বুকে দুধের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। মায়ের দুধের সাথে কোনো খাদ্যের তুলনা হয় না। মায়ের দুধে পানি, চিনি, ফিডার এসব কোনো কিছুই লাগে না। তৈরি করার বামেলাও নেই।

আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি। আরও কতো গণশাখি। আমরা এদের গোশত খাই। গরু, ছাগল আমাদের দুধ দেয়। হাঁস, মুরগির ডিম আমাদের প্রিয় খাবার। আল্লাহ নদী-নালা, খাল-বিল সৃষ্টি করেছেন। এসবে আছে অনেক মাছ। আমরা মাছ খাই। আল্লাহ আমাদের রব।

মহান আল্লাহ শুধু আমাদেরই রব নন। তিনি রাক্বুল আলামীন। সকল সৃষ্টির পালনকারী। আমরা আল্লাহকে পালনকারী মানব। বিশ্বাস করব। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। তাঁর এবাদত করব। আল্লাহর সৃষ্টির সেবা করব।

আর কবির সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইব—

এই সুন্দর ফুল, সুন্দর ফল, মিঠা নদীর পানি।

খোদা তোমার মেহেরবানি।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

আল্লাহ রিজিকদাতা (اللَّهُ رَزَّاقٌ - আল্লাহু রাজ্জাকুন)

আল্লাহু রাজ্জাকুন (اللَّهُ رَزَّاقٌ) অর্থ আল্লাহ রিজিকদাতা। রিজিক মানে খাদ্য। আমাদের বেঁচে থাকতে যা যা লাগে সবই রিজিক। আমরা ভাত খাই। মাছ, ডিম, দুধ খাই। হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগলের গোশত খাই। শাকসবজি খাই। ফল-ফলাদি খাই। আরও কত রকম খাবার খাই। এসবই আল্লাহর দেওয়া রিজিক।

আল্লাহ ভায়ালা কেবল আমাদেরই রিজিকদাতা নন। তিনি পশুপাখি, জীবজন্তুকে রিজিক দান করেন। গরু, ছাগল ঘাসপাতা খায়। পাখি পোকামাকড় খায়। পাখিরা সকালবেলা খালি পেটে বাসা থেকে বের হয়ে যায়। সন্ধ্যাবেলা ভরা পেটে বাসায় ফিরে আসে। এদের রিজিক দেন কে? এদেরও রিজিক দেন আল্লাহ। গাছপালা, শাকসবজি ইত্যাদিও খাদ্য গ্রহণ করে। এরা খাদ্য গ্রহণ করে আলো-বাতাস ও মাটি থেকে। আলো-বাতাস, মাটি আল্লাহর দান। আল্লাহর দেওয়া রিজিক খেয়ে সবাই বাঁচে। আল্লাহ সকল সৃষ্টির রিজিকদাতা।



খাবার খেয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছে

আমরা—

আল্লাহকে রাজ্জাক মানব।

রিজিক খেয়ে শোকর করব। ভালো কাজ করব।

আল্লাহর দেওয়া রিজিক হতে গরিবদের দান করব।

আল্লাহ দয়ালু (اللهُ رَحِيمٌ) – আল্লাহু রাহমান)

আল্লাহ রাহমান অর্থ আল্লাহ দয়ালু। আল্লাহ পরম দয়ালু। তিনি আমাদের প্রতি দয়ালু এবং সকল সৃষ্টির প্রতি দয়ালু। তাঁর দয়ার সাথে কারও তুলনা হয় না।

আল্লাহ তায়ালা পরম দয়ালু। তিনি শিশুর জন্য মায়ের বুকে দুধের ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের জন্য ফল-ফসল দিয়েছেন। নানা রকম খাবার দিয়েছেন। আলো, বাতাস, পানি দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন। আল্লাহর এসব দান সবার জন্য। কেউ তাঁর এ দান থেকে বঞ্চিত হয় না।

পানির অভাবে খাল-বিল শুকিয়ে যায়। গাছপালা মরে যায়। ফসলের মাঠ ফেটে চৌচির হয়ে যায়। আল্লাহর রহমতে আকাশে মেঘ হয়। বৃষ্টি ঝরে। খাল-বিল পানিতে ভরে যায়। সবুজ ফসলে মাঠ ভরে ওঠে। এসবই হয় আল্লাহ তায়ালায় অসীম দয়ালু।



আল্লাহর দয়ালু বৃষ্টি পড়ছে, প্রকৃতি সজীব হয়ে উঠছে

আলো, বাতাস, পানি, মেঘ ও বৃষ্টি এসবের কিছুই আমরা বানাতে পারি না। এসবই আল্লাহর দয়ালু আমরা পেয়ে থাকি।

আল্লাহর এক নাম রহমান। রহমান অর্থ পরম দয়ালু। আল্লাহ সবাইকে দয়া করেন। আমরা ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করে দেন। আমরা—

আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হব না। মানুষকে দয়া করব। তাঁর সকল সৃষ্টিকে দয়া করব।

পরিকল্পিত কাজ : اللهُ رَحِيمٌ কথাটি শিক্ষার্থীরা আরবিতে সুন্দর করে খাতায় লিখবে ও রং করবে।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা হযরত

নবি-রাসুল (نَبِيٌّ وَرَسُولٌ - নাবিইউ ওয়া রাসুলুন)

মহান আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য। আর মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। হুকুম পালনের জন্য। যুগে যুগে মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়। বিপথে চলে যায়। পথভোলা মানুষকে পথ দেখানোর জন্য, আল্লাহর পথে ডাকার জন্য আল্লাহ নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। পৃথিবীতে অনেক নবি-রাসুল এসেছেন। সর্বপ্রথম নবি হলেন হযরত আদম (আ)। আর সর্বশেষ নবি ও রাসুল হলেন হযরত মুহাম্মদ (স)। আমাদের নবির নাম নিলে বলতে হয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

নবি-রাসুলগণ মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতেন। সরল পথে ডাকতেন। আল্লাহকে খুশি করার পথ দেখিয়েছেন। নবি-রাসুলগণ মানুষের শিক্ষক। তাঁরা ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। তাঁরা নিজেরা আল্লাহর হুকুম পালন করে মানুষকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিতেন। কীভাবে আল্লাহর পথে চলতে হয়। কীভাবে আল্লাহকে খুশি করতে হয়, তাঁরা তা মানুষকে শেখাতেন।

নবি-রাসুলগণের ব্যবহার ছিল সুন্দর। তাদের চরিত্র ছিল সুন্দর। তাঁরা সব সময় সত্য কথা বলতেন। কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না। তাঁরা ছিলেন মানবদরদি। আল্লাহর পথে যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতেন। তাঁরা কখনো লোভ করতেন না। পাপের কাজ করতেন না। কাউকে কষ্ট দিতেন না।

আমরা—

নবি-রাসুলে বিশ্বাস করব, তাঁদের ভালোবাসব।

হযরত মুহাম্মদ (স)—এর দেখানো পথে চলব, তাঁর শিক্ষা মেনে চলব।

আসমানি কিতাব (الْكِتَابُ)

কুরআন মজিদ আল্লাহর বাণী।
কুরআন মজিদ আসমানি কিতাব।
মানুষকে পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ
আসমানি কিতাব পাঠিয়েছেন। কিতাব
অর্থ বই বা পুস্তক। আল্লাহর বাণীর
সমষ্টিতে কিতাব বলে।



আসমানি কিতাব

আসমানি কিতাব ১০৪ খানা। ৪ খানা বড়। ১০০ খানা ছোট। ছোট কিতাবকে সহিফা বলে।

বড় চারখানা কিতাব

১. তাওরাত ২. যাবুর ৩. ইনজীল ৪. কুরআন মজিদ।

* তাওরাত নাজিল হয় হযরত মুসা (আ)–এর ওপর।

* যাবুর নাজিল হয় হযরত দাউদ (আ)–এর ওপর।

* ইনজীল নাজিল হয় হযরত ঈসা (আ)–এর ওপর।

* কুরআন মজিদ নাজিল হয় হযরত মুহাম্মদ (স)–এর ওপর।

কুরআন মজিদ সর্বশেষ আসমানি কিতাব। আমরা কীভাবে চলব। কী কাজ করব। কী করলে আল্লাহ খুশি হন–সবকিছুই লেখা আছে কুরআন মজিদে। কুরআন মজিদ লেখা আরবি ভাষায়। আমরা আরবি ভাষা শিখব। কুরআন মজিদ পড়তে শিখব।

আমরা–

আসমানি কিতাবে বিশ্বাস করব। কুরআন মজিদ শুম্খভাবে পড়ব।

বড় হয়ে এর অর্থ জানব। এর শিক্ষা মেনে চলব।

পরিকল্পিত কাজ : চারখানা আসমানি কিতাবের কোন খানা কোন রাসুলের ওপর নাজিল হয়েছিল, শিক্ষার্থীরা তার একটি তালিকা প্রস্তুত করবে।

আখিরাত (الْآخِرَةُ)

আমরা দুনিয়াতে বাস করি। এই দুনিয়ার জীবনকে বলে ইহকাল।

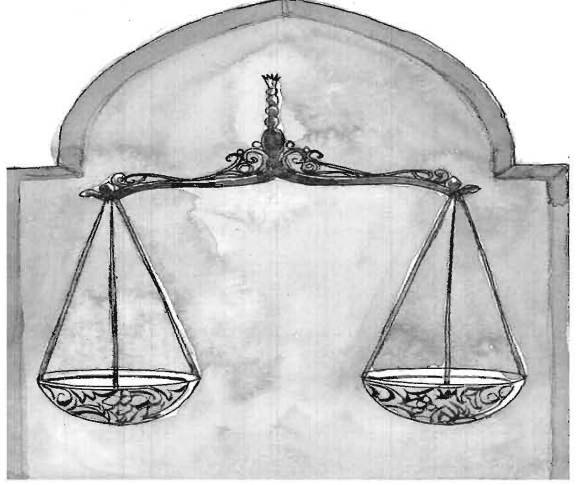
মানুষ চিরদিন বাঁচে না, মরে যায়। যার জীবন আছে তার মৃত্যু আছে। মৃত্যুর পরের জীবনকে বলে আখিরাত। আখিরাত অর্থ পরকাল। আখিরাতের শুরু আছে, শেষ নেই।

আখিরাত জীবনের কয়েকটি স্তর আছে– কবর, কিয়ামত, হাশর, বিচার, জান্নাত ও জাহান্নাম। মৃত্যুর পর হতে কিয়ামত পর্যন্ত কবরের জীবন। কিয়ামতের পরে বিচারের

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

জন্য হাশরের ময়দানে একত্র করা হবে। বিচারের পর পুরস্কার হিসেবে জান্নাতে এবং শাস্তির জন্য জাহান্নামে পাঠানো হবে।

দুনিয়া হলো কাজ করার জন্য। আর আখিরাতে হলো ফল ভোগের জন্য। আখিরাতে ভালো-মন্দ কাজের বিচার হবে। দুনিয়াতে যে যেমন কাজ করবে আখিরাতে সে তেমন ফল ভোগ করবে। ভালো কাজ করলে পাবে পুরস্কার। মন্দ কাজ করলে পাবে শাস্তি। নিক্তিতে ভালো-মন্দ কাজের ওজন করা হবে।



নিক্তি

দুনিয়াতে যারা আল্লাহর হুকুম মানে, ভালো কাজ করে, আখিরাতে তারা পুরস্কার পাবে। পরম সুখের স্থান জান্নাত লাভ করবে। জান্নাতে এমন সব পুরস্কার আছে, যা কেউ কোনো দিন চোখে দেখেনি, কানে শোনেনি, কল্পনাও করেনি।

যারা দুনিয়াতে আল্লাহর হুকুম মতো চলে না, ভালো কাজ করে না, তারা আখিরাতে কঠিন শাস্তি পাবে। তাদের স্থান হবে জাহান্নামে। জাহান্নামে আছে শুধু কষ্ট আর কষ্ট।

যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাস করে তার চরিত্র সুন্দর হয়। সে বিশ্বাস করে আমাদের সব কাজই আল্লাহ দেখেন। আখিরাতে তাঁর সামনে দাঁড়াতে হবে। সব কাজের জবাবদিহি করতে হবে। তাই সে আল্লাহর শাস্তির ভয়ে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে।

যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাস করে না, সে মন্দ কাজ করতে ভয় পায় না। তার চরিত্র সুন্দর হয় না।

আমরা—

আখিরাতে বিশ্বাস করব, আল্লাহর হুকুম মেনে চলব।

ভালো কাজ করব, মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা আখিরাতের স্তরসমূহ খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

কলেমা তায়্যিবা (كَلِمَةُ تَائِيْبَة)

কলেমা অর্থ বাণী বা বাক্য। তায়্যিবা অর্থ পবিত্র। কলেমা তায়্যিবা অর্থ পবিত্র বাণী। পবিত্র বাক্য।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ - লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

এটিই কলেমা তায়্যিবা নামে পরিচিত।

প্রথম অংশ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।

আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি। তিনিই আমাদের মাবুদ।

দ্বিতীয় অংশ - مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ

অর্থ: মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসুল।

রাসুল অর্থ প্রেরিত পুরুষ। হযরত মুহাম্মদ (স) আমাদের রাসুল। আমরা তাঁর উম্মত-অনুসারী।

আমরা কীভাবে আল্লাহর ইবাদত করব রাসুল (স) আমাদের তা শিখিয়েছেন।

কলেমা তায়্যিবা ইমানের মূল কথা। প্রথম অংশ দ্বারা তাওহিদের, আল্লাহর একত্ববাদের, আর দ্বিতীয় অংশ দ্বারা রিসালতের ঘোষণা দেওয়া হয়। রাসুল (স)-এর প্রতি ইমানের ঘোষণা দেওয়া হয়।

আমরা বিশ্বাস করি-

আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।

হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসুল।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা আরবিতে কলেমা তায়্যিবা সুন্দর করে লিখে রং করবে।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

ক) খালিক শব্দের অর্থ কী?

১. দয়ালু
৩. পবিত্র

২. স্রষ্টা
৪. পালনকারী

খ) সবচেয়ে দয়ালু কে?

১. মাতা
৩. আল্লাহ

২. পিতা
৪. ফেরেশতা

গ) প্রথম নবির নাম কী?

১. হযরত নুহ (আ)
৩. হযরত ইসমাইল (আ)

২. হযরত ইবরাহীম (আ)
৪. হযরত আদম (আ)

ঘ) বড় আসমানি কিতাব কয়খানা?

১. দুই খানা
৩. চার খানা

২. তিন খানা
৪. পাঁচ খানা

ঙ) তাওরাত কিতাব কোন নবির ওপর নাজিল হয়েছিল?

১. হযরত আদম (আ)
৩. হযরত ঈসা (আ)

২. হযরত মূসা (আ)
৪. হযরত দাউদ (আ)

চ) আকিদার বহুবচন কোনটি?

১. ইবাদত
৩. আকাইদ

২. ইমান
৪. আখিরাত

ছ) কলেমা তায়্যিবা অর্থ কী?

১. বাণী
৩. ইবাদত

২. আমল
৪. পবিত্র বাণী

জ) কলেমা তায়্যিবার কয়টি অংশ আছে?

- | | |
|----------|-----------|
| ১. দুইটি | ২. তিনটি |
| ৩. চারটি | ৪. পাঁচটি |

২। শূন্যস্থান পূরণ কর:

- ক. মুহাম্মদ (স) সর্বশেষ ।
 খ. অর্থ পালনকারী ।
 গ. আখিরাত অর্থ হলো ।
 ঘ. কুরআন মজিদ আসমানি ।
 ঙ. কোনো শরিক নাই ।

৩। রেখা টেনে মিল কর :

- | | |
|--------------------|---------------|
| ক. রিজিক অর্থ | পরম দয়ালু |
| খ. রহমান অর্থ | খাদ্য |
| গ. আমরা আখিরাতে | স্রষ্টা |
| ঘ. রাসুল অর্থ | বিশ্বাস করব |
| ঙ. আল্লাহ সব কিছুর | প্রেরিত পুরুষ |

৪। সর্থক্ৰিস্ত উত্তর-প্রশ্ন :

- ক. আল্লাহ তায়ালায় চারটি গুণের নাম লেখ ।
 খ. মহান আল্লাহর পাঁচটি সৃষ্টির নাম লেখ ।
 গ. ইমান কাকে বলে?
 ঘ. ‘আল্লাহু খালিকুন’ অর্থ কী?
 ঙ. হাত-পা না থাকলে আমাদের কী অসুবিধা হতো?
 চ. ‘রাজ্জাক’ শব্দের অর্থ কী?
 ছ. ‘রব’ শব্দের অর্থ কী?

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

৫. বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

- ক. আল্লাহ তায়ালা আমাদের কীভাবে লালন-পালন করেন?
- খ. মায়ের দুধের সাথে কোনো খাদ্যের তুলনা হয় না কেন?
- গ. ‘রাব্বুল আলামীন’ অর্থ কী?
- ঘ. গাছপালা, শাকসবজি কী থেকে খাদ্য গ্রহণ করে?
- ঙ. আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন কেন?
- চ. আমাদের নবির নাম নিলে কী বলতে হয়?
- ছ. আসমানি কিতাব কাকে বলে?
- জ. সহিফা কাকে বলে?
- ঝ. আখিরাত কাকে বলে?

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রথম অধ্যায়

ইমান ও আকাইদ – الْإِيمَانُ وَالْعَقَائِدُ

অর্জন উপযোগী বোধ্যতা :

- ১.১ মহান আল্লাহর পরিচয় বলতে পারা ও তার প্রতি ইমান আনা ।
- ১.২ মহান আল্লাহকে স্রষ্টা হিসেবে জানা ও ইমান আনা ।
- ১.৩ আল্লাহকে পালনকর্তা হিসেবে জানা ও বিশ্বাস স্থাপন করা ।
- ১.৪ মহান আল্লাহকে রিজিকদাতা হিসেবে জানা ও ইমান আনা ।
- ১.৫ মহান আল্লাহকে দয়ালু হিসেবে জানা ও বিশ্বাস স্থাপন করা ।
- ১.৬ নবি-রাসুলগণের (আ) পরিচয় জানা এবং তাঁদের শিক্ষা অনুসরণ করে জীবন গড়া ।
- ১.৭ প্রধান আসমানি কিতাব চারখানা, এগুলোর নাম বলতে পারা এবং আসমানি কিতাব যে মানুষের জন্য পথনির্দেশনা তা বলতে পারা ও ইমান আনা । সর্বশেষ আসমানি কিতাব কুরআন মজিদ সকল মানুষের কল্যাণের পথনির্দেশক- এ কথা বিশ্বাস করা এবং শিখতে ও পড়তে আগ্রহী হওয়া ।
- ১.৮ আখিরাত কাকে বলে তা বলতে পারা এবং আখিরাতের জীবনের প্রতি ইমান আনা ।
- ১.৯ কলেমা তায়্যিবা অর্ধসহ বলতে পারা এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ।

শিখন ফল :

- ১.১.১ মহান আল্লাহর পরিচয় বলতে পারবে ও তাঁর প্রতি ইমান আনবে ।
- ১.২.১ মহান আল্লাহ সকল সৃষ্টির স্রষ্টা এবং তিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন । পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের স্রষ্টা মহান আল্লাহ এ কথা বলতে পারবে ।
- ১.৩.১ মহান আল্লাহ সকল সৃষ্টির পালনকর্তা- এ কথা বিশ্বাস করবে ও মানবে ।
- ১.৩.২ ফল, ফসল, আলো বাতাস ও পানি দিয়ে আল্লাহ আমাদের লালন-পালন করেন । তিনি আমাদের রব- এ কথা জানবে, বিশ্বাস করবে ও মানবে ।
- ১.৪.১ মহান আল্লাহ সকল সৃষ্টিজগৎকে খাদ্য, পানি, আলো, বাতাস দিয়ে বাঁচিয়ে রাখেন- এ কথা জানবে ও ইমান আনবে ।
- ১.৪.২ আল্লাহ আমাদের রিজিকদাতা তিনি রাজ্জাক । তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে ।

- ১.৫.১ আল্লাহ পরম করুণাময় ও দয়ালু তিনি দয়াবান, তাঁর দয়ায় আমরা বেচেঁ আছি এ কথা জানবে ও বিশ্বাস করবে।
- ১.৫.২ আল্লাহ দয়া করে আমাদের জন্য আলো, বাতাস, ফলমূল সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তা বলতে পারবে।
- ১.৫.৩ আল্লাহকে রাহমান বা পরম দয়ালু হিসেবে মানবে।
- ১.৫.৪ আল্লাহর প্রতি ইমানের নৈতিক উপকার কী বলতে পারবে।
- ১.৬.১ নবি-রাসুলগণের (আ) পরিচয় বলতে পারবে।
- ১.৬.২ নবি-রাসুলগণ (আ) আল্লাহর প্রেরিত, তাঁদের মহান শিক্ষকরূপে জানবে ও তাঁদের শিক্ষা গ্রহণ করবে। প্রথম ও শেষ নবি (আ) নাম বলতে পারবে।
- ১.৬.৩ নবি-রাসুলগণ (আ) সকল দিক দিয়ে মানুষের জন্য আদর্শ- এ কথা বর্ণনা করতে পারবে। তারা নবি-রাসুলগণ (আ) কে শ্রদ্ধা করবে, ভালোবাসবে এবং তাঁদের শিক্ষা অনুসরণ করে জীবন গড়বে।
- ১.৭.১ মহান আল্লাহ দয়া করে মানুষের পথনির্দেশনার জন্য আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন তা জানবে ও বিশ্বাস করবে।
- ১.৭.২ প্রধান চারখানা আসমানি কিতাবের নাম জানবে ও কোন কোন নবির ওপর তা অবতীর্ণ হয়েছে তা বলতে পারবে।
- ১.৭.৩ তারা সর্বশেষ আসমানি কিতাব কুরআন মজিদ শিখতে আগ্রহী হবে।
- ১.৮.১ আখিরাত সম্পর্কে বলতে পারবে। আখিরাতে শান্তির জন্য দুনিয়াতে ভালো কাজ করবে।
- ১.৮.২ আখিরাতের প্রতি ইমানের নৈতিক উপকার কী তা বলতে পারবে।
- ১.৯.১ কলেমা তায়্যিবা আরবিতে পড়তে ও বলতে পারবে।
- ১.৯.২ কলেমা তায়্যিবার অর্থ বলতে পারবে।
- ১.৯.৩ এ কলেমায় যারা বিশ্বাস করে, তারাই মুমিন ও মুসলিম- এ কথা জানবে ও মানবে।

পাঠ বিভাজন : ৯টি।

পাঠ-১
আল্লাহর পরিচয়
আল্লাহ (الله)

বিষয় বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা-১-২): আমরা পৃথিবীতে কাজ করব।

শিখনফল : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

১.১.১ মহান আল্লাহর পরিচয় বলতে পারবে ও তাঁর প্রতি ইমান আনবে।

উপকরণ : পাঠ শিরোনাম লিখিত কার্ড, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলির সুন্দর রঙিন ছবি, (অথবা বিদ্যালয়ের আঙিনা ও চারপাশের বিভিন্ন ধরনের গাছপালা, নদীনালা, গরু, ছাগল ইত্যাদি বাস্তব বিষয়াদি।) পাঠ্যপুস্তক, চক ও চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, বাস্তব/মডেল, নির্দেশক কাঠি ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনার মাধ্যমে আজকের পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে তৈরি করুন।

১. আকাশ, পশু, পাখি, গাছপালা, নদীনালা, জীবজন্তু, চাঁদ, সূর্য, মাটি, বৃষ্টি, ফুল, ফল, পাখি কোথা থেকে এলো?

২. কে এতসব সৃষ্টি করেছেন?

৩. আমরা মানুষ। আমাদের সৃষ্টি করেছেন কে?

৪. আমরা পৃথিবীতে বাস করি। কে সৃষ্টি করেছেন এই পৃথিবী?

গ. আজকের পাঠ শিরোনাম ‘আল্লাহর পরিচয়’ বোর্ডে লিখুন এবং উচ্চ স্বরে বলুন। শিক্ষার্থীদের আপনার সাথে সাথে কয়েকবার উচ্চ স্বরে ‘আল্লাহর পরিচয়’ বলতে বলুন।

ঘ. শিক্ষার্থীদের পাঠ শিরোনাম ‘আল্লাহর পরিচয়’ নিজ নিজ খাতায় লিখে নিতে বলুন।

ঙ. আজকের পাঠটি গল্পাকারে নিজের ভাষায় সহজ করে উপস্থাপন করুন। নিম্নোক্ত

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করে উপস্থাপিত বিষয় শিক্ষার্থীদের বুঝতে সহায়তা করুন ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের ভিত গড়ে তুলুন।

১. আমরা কোথায় বাস করি?

২. পৃথিবী এবং পৃথিবীর সব কিছু আল্লাহ তায়ালা কার জন্য সৃষ্টি করেছেন?

৩. আমাদের স্রষ্টা, রিজিকদাতা এবং পালনকর্তা কে?

৪. কে আমাদের আল্লাহর পরিচয় জানিয়েছেন?

৫. আল্লাহর রাসুল কে?

৬. কে এক ও কার সাথে কারো তুলনা হয়না?

৭. কে সবকিছু জানেন, শোনেন ও দেখেন?

৮. আমাদের মাবুদ কে, তিনি কেমন?

৯. ইমান ও আকিদা কী?

১০. আমরা কাকে বিশ্বাস করব ও কার এবাদত করব?

চ. শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে বিভক্ত করুন। আল্লাহর পরিচয়দানকারী পাঁচটি বাক্যের শব্দ কার্ড (পূর্বে তৈরি শব্দকার্ড) দলে বিভক্ত শিক্ষার্থীদের দিন।

শিক্ষার্থীদের শব্দসমূহ সাজিয়ে আল্লাহর পরিচয় জ্ঞাপক বাক্য তৈরি করতে বলুন।

ছ. আল্লাহর পরিচয়দানকারী বাক্যের তালিকা দর্শণযোগ্য স্থানে টাঙিয়ে দিন। শিক্ষার্থীদের তৈরি বাক্য, তালিকার সঙ্গে মেলাতে বলুন। এবার দলভিত্তিক সাজানো বাক্য বলতে বলুন। প্রয়োজনে বাক্য ঠিক করে দিন।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি প্রকৃতির ছবি আঁকবে ও রং করবে।

মূল্যায়ন : যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন, শিক্ষার্থীরা কতটুকু শিখতে পেরেছে তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন—

১. প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে/ লিখতে বলুন :

ক. মানুষ সৃষ্টি করেছেন কে?

- | | |
|------------|------------------|
| ১. ফেরেশতা | ২. আলাহ তায়ালার |
| ৩. জিন | ৪. নবি-রাসুল। |

খ. কে সবার স্রষ্টা, রিজিকদাতা ও পালনকারী?

- | | |
|--------------------|-------------|
| ১. আল্লাহ তায়ালার | ২. মানুষ |
| ৩. নবি-রাসুল | ৪. ফেরেশতা। |

গ. আকিদার বহুবচন কোনটি?

- | | |
|----------|------------|
| ১. এবাদত | ২. ইমান |
| ৩. আকাইদ | ৪. আখিরাত। |

২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন—

ক. মহান এক।

খ. তিনি....দয়ালু।

গ. তিনিই আমাদের।

ঘ. (স) আল্লাহর রাসুল।

ঙ. আমরা এক কে বিশ্বাস করব।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন —

১. মানুষ সৃষ্টি করেছেন কে?
২. আমরা কার এবাদত করব?
৩. মুহম্মদ (স) কার পরিচয় জানিয়েছেন?
৪. আমাদের মাবুদ কে? তিনি কেমন?
৫. ইমান কাকে বলে?

৪. আল্লাহর পরিচয়দানকারী পাঁচটি বাক্য লিখ।

পাঠ-২

আলাহ স্রষ্টা

আল্লাহু খালিকুন (اَللّٰهُ خَالِقُ)

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ২-৪) ‘আল্লাহু খালিকুন’ যত্ন করব।

শিখনফল : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

১.২.১ মহান আল্লাহ সকল সৃষ্টির স্রষ্টা এবং তিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন।

পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের স্রষ্টা মহান আল্লাহ- এ কথা বলতে পারবে।

উপকরণ : প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলির সুন্দর রঙিন ছবি (বিভিন্ন ধরনের গাছপালা, পাহাড় পর্বত, নদী-নালা, পশুপাখিসহ সুন্দর বন, মেঘ, বৃষ্টি গরু, ছাগল ইত্যাদি- বিষয়াদি সংবলিত ছবি পাঠ্য পুস্তকের ছবি।) চক ও চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, বাস্তব/মডেল ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

ক. পাঠদানের শুরুতে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনার মাধ্যমে আজকের পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে তৈরি করুন।

১. আকাশ, পশু, পাখি, গাছপালা, নদীনালা, জীবজন্তু, চাঁদ, সূর্য, মাটি, বৃষ্টি, ফুল, ফল, পাখি কোথা থেকে এল?

২. এত সব সৃষ্টি করেছেনকে?

৩. আমরা মানুষ। আমাদের সৃষ্টি করেছেন কে?

৪. আমরা পৃথিবীতে বাস করি। এ পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন?

গ. আজকের পাঠ শিরোনাম ‘আল্লাহ স্রষ্টা’ (আল্লাহু খালিকুন - اَللّٰهُ خَالِقُ) বোর্ডে লিখুন এবং আপনার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের কয়েকবার উচ্চ স্বরে ‘আল্লাহ স্রষ্টা’ বলতে বলুন।

ঘ. পাঠ শিরোনাম শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ খাতায় লিখে নিতে বলুন।

ঙ. ছবি, বিদ্যালয়ের আশপাশের গাছপালা, আকাশ দেখিয়ে নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠটি উপস্থাপন করুন। কেউ না পারলে উত্তর বলে দিন।

১. আমরা কোথায় বাস করি?

২. পৃথিবী এবং পৃথিবীর সব কিছু আল্লাহ তায়ালার কার জন্য সৃষ্টি করেছেন?

৩. আমাদের স্রষ্টা কে?

৪. বন, বনের বাঘ, হরিণ, বানর, নানারকম পশুপাখি কে সৃষ্টি করেছেন?

৫. কে আকাশ চন্দ্র, সূর্য সৃষ্টি করেছেন?

৬. নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত কে সৃষ্টি করেছেন?

চ. প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের দলে বিভক্ত করুন। আল্লাহর সৃষ্টি এমন দশটি বস্তুর নাম দলে আলোচনা করে লিখতে বলুন।

ছ. এবার পাঠ্যপুস্তক খুলে নামগুলো ঠিক আছে কি না দেখতে বলুন। আপনি ঘুরে ঘুরে সকলের কাজ দেখুন ও প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

পরিকল্পিত কাজ : ক. শিক্ষার্থীরা আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি প্রকৃতির ছবি আঁকবে ও রং করবে।
খ. ‘আল্লাহু খালিকুন’ শব্দের অর্থ লিখবে।

মূল্যায়ন : যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন, শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন—

১. প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে দিয়ে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে/ লিখতে বলুন :

ক. আমাদের স্রষ্টা কে?

- | | |
|------------|------------------|
| ১. ফেরেশতা | ২. আল্লাহ তায়াল |
| ৩. জিন | ৪. নবি-রসুল। |

খ. ‘আল্লাহু খালিকুন’ অর্থ কী?

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ১. আল্লাহ দয়ালু | ৩. আল্লাহ মেহেরবান |
| ২. আল্লাহ পালনকারী | ৪. আল্লাহ স্রষ্টা। |

গ. সুন্দর বন কোথায় আছে?

- | | |
|----------------|------------|
| ১. আমাদের দেশে | ৩. ইরানে |
| ২. আরবে | ৪. নেপালে। |

২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন—

ক. খালিক অর্থ।

খ. আল্লাহকে স্রষ্টা হিসেবে করব।

গ. আল্লাহর..... কে ভালোবাসব।

ঘ. শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রতি ব্যবহার করব।

ঙ. আমরা তাঁর করব।

চ. ‘আল্লাহু খালিকুন’ (اَللّٰهُ خَالِقٌ) শব্দের অর্থ।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন —

১. মানুষ সৃষ্টি করেছেন কে?
২. বনের গাছগাছালি সৃষ্টি করেছেন কে?
৩. আকাশ সৃষ্টি করেছেন কে?
৪. আল্লাহকে স্রষ্টা বলা হয় কেন?
৫. মহান আল্লাহর সৃষ্টির পাঁচটি উদাহরণ দাও।
৬. খালিক শব্দের অর্থ কী?
৭. আল্লাহ স্রষ্টা এ কথার অর্থ কী?

৪. ‘আল্লাহ স্রষ্টা’ - এ কথা বুঝিয়ে লেখ।

পাঠ-৩

আল্লাহ পালনকারী

আল্লাহ রাব্বুন (الله ربّ)

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা-৪) ‘আল্লাহু রাব্বুন’ মেহেরবানি।

শিখনফল : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা জানবে ও বিশ্বাস করবে-

১.৩.১ মহান আল্লাহ সকল সৃষ্টির পালনকর্তা- একথা বিশ্বাস করবে ও মানবে।

১.৩.২ ফল, ফসল, আলো বাতাস ও পানি দিয়ে আল্লাহ আমাদের লালন-পালন করেন। তিনি আমাদের রব- এ কথা জানবে, বিশ্বাস করবে ও মানবে।

উপকরণ : পাঠ শিরোনাম লিখিত কার্ড, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলির রঙিন ছবি (মানুষ, বিভিন্ন ধরনের গাছপালা, পাহাড় পর্বত, নদীনালা, পশুপাখি, গরু, ছাগল হাঁস, মুরগি, পুকুরে মাছ ইত্যাদি বিষয়াদি সংবলিত ছবি।) পাঠ্যপুস্তক, চক ও চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, বাস্তব/মডেল ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি টাঙিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের দেখতে বলুন। অতঃপর নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনার মাধ্যমে আজকের পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে তৈরি করুন।

১. মানুষ, পশু, পাখি, হাঁস, মুরগি গাছপালা, নদীনালা, জীবজন্তু, আকাশ, চাঁদ, সূর্য, বৃষ্টি, ফল, ফুল কে সৃষ্টি করেছেন?

২. বিভিন্ন রকমের প্রাণীর গোশত, দুধ, ডিম যা আমরা খাই। এসব কে সৃষ্টি করেছেন?

৩. পশু, পাখি ও গাছপালার খাবারের ব্যবস্থা কে করেন?

গ. এবার বলুন, এভাবে বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদজগৎ সৃষ্টি করে তার মাধ্যমে খাবারের ব্যবস্থা করে আল্লাহ তায়ালা আমাদের পালন করেন। আজকে আমরা ‘আল্লাহ পালনকারী’ এ সম্পর্কে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করুন।

আজকের পাঠ শিরোনাম ‘আল্লাহ পালনকারী’ বোর্ডে লিখুন এবং আপনার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের কয়েকবার উচ্চ স্বরে বলতে বলুন।

ঘ. পাঠ শিরোনাম ‘আল্লাহ পালনকারী’ শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলুন।

ঙ. আজকের পাঠটি গল্পাকারে নিজের ভাষায় সহজ করে উপস্থাপন করুন। নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উপস্থাপিত বিষয় শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন

১. আল্লাহ তায়ালা মানুষকে কীভাবে লালন-পালন করেন?

২. মানুষের খাবারের ব্যবস্থা কে করেন?

৩. সারা বিশ্বের পালনকারী কে?
৪. পশুপাখি, গাছপালা এদের বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ কী কী দিয়েছেন?
৫. রব অর্থ কী?
৬. আল্লাহকে কেন আমাদের রব বলা হয়?
৭. সকল সৃষ্টির পালনকারী হিসেবে কাকে মানব ও বিশ্বাস করব?
৮. আমরা কার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব?
৯. আমরা কার এবাদত করব?
১০. আমরা কিসের সেবা করব?

চ. প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ডান পাশের জনের সঙ্গে জোড়া তৈরি করুন। প্রত্যেক জোড়াকে পাঠ্যপুস্তক দেখে ও আলোচনা করে মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা এদের বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ কী কী দিয়েছেন, সে সম্পর্কিত পাঁচটি করে বাক্য তৈরি করতে বলুন।

ছ. এবার জোড়াভিত্তিক তৈরি বাক্য বলতে বলুন। প্রয়োজনে বাক্য ঠিক করে দিন।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীদের ‘আল্লাহ্ রাক্বুন’ আরবিতে সুন্দর করে খাতায় লিখে রং করতে বলুন।

মূল্যায়ন : আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন—

১. প্রশ্নোত্তরগুলোর লিখিত চার্ট শ্রেণিকক্ষে টাঙিয়ে দিয়ে কয়েকবার পড়ে শোনান ও শিক্ষার্থীদের সঠিক উত্তর কোনটি বলতে/বের করতে বলুন :

ক. ‘আল্লাহ্ রাক্বুন’ এর অর্থ কী?

- | | |
|--------------------|----------------------|
| ১. আল্লাহ পালনকারী | ২. আল্লাহ সৃষ্টিকারী |
| ৩. আল্লাহ দয়ালু | ৪. আল্লাহ রিজিকদাতা। |

খ. আল্লাহ রাক্বুল আলামীন কারণ—

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| ১. তিনি কেবল মানুষের পালনকারী | ২. সকল সৃষ্টির পালনকারী |
| ৩. শুধু পশুপাখির পালনকারী | ৪. কেবল গাছপালার পালনকারী। |

গ. রব অর্থ কী?

- | | |
|----------------|--------------|
| ১. নির্দেশকারী | ২. রিজিকদাতা |
| ৩. আকাইদ | ৪. পালনকারী। |

২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে শিক্ষার্থীদের পূরণ করতে বলুন—

ক. আমাদের লালন-পালন করেন।

খ. আমরা কে পালনকারী মানব।

গ. আল্লাহ আমাদের।

ঘ. আল্লাহর সৃষ্টির করব।

ঙ. তাঁর প্রতি থাকব।

৩. বাম পার্শ্বের বাক্যাংশের সাথে ডান পার্শ্বের বাক্যাংশ রেখা টেনে মেলাতে বলুন-

ক. মহান আল্লাহ	রাব্বুল আলামীন।
খ. তিনি	শুধু আমাদেরই রব নন।
গ. আল্লাহর সৃষ্টির	আমাদের লালন-পালন করেন।
ঘ. আল্লাহ আলো, বাতাস, পানি দিয়ে	সেবা করব।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন/খাতায় লিখতে বলুন-

- ক. আমাদের লালন-পালন করেন কে?
- খ. আল্লাহ কীভাবে আমাদের লালন-পালন করেন?
- গ. মায়ের দুধের সাথে অন্য কোনো খাদ্যের তুলনা হয় না কেন?
- ঘ. আমাদের বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ কী কী দিয়েছেন?
- ঙ. রব অর্থ কী?
- চ. আল্লাহকে আমাদের রব বলা হয় কেন?
- ছ. আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অর্থ কী?

৫. আল্লাহ তায়ালা আমাদের কীভাবে লালন-পালন করেন বর্ণনা কর।

পাঠ-৪

আল্লাহ রিজিকদাতা

আল্লাহ রাজ্জাকুন (اللَّهُ رَزَّاقٌ)

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা-৫) আল্লাহু রাজ্জাকুন দান করব।

শিখনফল : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

- ১.৪.১ মহান আল্লাহ সকল সৃষ্টিজগৎকে খাদ্য, পানি, আলো, বাতাস দিয়ে বাঁচিয়ে রাখেন- এ কথা জানবে ও বিশ্বাস করবে।
- ১.৪.২ আল্লাহ আমাদের রিজিকদাতা তিনি রাজ্জাক। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

উপকরণ : পাঠ শিরোনাম লিখিত কার্ড, পাঠ্যপুস্তক, পাঠসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের ছবি (ভাত, মাছ, দুধ, ডিম, মাংস, কলা, শসা, বরবটি, বেগুন, করল্লা ইত্যাদির ছবি), গরুর ঘাস খাওয়ার ছবি, গাছে পানি দেওয়ার ছবি সংগ্রহ করে ব্যবহার করবেন। চক ও চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, বাস্তব/মডেল ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

- ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।
- খ. পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি টাঙিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের দেখতে বলুন। অতঃপর নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনার মাধ্যমে আজকের পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে তৈরি করুন।

১. এগুলো কিসের ছবি?
২. এসব কারা খায়?
৩. আমরা আর কী কী খাই?
৪. গরু-ছাগল কী খায়?
৫. পাখিরা কী খায়?
৬. গাছপালা কী খায়?
৭. মানুষ, পশুপাখি, গাছপালার খাবার কে দেন?
৮. বিভিন্ন প্রাণীর গোশত, দুধ, ডিম আমরা খাই। এসব খাবার কে দেন?
৯. এসব খাবারকে আরবিতে কী বলে?

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে। না পারলে বলে দেবেন।

- গ. এবার বলুন, যেহেতু আল্লাহ সবাইকে খাবার অর্থাৎ রিজিক দেন, এজন্য তাঁকে বলা হয় রাজ্জাক। এভাবে বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদজগৎ সৃষ্টি করে তার খাবারের ব্যবস্থা করেন আল্লাহ তায়ালা। আজকে আমরা ‘আলাহ রিজিকদাতা’ এ সম্পর্কে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করুন।

আজকের পাঠ শিরোনাম ‘আল্লাহ রিজিকদাতা’ পাঠ শিরোনাম লিখিত কার্ড টাঙিয়ে দিন/বোর্ডে লিখুন ও উচ্চ স্বরে বলুন এবং আপনার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের কয়েকবার উচ্চ স্বরে বলতে বলুন।

- ঘ. পাঠ শিরোনাম ‘আল্লাহ রিজিকদাতা’ শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলুন।

- ঙ. আজকের পাঠটি গল্পাকারে নিজের ভাষায় সহজ করে উপস্থাপন করুন। পাঠ উপস্থাপনকালে শিক্ষার্থীরা মনোযোগী কি না যাচাইয়ের জন্য পাঠসংশ্লিষ্ট ছোট ছোট প্রশ্ন করুন।

নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করে উপস্থাপিত বিষয় শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন -

১. আমাদের বেঁচে থাকতে হলে কী লাগে?
২. ভাত, মাছ, দুধ, ডিম, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগির গোশত কারা খায়?
৩. রিজিক অর্থ কী?
৪. রিজিকদাতা কে?
৫. পশু, পাখি, জীবজন্তু, গাছপালাকে রিজিক দেন কে?
৬. আলো, বাতাস, মাটি কার দান?
৭. আল্লাহ রাজ্জাকুন অর্থ কী?
৮. সকল সৃষ্টির রিজিকদাতা কে?
৯. আমরা কখন কার শোকর করব?

- চ. প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ডান পাশের জনের সঙ্গে জোড়া তৈরি করুন। প্রতি জোড়ার একজনকে পাঠ্যপুস্তক দেখে পড়তে ও অন্যজনকে নিজ পাঠ্যপুস্তক দেখে পড়া শুনতে ও অনুসরণ করতে বলুন। সকলে পড়তে পারছে কি না আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা ‘আল্লাহ রাজ্জাকুন’ অর্থসহ সুন্দর করে খাতায় লিখবে ও রং করবে।

মূল্যায়ন : যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন, শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন। অপারগ শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করুন। না পারার ধরন অনুযায়ী পুনঃশিক্ষনের ব্যবস্থা নিন।

১. প্রশ্নোত্তরগুলো চার্টে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. ‘আল্লাহ্ রাজ্জাকুন’ অর্থ কী?

১. আল্লাহ পালনকারী

২. আল্লাহ সৃষ্টিকারী

৩. আল্লাহ দয়ালু

৪. আল্লাহ রিজিকদাতা

খ. সকল সৃষ্টির রিজিকদাতা কে?

১. ফেরেশতা

২. জিন

৩. নবি

৪. আলাহ

গ. রিজিক অর্থ কী?

১. খেলনা

২. পোশাক

৩. খাদ্য

৪. পশু-পাখি

২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে শিক্ষার্থীদের পূরণ করতে বলুন-

ক. আল্লাহ ।

খ. আমাদের বেঁচে থাকতে যা যা লাগে সবই ।

গ. রিজিক খেয়ে করব ।

ঘ. আল্লাহর এক রাজ্জাক ।

ঙ. রাজ্জাক অর্থ ।

৩. বাম পার্শ্বের বাক্যাংশের সাথে ডান পার্শ্বের বাক্যাংশ রেখা টেনে মেলাতে বলুন-

ক. রিজিক মানে	সবাই বাঁচে ।
খ. আল্লাহর দেওয়া রিজিক খেয়ে	গরিবদের দান করব ।
গ. আল্লাহকে	খাদ্য ।
ঘ. আল্লাহর দেওয়া রিজিক হতে	রাজ্জাক মানব ।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন/খাতায় লিখতে বলুন-

ক. ভাত, মাছ, দুধ, ডিম, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগির গোশত কারা খায়?

খ. পশুপাখি ও গাছপালার খাবারের ব্যবস্থা কে করেন?

গ. রিজিক অর্থ কী?

ঘ. সকল সৃষ্টির রিজিকদাতা কে?

ঙ. আমরা কাকে রাজ্জাক মানব?

চ. যিনি সকলের খাবার দেন তাঁকে কী বলা হয়?

৫. কাকে সকল সৃষ্টির রিজিকদাতা বলা হয়? কেন বলা হয়? শিক্ষার্থীদের বর্ণনা করতে বলুন।

আল্লাহ দয়ালু

আল্লাহ রাহমান (اللهُ رَحِيمٌ)

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা-৬) আল্লাহ রাহমান সৃষ্টিকে দয়া করব । ।

শিখনকল্প : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

- ১.৫.১ আল্লাহ পরম করুণাময় ও দয়ালু, তিনি দয়ালু, তাঁর দয়ালু আমরা বেচেনে আছি- এ কথা জানবে ও বিশ্বাস করবে ।
- ১.৫.২ আল্লাহ দয়া করে আমাদের জন্য আলো, বাতাস, ফলমূল সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তা বলতে পারবে ।
- ১.৫.৩ আল্লাহকে রাহমান বা পরম দয়ালু হিসেবে মানবে ।
- ১.৫.৪ আল্লাহর প্রতি ইমানের নৈতিক উপকার কী তা বলতে পারবে ।

উপকরণ : পাঠ শিরোনাম লিখিত কার্ড, পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যসংশ্লিষ্ট ছবি, ফসলের মাঠ, ফলসহ বিভিন্ন বস্তু, ফলের গাছের ছবি, পাঠ্যপুস্তকের ছবি, চক, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, বাস্তব/মডেল ইত্যাদি ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন ।
- খ. পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা-২-এর ছবি ও পাঠ্যসংশ্লিষ্ট ছবি শিক্ষার্থীদের দেখতে বলুন । অতঃপর নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে তৈরিসহ আজকের পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করুন ।

১. এগুলো কিসের ছবি?
২. এসব আমরা কী করি?
৩. আর কী কী খাই?
৪. এসব কে সৃষ্টি করেছেন?
৫. এগুলো কার দান?
৬. কখন মাঠ শুকিয়ে যায়?
৭. কেন মাঠ শুকিয়ে যায়?
৮. তখন গাছপালায় অবস্থা কেমন হয়?
৯. এরপর বৃষ্টি হলে কেমন হয়?

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে । না পারলে বলে দেবেন । সম্ভব হলে বাস্তবে দেখাবেন । উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন ।

- গ. এবার বলুন, এই যে মেঘ, গাছের ফল, মাঠের ফসল সবই মহান আল্লাহর দান । আমাদের বাঁচার জন্য আল্লাহ দয়া করে এসব সৃষ্টি করেছেন । আজকে আমরা ‘আল্লাহ দয়ালু’ এ সম্পর্কে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করুন ।

আজকের পাঠ শিরোনাম ‘আল্লাহ দয়ালু’ (আল্লাহু রহমানু) পাঠ শিরোনাম লিখিত কার্ড টাঙিয়ে দিন / বোর্ডে লিখুন ও শুদ্ধ উচ্চারণে উচ্চ স্বরে বলুন এবং আপনার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের কয়েকবার উচ্চ স্বরে বলতে বলুন।

ঘ. পাঠ শিরোনাম ‘আল্লাহ দয়ালু’ শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলুন।

ঙ. আজকের পাঠটি ছবির সাহায্যে নিজের ভাষায় সহজ করে উপস্থাপন করুন। প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ দিন।

নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করে উপস্থাপিত বিষয় শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন -

১. মেঘ, বৃষ্টি, মাঠের ফসল কে দেন?
২. আমাদের বাঁচার জন্য আল্লাহ কী দেন?
৩. আল্লাহকে রহমান বলা হয় কেন?
৪. রাহমান শব্দের অর্থ কী?
৫. আল্লাহ কাদের প্রতি দয়ালু?
৬. আল্লাহ তায়ালার দয়ালু কী কী হয়?

চ. প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ডান পাশের জনের সঙ্গে জোড়া তৈরি করুন। প্রতি জোড়ার একজনকে পাঠ্যপুস্তক দেখে পড়তে ও অন্যজনকে নিজ পাঠ্যপুস্তক দেখে পড়া অনুসরণ করতে বলুন। সকলে পড়ছে কি না আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

ছ. অতঃপর পাঠসংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর আদায়ের মাধ্যমে পাঠটি শেখা হলো কি না যাচাই করুন। অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা ‘রাহমানু’ শব্দটি আরবিতে সুন্দর করে খাতায় লিখবে ও রং করবে।

মূল্যায়ন : পাঠটি শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন—

১. প্রশ্নোত্তরগুলো চার্টে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. ‘আল্লাহ রাহমানু’ অর্থ কী?

- | | |
|----------------------|----------------------|
| ১. আল্লাহ পালনকারী | ২. আল্লাহ সৃষ্টিকারী |
| ৩. আল্লাহ পরম দয়ালু | ৪. আল্লাহ রিজিকদাতা। |

খ. সকল সৃষ্টির প্রতি দয়ালু কে?

- | | |
|----------|------------|
| ১. মানুষ | ২. জিন |
| ৩. নবি | ৪. আল্লাহ। |

২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে শিক্ষার্থীদের পূরণ করতে বলুন—

ক. আল্লাহ।

খ. আল্লাহর রহমতে আকাশে হয়।

গ. তিনি জন্য মায়ের বুকে ব্যবস্থা করেছেন।

ঘ. আল্লাহর এক নাম.....।

ঙ. আল্লাহ রাহমান অর্থ।

৩. বাম পার্শ্বের বাক্যাংশের সাথে ডান পার্শ্বের বাক্যাংশ রেখা টেনে মেলাতে বলুন-

ক. রহমান শব্দের অর্থ	দয়া করেন।
খ. আল্লাহর দয়া থেকে	আল্লাহ ক্ষমা করে দেন।
গ. আল্লাহ সবাইকে	নিরাশ হব না।
ঘ. আমরা ক্ষমা চাইলে	পরম দয়ালু।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন/খাতায় লিখতে বলুন-

ক. আমাদের বাঁচার জন্য আল্লাহ কী দেন?

খ. বৃষ্টি হলে গাছপালার অবস্থা কেমন হয়?

গ. রাহমান শব্দের অর্থ কী?

ঘ. মেঘ, বৃষ্টি, খেতের ফসল কে দেন?

ঙ. আমরা কাকে পরম দয়ালু মানব?

৫. কাকে পরম দয়ালু বলা হয়? কেন বলা হয়? শিক্ষার্থীদের বর্ণনা করতে বলুন।

পাঠ-৬

নবি-রসূল

(نَبِيٌّ وَرَسُولٌ - নাবিইও ওয়া রাসূলুন)

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা-৭) মহান আল্লাহ সবকিছু মেনে চলব।

শিখনকল : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

১.৬.১ নবি-রাসূলগণের (আ) পরিচয় বলতে পারবে।

১.৬.২ নবি-রাসূলগণ (আ) আল্লাহর প্রেরিত, তাঁদের মহান শিক্ষকরূপে জানবে ও তাঁদের শিক্ষা গ্রহণ করবে। প্রথম ও শেষ নবি (আ)- এর নাম বলতে পারবে।

১.৬.৩ নবি-রাসূলগণ (আ) সকল দিক দিয়ে মানুষের জন্য আদর্শ- এ কথা বর্ণনা করতে পারবে। তারা নবি-রাসূলগণ (আ) কে শ্রদ্ধা করবে, ভালোবাসবে এবং তাঁদের শিক্ষা অনুসরণ করে জীবন গড়বে।

উপকরণ: পাঠ শিরোনাম লিখিত কার্ড, পাঠ্য পুস্তক, চক, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, মডেল ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- ক. পাঠদানের শুরুতে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। দুইজন শিক্ষার্থী সম্পর্কে খোঁজখবর নিন।(পর্যায়ক্রমে প্রতিদিন দুইজনের খোঁজখবর নিবেন)
- খ. অতঃপর পূর্বপাঠসংশ্লিষ্ট নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে তৈরিসহ আজকের পাঠের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করুন।

১. আমরা কার দয়ায় বেঁচে আছি?
২. আমাদের বাঁচার জন্য আল্লাহ কী দেন?
৩. আল্লাহ কাদের প্রতি দয়ালু?

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে। না পারলে বলে দেবেন। উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন।

- গ. এবার বলুন, গাছের ফল, মাঠের ফসল, আলো, বাতাস, পানি সবই মহান আল্লার দান। আমাদের বাঁচার জন্য আল্লাহ দয়া করে এসব সৃষ্টি করেছেন। আমরা আল্লাহর ইবাদত করব, তাঁর নির্দেশমতো চলব। কিন্তু কীভাবে চললে আল্লাহ খুশি হবেন, তাঁর হুকুম কী তা মানুষকে জানানোর জন্য মহান আল্লাহ নবি-রসুল পাঠিয়েছেন। আজকে আমরা ‘নবি-রাসুল’ (নাবিইওঁ ওয়া রাসুলুন) এ সম্পর্কে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করুন।

আজকের পাঠ শিরোনাম ‘নবি-রাসুল’ (নাবিইওঁ ওয়া রাসুলুন) পাঠ শিরোনাম লিখিত কার্ড টাঙিয়ে দিন/বোর্ডে লিখুন ও শুদ্ধ উচ্চারণে উচ্চ স্বরে বলুন এবং আপনার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের কয়েকবার উচ্চ স্বরে বলতে বলুন।

- ঘ. পাঠ শিরোনাম ‘নবি-রাসুল’ (নাবিইওঁ ওয়া রাসুলুন) শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলুন।
- ঙ. আজকের পাঠটি সহজ কথায় উপস্থাপন করুন। প্রয়োজনে বোর্ড ব্যবহার করুন। নিচের বাক্যগুলো বোর্ডে লিখুন ও শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর এবাদতের জন্য।

আল্লাহর পথে ডাকার জন্য আল্লাহ নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন।

সর্ব প্রথম নবি হলেন হযরত আদম (আ)।

সর্ব শেষ নবি ও ও রাসুল হলেন হযরত মুহাম্মদ (স)।

নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করে উপস্থাপিত বিষয় শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন -

১. মহান আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন কাদের জন্য?
 ২. আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন কেন?
 ৩. সর্বশেষ নবি ও রাসুল কে?
 ৪. আল্লাহর পথে ডাকার জন্য আল্লাহ কাদের পাঠিয়েছেন?
 ৫. নবি-রাসুলগণ মানুষকে কীভাবে শিক্ষা দিতেন?
 ৬. নবি-রাসুলগণ মানুষকে কী শিক্ষা দিতেন?
- চ. বৈধভিত্তিক দল তৈরি করুন। প্রতি দলের একজন পারগ শিক্ষার্থীকে দলনেতা বানান। আজকের পাঠটি দলভিত্তিক সকলকে বই দেখে পড়তে বলুন। দলনেতাকে প্রয়োজনে সহায়তা করতে বলুন। সকলে পড়ছে কি না আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

ছ. অতঃপর পাঠসংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর আদায়ের মাধ্যমে পাঠটি শেখা হলো কি না যাচাই করুন।
অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পুনঃশিক্ষন নিশ্চিত করুন।

পরিকল্পিত কাজ : নবি-রাসুল সম্পর্কে দশটি বাক্য শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখবে।

মূল্যায়ন : শিক্ষনফল অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠটি কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন-

১. প্রশ্নোত্তরগুলো চাটে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. আমাদের সর্বশেষ নবির নাম কী?

১. হযরত আদম (আ)

২. হযরত ইসমাইল (আ)

৩. হযরত ইবরাহিম (আ)

৪. হযরত মুহম্মদ (স)।

খ. সর্বপ্রথম নবি হলেন-

১. হযরত মুহাম্মদ (স)

৩. হযরত মুসা (আ)

২. হযরত দাউদ (আ)

৪. হযরত আদম (আ)।

২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে শিক্ষার্থীদের পূরণ করতে বলুন-

ক. মহান সবকিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য।

খ. নবি-রাসুলগণ মানুষের।

গ. আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর জন্য।

ঘ. নবি-রাসুলগণ কাজ করতেন না।

ঙ. তাঁরা কাউকে দিতেন না।

৩. বাম পার্শ্বের বাক্যাংশের সাথে ডান পার্শ্বের বাক্যাংশ রেখাটেনে মেলাতে বলুন-

ক. নবি-রাসুলে	পথে চলব, তাঁদের শিক্ষা মেনে চলব।
খ. তাঁদের দেখানো	বিশ্বাস করব। তাঁদের ভালোবাসব।
গ. পথ ভোলা মানুষকে পথ দেখানোর জন্য,	শিক্ষক।
ঘ. নবি-রাসুলগণ মানুষের	আল্লাহ নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন/খাতায় লিখতে বলুন-

ক. সর্বপ্রথম নবির নাম কী?

খ. সর্বশেষ নবি ও রাসুল কে?

গ. আমাদের নবির নাম নিলে কী বলতে হয়?

ঘ. নবি-রাসুলগণ কেমন মানুষ ছিলেন?

ঙ. আমরা কাকে পরম দয়ালু মানব?

চ. আমরা কাদের মাধ্যমে মহান আল্লাহর পরিচয় পেতে পারি?

৫. নবি-রাসুলগণ কেমন মানুষ ছিলেন বর্ণনা কর।

আসমানি কিতাব (الْكِتَابُ)

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা-৭-৮) কুরআন মজিদ শিক্ষা মেনে চলবে।

শিখনফল : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

- ১.৭.১ মহান আল্লাহ দয়া করে মানুষের পথনির্দেশনার জন্য আসমানি কিতাব নাখিল করেছেন তা জানবে ও বিশ্বাস করবে।
- ১.৭.২ প্রধান চারখানা আসমানি কিতাবের নাম জানবে ও কোন কোন নবির ওপর তা নাখিল হয়েছে বলতে পারবে।
- ১.৭.৩ তারা সর্বশেষ আসমানি কিতাব কুরআন মজিদ শিখতে আগ্রহী হবে।

উপকরণ : পাঠ শিরোনাম লিখিত কার্ড, পাঠ্যপুস্তক, কুরআন মজিদ, চারখানি আসমানি কিতাব ও সংশ্লিষ্ট নবি-রাসুলদের নাম-সম্পর্কিত চার্ট, চক, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, বাস্তব/মডেল, নির্দেশক কাঠি ইত্যাদি।

শিখন দেখানো কার্যাবলি :

- ক. প্রেক্ষিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। দুজনে শিক্ষার্থী সম্পর্কে খোজখবর নিন। (পর্যায়ক্রমে প্রতিদিন দুজনের খোজখবর নিনেবন)
- খ. অতঃপর পূর্ব পাঠসংশ্লিষ্ট নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে তৈরিসহ আজকের পাঠের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করুন।
 ১. বইকে আরবিতে কী বলে?
 ২. মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থের নাম কী?
 ৩. কুরআন কোন ভাষায় লেখা?শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে। না পারলে বলে দেবেন। বাস্তবে কুরআন মজিদ দেখিয়ে, উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন।
- গ. এবার বলুন, মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কুরআন মজিদ একটি আসমানি কিতাব। কুরআন মজিদ ছাড়াও আরও অনেক আসমানি কিতাব আছে। আজকে আমরা সেই সকল 'আসমানি কিতাব' (الْكِتَابُ) সম্পর্কে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করুন।
- ঘ. আজকের পাঠ শিরোনাম 'আসমানি কিতাব' (الْكِتَابُ) লিখিত কার্ড টাঙিয়ে দিন/বোর্ডে লিখুন ও শুদ্ধ উচ্চারণে বলুন এবং আপনার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের কয়েকবার উচ্চ স্বরে বলতে বলুন।
- ঙ. পাঠ শিরোনাম 'আসমানি কিতাব' শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলুন।
- চ. আজকের পাঠটি সহজ কন্ধার উপস্থাপন করুন। নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করে উপস্থাপিত বিষয় শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন -

১. আমরা কোন কাজ করব, কীভাবে করব, এসব নিয়ম কোথায় আছে?
২. কুরআন মজিদ কী ধরণের কিতাব?
৩. কুরআন মজিদ কী ভাষায় লেখা?
৪. কিতাব কাকে বলে?
৫. ছোট কিতাবকে কী বলে?
৬. মোট আসমানি কিতাব কতখানি?
৭. বড় চারখানা আসমানি কিতাবের নাম কী?
৮. আল্লাহ আসমানি কিতাব কেন পাঠিয়েছেন?
৯. কুরআন মজিদ কার ওপর নাজিল হয়?
১০. তাওরাত কার ওপর নাজিল হয়?
১১. যাবুর কার ওপর নাজিল হয়?
১২. ইনজীল কার ওপর নাজিল হয়?
১৩. আমরা আরবি ভাষা শিখব কেন?

ছ. বেঈশ্বরিক দল তৈরি করুন। প্রতি দলের একজন পারগ শিক্ষার্থীকে দলনেতা বানান। আজকের পাঠটি দলভিত্তিক সকলকে পাঠ্যপুস্তক দেখে পড়তে বলুন। দলনেতাকে প্রয়োজনে সহায়তা করতে বলুন। সকলে পড়ছে কি না আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন। অপারগ শিক্ষার্থী ও অপারগতার ধরন চিহ্নিত করে একই সঙ্গে পুনঃশিক্ষনের ব্যবস্থা নিন।

জ. অতঃপর পাঠসংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর আদায়ের মাধ্যমে পাঠটি শেখা হলো কি না যাচাই করুন। আবার অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পুনঃশিক্ষন নিশ্চিত করুন।

ঝ. পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত কাজটি করবে।

মূল্যায়ন : শিখনফল অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠটি কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন—

১. প্রশ্নোত্তরগুলো চার্টে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. কুরআন মজিদ কার বাণী?

- | | |
|------------------|---------------------|
| ১. আল্লাহর বাণী | ২. নবি-রাসুলের বাণী |
| ৩. মণিষীদের বাণী | ৪. মানুষের বাণী। |

খ. কিতাব হলো -

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| ১. আল্লাহর বাণীর সমষ্টি | ২. উপন্যাস |
| ৩. গল্পগ্রন্থ | ৪. পাঠ্যপুস্তক। |

২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে শিক্ষার্থীদের পূরণ করতে বলুন—

ক. বড় কিতাব টি।

খ. তাওরাত নাজিল হয় (আ)-এর ওপর।

গ. যাবুর হজরত দাউদ (আ)-এর ওপর।

ঘ. নাজিল হয় হজরত ঈসা (আ)-এর ওপর।

ঙ. কুরআন মজিদ নাজিল হয় হজরত (স)-এর ওপর।

৩. বাম পার্শ্বের বাক্যাংশের সাথে ডান পার্শ্বের বাক্যাংশ রেখাটেনে মেলাতে বলুন-

ক. কুরআন মজিদ	সহিফা বলে ।
খ. হজরত মূসা (আ)-এর ওপর	১. তাওরাত ২. যাবূর ৩. ইনজীল ৪. কুরআন
গ. বড় চারখানা কিতাব	আল্লাহর বাণী ।
ঘ. ছোট কিতাবকে	তাওরাত নাজিল হয় ।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিঙ্কেস করুন/খাতায় লিখতে বলুন-

- ক. কিতাব কাকে বলে?
- খ. বড় কিতাবের সংখ্যা কত?
- গ. কুরআন মজিদে কী লেখা আছে?
- ঘ. বড় চারখানা আসমানি কিতাবের নাম কী?
- ঙ. সর্বশেষ আসমানি কিতাব কার ওপর নাজিল হয়?

৫. আমরা কুরআন মজিদ অর্থসহ পড়তে শিখব কেন? বর্ণনা কর ।

পাঠ- ৮

(الْأَخِرَّةُ) আখিরাত

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা-৮-৯) আমরা দুনিয়াতে বিরত থাকব ।

শিখনফল : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

১.৮.১ আখিরাত সম্পর্কে বলতে পারবে । আখিরাতে শান্তির জন্য দুনিয়াতে ভালো কাজ করবে ।

১.৮.২ আখিরাতের প্রতি ইমানের নৈতিক উপকার কী তা বলতে পারবে ।

উপকরণ : পাঠ শিরোনাম লিখিত কার্ড, পাঠ্যপুস্তক, চক, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন । দুজন শিক্ষার্থী সম্পর্কে খোঁজখবর নিন ।(পর্যায়ক্রমে প্রতিদিন দুজনের খোঁজখবর নিবেন)

খ. অতঃপর পূর্বজ্ঞানসংশ্লিষ্ট নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে তৈরিসহ আজকের পাঠের প্রতি মনোযোগী করুন ।

১. তোমাদের কার কার দাদা, নানা, বেঁচে নেই ।

২. তাঁরা এখন কোথায় আছেন?

৩. তাঁদের এ জীবনকে কী বলে?

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে। না পারলে বলে দেবেন।

- গ. এবার বলুন, মানুষ আল্লাহর কাছ থেকে এই দুনিয়ায় আসে। কিছুদিন বেঁচে থাকে, তারপর মরে যায়। দুনিয়ার এই জীবনকে বলে ইহকাল। তারপর মানুষ বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন কারণে মরে যায়। কিন্তু মরে গেলে জীবন শেষ হয় না, আল্লাহর কাছে গিয়ে নতুন জীবন লাভ করে। একে বলে আখিরাত বা পরকাল। আজকে আমরা সেই ‘আখিরাত’ (**الْآخِرَةُ**) সম্পর্কে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করুন।
- ঘ. আজকের পাঠ শিরোনাম ‘আখিরাত’ (**الْآخِرَةُ**) লিখিত কার্ড টাঙিয়ে দিন/বোর্ডে লিখুন ও শুদ্ধ উচ্চারণে বলুন এবং আপনার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের কয়েকবার উচ্চ স্বরে বলতে বলুন।
- ঙ. পাঠ শিরোনাম শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলুন।
- চ. এবার আজকের পাঠ্যাংশটুকু নিজের কথায় গল্পাকারে বলুন।
- ছ. আজকের পাঠটি বই দেখে জোরে জোরে পড়ুন। শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ বই দেখে আপনার পড়া অনুসরণ করতে বলুন।
- জ. নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ও আলোচনা করে উপস্থাপিত বিষয় শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা
- ক. মৃত্যু হয় কার?
 - খ. মৃত্যুর পরের জীবনকে কী বলে?
 - গ. আখিরাতের কী আছে কী নেই?
 - ঘ. আখিরাত জীবনের স্তর কয়টি?
 - ঙ. দুনিয়ায় ভালো কাজ করলে কী পাওয়া যাবে?
 - চ. জান্নাত কেমন স্থান?
 - ছ. জাহান্নামে কী আছে?
 - জ. কারা জান্নাত লাভ করবে?
 - ঝ. জাহান্নামে যাবে কারা?
 - এ. কার কাছে সব কাজের জবাবদিহি করতে হবে?
 - ট. কিসের দ্বারা ভালো ও মন্দ কাজের ওজন করা হবে?

ঝ. অপারগ শিক্ষার্থী ও অপারগতার ধরন চিহ্নিত করে পুনঃশিখনের ব্যবস্থা নিন।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত কাজটি করবে।

মূল্যায়ন : শিখনফল অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠটি কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন—

১. প্রশ্নোত্তরগুলো চার্টে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন -

ক. আখিরাত হলো—

১. মৃত্যুর পরের জীবন

২. দুনিয়ার জীবন

৩. কবরের জীবন

৪. জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবন

খ. আখিরাত জীবনের স্তর কয়টি?

১. চারটি

২. পাঁচটি

৩. দুটি

৪. তিনটি

২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে শিক্ষার্থীদের পূরণ করতে বলুন-

ক. আমরা বিশ্বাস করব ।

খ. আল্লাহর মেনে চলব ।

গ. কাজ করব ।

ঘ. কাজ থেকে বিরত থাকব ।

৩. বাম পার্শ্বের বাক্যাংশের সাথে ডান পার্শ্বের বাক্যাংশ রেখা টেনে মেলাতে বলুন-

ক. যার জীবন	শুধু কষ্ট আর কষ্ট ।
খ. আখিরাত হলো	আছে তার মৃত্যু আছে ।
গ. পরম সুখের স্থান	ফল ভোগের জন্য ।
ঘ. জাহান্নামে আছে	জান্নাত ।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন/খাতায় লিখতে বলুন-

ক. আখিরাত কাকে বলে?

খ. হাশরের ময়দানে কিসের জন্য একত্র করা হবে?

গ. নিজিতে কী করা হবে?

ঘ. কারা মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে?

ঙ. আখিরাতে বিশ্বাস করে আমাদের কী কী করা উচিত?

চ. আমরা কুরআন মজিদ অর্থসহ পড়তে শিখব কেন?

ছ. আমরা কেন আখিরাতে বিশ্বাস করব?

পাঠ-৯

কলেমা তায়্যিবা (كَلِمَةُ تَائِيْبَا)

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা-১০) কলেমা অর্থ আল্লাহর রসূল ।

শিখনফল : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

১.৯.১ কলেমা তায়্যিবা আরবিতে পড়তে ও বলতে পারবে ।

১.৯.২ কলেমা তায়্যিবার অর্থ বলতে পারবে ।

১.৯.৩ এ কলেমায় যারা বিশ্বাস করে , তারাই মুমিন ও মুসলিম- এ কথা জানবে ও মানবে ।

উপকরণ : পাঠ শিরোনাম লিখিত কার্ড, পাঠ্যপুস্তক, কলেমা তায়্যিবার অর্থসহ আরবিতে লিখিত চার্ট, চক, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, ডাস্টার, ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। দুজন শিক্ষার্থী সম্পর্কে খোঁজখবর নিন। (পর্যায়ক্রমে প্রতিদিন দুইজনের খোঁজ খবর নিবেন)

খ. অতঃপর পূর্বপাঠ-সংশিষ্ট নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে তৈরিসহ আজকের পাঠের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করুন।

১. মৃত্যুর পরের জীবনকে কী বলে?
২. আখিরাতের কী আছে কী নেই?
৩. আখিরাত জীবনের স্তর কয়টি?
৪. দুনিয়ায় ভালো কাজ করলে কী পাওয়া যাবে?

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেবে। না পারলে বলে দেবেন।

গ. এবার বলুন, আমরা মুসলিম। আল্লাহ আমাদের মাবুদ। হযরত মুহাম্মদ (স) আমাদের রাসুল। ইসলাম আমাদের ধর্ম। ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি। যথা-১. কলেমা, ২. নামাজ, ৩. রোযা, ৪. হজ, ৫. যাকাত। আজকে আমরা প্রথম স্তম্ভ ‘কলেমা তায়্যিবা - (كَلِمَةُ تَيِّبَةٍ) সম্পর্কে জানবো বলে পাঠ ঘোষণা করুন।

ঘ. আজকের পাঠ শিরোনাম ‘কলেমা তায়্যিবা’ - (كَلِمَةُ تَيِّبَةٍ) লিখিত কার্ড টাঙিয়ে দিন/বোর্ডে লিখুন ও শুদ্ধ উচ্চারণে বলুন এবং আপনার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের কয়েকবার উচ্চ স্বরে বলতে বলুন।

ঙ. পাঠ শিরোনাম শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলুন। অতঃপর

চ. কলেমা তায়্যিবার অর্থসহ আরবিতে লিখিত চার্টটি শ্রেণির সামনে টাঙিয়ে দিয়ে কলেমার প্রথম অংশ কাঠি দিয়ে ধরে জোরে জোরে পড়ুন। শিক্ষার্থীদের আপনার সাথে সাথে পড়তে বলুন। কয়েকবার পড়া হলে আপনি নিজে না পড়ে কাঠি দিয়ে ধরুন ও শিক্ষার্থীদের পড়তে বলুন। এভাবে আপনি যে শব্দ ধরবেন, শিক্ষার্থীরা সেই শব্দ পড়বে। দু-একজন শিক্ষার্থীকে পাঠের অংশবিশেষ পড়তে দিন। অন্যদের অনুসরণ করতে বলুন। প্রয়োজনে পড়ায় সহায়তা করুন। একইভাবে কলেমার দ্বিতীয় অংশ শেখাবেন।

ছ. এবার শিক্ষার্থীদের সমস্ত অংশটি পড়তে দিন।

জ. শিক্ষার্থীরা পড়তে শিখেছে কি না কয়েকজনকে পড়তে দিয়ে যাচাই করুন।

ঝ. এবার আজকের পাঠ্যাংশটুকু নিজের কথায় গল্পাকারে বলুন।

ঞ. সবাইকে বই খুলতে বলুন। আজকের পাঠ্যাংশটুকু প্রথমে দলে পড়তে দিন।

অতঃপর ব্যক্তিগতভাবে পড়তে বলুন।

ট. অতঃপর একে একে কয়েকজনকে পড়তে দিয়ে পড়তে পারছে কি না যাচাই করুন।

একই সঙ্গে অপারগ শিক্ষার্থী ও অপারগতার ধরন চিহ্নিত করে পুনঃশিখনের ব্যবস্থা নিন।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত কাজটি করবে।

মূল্যায়ন : শিখনফল অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠটি কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো, তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন-একই সাথে অপারগ/পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী ও অপারগতার ধরণ চিহ্নিত করে পুনঃশিখনের ব্যবস্থা নিন।

১. প্রশ্নোত্তরগুলো চার্টে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. কলেমা তায়্যিবা অর্থ -

১. এবাদত

২. বাণী

৩. আমল

৪. পবিত্র বাণী

খ. কলেমা তায়্যিবার কয়টি অংশ আছে?

১. দুটি

২. চারটি

৩. তিনটি

৪. পাঁচটি।

২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে শিক্ষার্থীদের পূরণ করতে বলুন-

ক. আল্লাহ ছাড়া কোনো নেই।

খ. হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর।

গ. রাসুল অর্থ পুরুষ।

ঘ. কলেমা অর্থ বা বাক্য।

৩. বাম পার্শ্বের বাক্যাংশের সাথে ডান পার্শ্বের বাক্যাংশ রেখা টেনে মেলাতে বলুন-

ক. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুলাহ।	পবিত্র বাণী। পবিত্র বাক্য।
খ. কলেমা তায়্যিবা অর্থ	কলেমা তায়্যিবা।
গ. আমাদের রাসুল।	ইমানের মূল কথা।
ঘ. কলেমা তায়্যিবা	হযরত মুহাম্মদ (স)।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন/খাতায় লিখতে বলুন-

১. আমাদের মাবুদ কে?

২. আল্লাহর রাসুল কে?

৩. আমরা কীভাবে এবাদত করব তা কে শিখিয়েছেন?

৪. ইমানের মূল কথা কী?

৫. কলেমা তায়্যিবার প্রথম অংশ দ্বারা কিসের ঘোষণা দেওয়া হয়?

৬. রিসালতের ঘোষণা দেওয়া হয় কলেমা তায়্যিবার কোন অংশ দ্বারা?

৭. বই দেখে কলেমা তায়্যিবা পড়।

৮. কলেমা তায়্যিবার অর্থ বল।

৯. কলেমা তায়্যিবা মুখস্থ বল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদত (عِبَادَة)

ইবাদত অর্থ আমল করা, কাজ করা, গোলামি করা। আল্লাহ তায়াল্লা ও রসুল (স)-এর কথামতো কাজ করাকে ইবাদত বলে। যেমন-

আমরা মানুষের সাথে কথা বলি। কথা বলার সময় মিথ্যা কথা বলি না। কেননা, আল্লাহ তায়াল্লা মিথ্যা কথা বলতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কথামতো কাজ করলে সবকিছুই ইবাদত। এমনকি লেখাপড়া, খাওয়াপরা, চলাফেরা, ঘুমানো সবই ইবাদত।

আল্লাহ তায়াল্লা আমাদের তাঁর ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আমরা তাঁর গোলাম। তাঁর আদেশ মানলে ও তাঁর রাসুলের পথে চললে তিনি খুশি হন। ইবাদত করলে আল্লাহ তায়াল্লা সন্তুষ্ট হন।

প্রধান ইবাদত হলো ৪টি। ১. সালাত ২. যাকাত ৩. সাওম ৪. হজ্জ

সালাত ও সাওম ধনী-গরিব সকলের জন্য করজ। করজ অর্থ অবল্য পালনীয়। যাকাত ও হজ্জ কেবল ধনীদের জন্য করজ। মহানবি (স) বলেছেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি।

১. ইমান ২. সালাত ৩. যাকাত ৪. সাওম ৫. হজ্জ

এ ছাড়াও ইবাদত আছে। যেমন- সালাম দেওয়া, আকা-আম্মার কথামতো চলা, জীবে দয়া করা, রোগীর সেবা করা, ইয়াতীম-মিসকিনকে সাহায্য করা, সত্য কথা বলা ইত্যাদি।

আল্লাহ তায়াল্লার আদেশ মানা, তাঁর রাসুলের শেখানো পথে চলা আমাদের কর্তব্য।

পাক-পবিত্রতা (طَهَارَة)

কুরআন মজিদে আছে, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীকে আর পাক-পবিত্র লোকদের ভালোবাসেন।”

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদের আরও ত্রিশ জায়গায় পাক-পবিত্র থাকার কথাই জোর দিয়ে বলেছেন।

প্রস্রাব-পায়খানা, ময়লা-আবর্জনা ইত্যাদি নাপাক জিনিস হতে পাক-সাফ থাকাকেই পাক-পবিত্রতা বলে।

আমাদের শরীর ও কাপড়-চোপড় পাক-পবিত্র রাখা দরকার। শরীর ও কাপড়-চোপড় পাক-সাফ না থাকলে মন ভালো থাকে না। নানা রকম অসুখ-বিসুখ হয়।

যারা পাক-সাফ থাকে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ভালোবাসেন। সবাই তাদের ভালোবাসে। অনেক অসুখ-বিসুখ থেকে রক্ষা পায়।

পেশাব-পায়খানা লাগলে কাপড় নাপাক হয়। শরীর নাপাক হয়। শরীর, কাপড় নাপাক হলে পানি দিয়ে ধুয়ে পাক-সাফ করতে হয়। আমরা পাক-সাফ থাকব।

ওযু (وَضُوءٌ)

আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের মধ্যে সর্বপ্রধান ইবাদত হলো সালাত। সালাত আদায়ের আগে পাক-পবিত্র হতে হয়। পাক-পবিত্র হওয়ার প্রধান উপায় হলো ওযু।

প্রতিদিন অন্তত পাঁচবার আমাদের ওযু করতে হয়। এতে ধুলোবালি ও রোগজীবাণু থেকে বাঁচা যায়। তা ছাড়া ওযুর দ্বারা ছগীরা গুনাহ মাফ হয়। ছগীরা গুনাহ মানে ছোট ছোট গুনাহ।

সালাত আদায়ের আগে ওযু করা ফরজ। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে সালাত আদায়ের আগে ওযু করার নির্দেশ দিয়েছেন।

মহানবি (স) বলেছেন, “পাক-পবিত্র থাকা ইমানের অর্ধেক অংশ।”

সব কাজেরই নিয়ম আছে, তেমনি ওযু করারও নিয়ম আছে। আমাদের নিয়ম মেনে ওযু করতে হবে। ওযুতে পরপর কতকগুলো কাজ করতে হয়। যেমন—

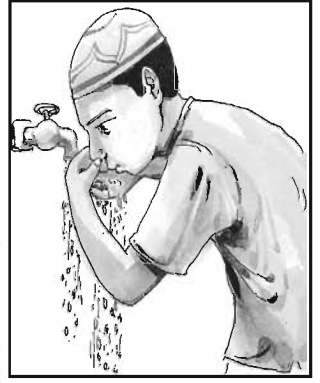
১. নিয়ত করা। অর্থাৎ মনে মনে বলা “আমি আল্লাহ তায়ালার এবাদত করার জন্য ওযু করছি।”
২. বিসমিল্লাহ বলে ওযু শুরু করা।
৩. কবজি পর্যন্ত দুই হাত তিনবার ধোয়া।
- ৪। তিনবার কুলি করা।
৫. দাঁত মাজা অথবা আঙুল দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করা।
৬. পানি দিয়ে তিনবার নাক সাফ করা।



হাত ধোয়ার দৃশ্য

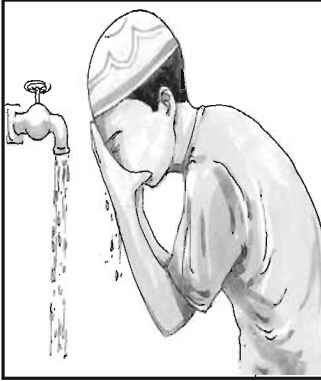


কুলি করছে

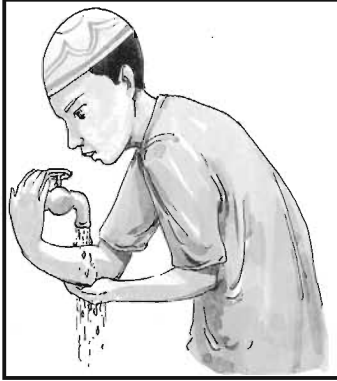


নাক সাফ করছে

৭. সমস্ত মুখ তিনবার ধোয়া। ৮. কনুইসহ প্রথমে ডান পরে বাম হাত তিনবার ধোয়া। ৯. মাথা, কান ও ঘাড় একবার মাসহ করা। অর্থাৎ প্রথমে সমস্ত মাথা একবার মাসহ করা। তারপর শাহাদত আঙুল দিয়ে কানের ভেতর মাসহ করা। এরপর বৃদ্ধাঙুল দিয়ে কানের বাইরের দিক মাসহ করা। সবশেষে হাতের আঙুলের পিঠ দিয়ে ঘাড় মাসহ করা।



মুখ ধৌত করছে

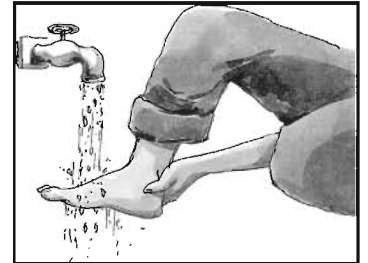


কনুইসহ হাত ধৌত করছে



মাথা মাসহ করছে

১০. গিরাসহ প্রথমে ডান ও পরে বাম পা তিনবার ধোয়া।
১১. ওয়ু শেষ করার পর কালেমা শাহাদত পড়া।



পা ধোয়ার দৃশ্য

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

কালেমা শাহাদত

আশহাদু আললা ইলাহা ইল্লাল্লাহু	أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
ওয়াহদাহু লা-শারিকা লাহু	وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান	وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
আবদুহু ওয়া রাসুলুহু	عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

পরিকল্পিত কাজ : ওযুর কাজগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

ওযুর ফরজ

ওযুতে চারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। এগুলোর কোনো একটি বাদ গেলে ওযু হয় না। এগুলোকে ওযুর ফরজ বলে। ফরজ অর্থ অবশ্য পালনীয়।

ওযুর ফরজ চারটি। যথা—

১. সমস্ত মুখমণ্ডল একবার ধোয়া।
২. কনুইসহ দুই হাত একবার ধোয়া।
৩. মাথার চার ভাগের এক ভাগ একবার মাসহ করা।
৪. গিরাসহ দুই পা একবার ধোয়া।

তবে তিনবার ধোয়া সুন্নত।

ওযুর ফরজগুলো সম্পর্কে আমাদের বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। ওযুর জন্য যে যে অঙ্গ ধোয়া ফরজ সেগুলোর কোনো অংশ যেন শুকনো না থাকে। শুকনো থাকলে ওযু হবে না।

ওযু না হলে সালাত আদায় হবে না। বাড়িতে আব্বা-আম্মা ওযু করেন। শিক্ষক ও মসজিদের ইমাম সাহেব ভালোভাবে ওযু করেন। আমরা তাঁদের দেখে ভালোভাবে ওযু করা শিখব।

পরিকল্পিত কাজ : ওযুর ফরজ কাজগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

হাত-পায়ের পরিচ্ছন্নতা

শরিফ ভালো ছেলে। সে সব সময় পাক-সাফ থাকে। নিয়মিত গোসল করে। কাপড়-চোপড় পাক-সাফ রাখে। খাওয়ার আগে ও পরে ভালোভাবে হাত ধোয়।

শরিফ হাত ও পায়ের নখ বড় হতে দেয় না। বড় হলে কেটে ফেলে। পায়খানা করে পানি ব্যবহার করে। সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নেয়। হাত ও পায়ে ময়লা জমতে দেয় না। হাত ও পায়ে ময়লা লাগলে সাথে সাথে তা সাফ করে ফেলে। সবাই তাকে ভালোবাসে।

কাবিল খুব নোংরা। সে জামা-কাপড় পরিষ্কার করে না। সময়মতো ওয়ু-গোসল করে না। হাত-পায়ের নখ বড় হলে কাটে না। বড় বড় নখের ভেতর ময়লা জমে থাকে। ময়লা হাত দিয়ে খাবার খায়। খাবারের সাথে এই ময়লা তার পেটে যায়। পেটের অসুখ হয়। সারা বছর সে পেটের অসুখে ভোগে। ময়লা শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। কেউ তাকে ভালোবাসে না। মনে রেখো, মানুষের হাত ও শরীর রোগজীবাণুর আশ্রয়স্থল।

মহানবি (স) সব সময় পাক-সাফ থাকতেন। হাত-পা পাক-সাফ রাখতেন। সপ্তাহে অন্তত একবার নখ কাটতেন। যারা পাক-সাফ থাকে, মহান আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।

আমরা-

পাক-সাফ থাকব, নিয়মিত নখ কাটব, হাত-পা সাফ রাখব, কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করব, আল্লাহ আমাদের ভালোবাসবেন।

পরিকল্পিত কাজ : হাত-পায়ের পরিচ্ছন্নতার নিয়ম খাতায় লিখবে।

চোখের পরিচ্ছন্নতা

আমাদের চোখ দুটি মহান আল্লাহর বড় দান। এই চোখ দিয়ে আমরা আমাদের আব্বা-আম্মা, ভাইবোন সবাইকে দেখি। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, খেলার সাথীদের দেখি।

আমরা চোখ দিয়েই ফুলের বাগানে সুন্দর সুন্দর ফুল দেখি। আম, জাম, লিচু, কলাসহ নানা রকম ফলের গাছ দেখি। আরও দেখি ফসলের সবুজ মাঠ। পাহাড়-পর্বত আরও কত কিছু দেখি। আমরা এই চোখ দিয়ে দেখেই কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করি। বই পড়ি। খাবার খাই। রাস্তায় চলি। যাদের চোখ নেই তারা কিছুই দেখতে পায় না। আব্বা-আম্মাকেও দেখতে পায় না। ভাইবোনকেও দেখতে পায় না। তাদের কত কষ্ট।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

আমরা চোখের যত্ন নেব। চোখে কখনো হাত লাগাব না। কেননা, হাতে ময়লা ও রোগজীবাণু থাকতে পারে। এতে চোখের ক্ষতি হতে পারে। মহানবি (স) চোখের ব্যাগারে খুব সাবধান থাকতেন। ঘুম থেকে উঠে পানি দিয়ে চোখ ধুতে হবে। চোখের পিছুটি ভালোভাবে সাফ করতে হবে। সবুজ শাকসবজি বেশি বেশি খেতে হবে। সারা দিন কত ধুলাবালি চোখে এসে পড়ে। নিয়মিত গুয়ু করে সালাত আদায় করলে চোখ পরিষ্কার থাকে। চোখের অসুখ হয় না।

আমরা—

নিয়মিত গুয়ু করব, সবুজ শাকসবজি খাব, চোখ-মুখ পরিষ্কার রাখব।

পরিষ্কৃত কাছ : চোখের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নিয়ম ও উপকারিতার তালিকা তৈরি করবে।

সালাত (صَلَاة)

আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের মধ্যে সর্বপ্রধান ইবাদত হলো সালাত। দিনে-রাতে পাঁচবার সালাত আদায় করতে হয়। পাঁচ গুয়াক্ত সালাত হলো—

১. ফজর	الْفَجْرُ
২. যোহর	الظُّهْرُ
৩. আসর	الْعَصْرُ
৪. মাগরিব	الْمَغْرِبُ
৫. ইশা	الْعِشَاءُ

পাঁচ গুয়াক্ত সালাত সকলের ওপর করজ। তবে পাগলের ওপর করজ নয়। ছেলেমেয়ে সাত বছর বয়স হলে তাদের দ্বারা সালাত আদায় করানো পিতামাতার ওপর গুয়াজিব। দশ বছর বয়সে যদি ছেলেমেয়ে সালাত আদায় না করে তবে তাদের শাস্তি দিয়ে সালাত আদায় করাতে হবে।

সালাত কারো জন্য মাফ নেই। কোনো অবস্থাতেই সালাত ছাড়া যায় না। রোগী, অন্ধ, খোঁড়া, বোবা, বধির যে যে অবস্থায় আছে তাকে সে অবস্থাতেই সালাত আদায় করতে হবে।

সালাতের ওয়াক্ত (أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ)

সময়মতো সালাত আদায় করা আল্লাহর হুকুম। সময়মতো আদায় না করলে সালাত হয় না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন- “সঠিক সময়ে সালাত আদায় করা মুমিনদের জন্য ফরজ।”

সালাতের নির্দিষ্ট সময় হলো-

১	ফজর	রাত শেষে পূর্ব আকাশে আলো দেখা দিলে ফজর শুরু হয়। সূর্য ওঠার পূর্ব মুহূর্তে তা শেষ হয়।
২	যোহর	দুপুরে সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়লে যোহর শুরু হয়। আর কোনো কাঠির ছায়া দ্বিগুণ হলে তা শেষ হয়।
৩	আসর	যোহর শেষ হওয়ার সাথে সাথে আসর শুরু হয়। সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে তা শেষ হয়।
৪	মাগরিব	সূর্য ডোবার পর মাগরিব শুরু হয়। পশ্চিম আকাশে লাল আভা মুছে যাওয়ার সাথে সাথে তা শেষ হয়।
৫	ইশা	মাগরিব শেষ হওয়ার পর ইশা শুরু হয়। ফজরের পূর্ব পর্যন্ত ইশার সালাতের সময় থাকে। তবে মধ্য রাতের পূর্বে ইশার সালাত আদায় করা ভালো।

আমরা সময়মতো সালাত আদায় করব।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

সালাতের নিয়ম

সালাত একটি বড় ইবাদত। সালাত আদায় করার নিয়ম আছে। নিয়মমতো না হলে সালাত আদায় হয় না।

মহানবি (স) বলেছেন- “তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখছেন সেভাবেই সালাত আদায় করো।”

আমরা প্রথমে ওয়ু করে পাক-পবিত্র হব। এরপর কাবা শরিফের দিকে মুখ করে বিনয়ের সাথে সোজা হয়ে দাঁড়াব। নিয়ত করব। নিয়ত অর্থ মনের ইচ্ছা। আরবিতে নিয়ত বলার দরকার নেই। ছেলেরা দুই হাত কান বরাবর ওঠাবে। আর মেয়েরা কাঁধ বরাবর ওঠাবে এবং বলবে-

আল্লাহু আকবার- **اَللّٰهُ اَكْبَرُ** । অর্থ : আল্লাহ সবচেয়ে বড়।

সাথে সাথে ছেলেরা নাভি বরাবর আর মেয়েরা বুকের ওপর হাত বেঁধে দাঁড়াবে।

হাত বাঁধার নিয়ম হলো, ছেলেরা বাম হাতের তালু নাভি বরাবর রাখবে। ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের ওপর রেখে তাহরিমা বাঁধবে। মেয়েরা বাঁধবে বুকের ওপর। সালাতের শুরুতে এভাবে আল্লাহু আকবর বলাকে তাকবিরে তাহরিমা বলে। তাকবিরে তাহরিমা বাঁধার পর কথাবার্তা বলা যায় না। এদিক-সেদিক তাকানো যায় না। হাসাহাসি করা যায় না।



বালক কিবলামুখী হয়ে সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায়

বালিকা কিবলামুখী হয়ে সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায়

তাকবিরে তাহরিমা ছাড়া সালাত আদায় হয় না। তাকবিরে তাহরিমা বলা ফরজ।

সানা - شَاءُ

সালাতে তাকবিরে তাহরিমা বীধার পর সানা পড়তে হয়। সানা অর্থ প্রশংসা। সালাতে সানা পাঠ করা সুন্নত। সানা হলো-

সুবহানাকাল্লাহুমা ওয়াবিহামদিকা	سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
ওয়াতাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদুকা	وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ
ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা	وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

অর্থ: হে আল্লাহ। তুমি পাক, তোমারই জন্য সকল প্রশংসা। তোমার নাম পবিত্র এবং বরকতময়। তুমি অতি মহান। তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।

আউযুখ্বিলাহ - أَعُوذُ بِاللَّهِ

সালাতে সানার পর আউযুখ্বিলাহ পড়তে হয়। সম্পূর্ণ আউযুখ্বিলাহ হলো-

আউযুখ্বিলাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

অর্থ: বিতাড়িত শয়তান থেকে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।

আমরা- আউযুখ্বিলাহ শিখব, ঠিকভাবে তা পড়ব।

বিসমিল্লাহ - بِسْمِ اللَّهِ

সালাতে আউযুখ্বিলাহ পর বিসমিল্লাহ পড়তে হয়। সম্পূর্ণ বিসমিল্লাহ হলো-

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অর্থ: পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

সব ভালো কাজের আগে বিসমিল্লাহ বলতে হয়। বিসমিল্লাহ বলে কাজ শুরু করলে আল্লাহ তাআলা সাহায্য করেন। ভালো ফল পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ রহম করেন।

আমরা-

লেখাপড়ার শুরুতে বলব বিসমিল্লাহ, খাওয়ার আগে বলব বিসমিল্লাহ,

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলব বিসমিল্লাহ, সব ভালো কাজের আগে বলব বিসমিল্লাহ।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

বিসমিল্লাহ বলে কাজ শুরু করলে আল্লাহ তায়ালা কাজে বরকত দেন। তিনি খুশি হন। কাজটি সহজে সমাধা হয়।

পরিকল্পিত কাজ : কোন কোন কাজে বিসমিল্লাহ বলতে হয় তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

রুকু ও সিজদা

সালাতে প্রথমে নিয়ত করতে হয়। আল্লাহ আকবর বলে তাহরিমা বাঁধতে হয়। এরপর পড়তে হয় সানা, আউযুবিলাহ, বিসমিল্লাহ, সূরা ফাতিহা ও অন্য যেকোনো সূরা বা এর অংশবিশেষ।

এরপর রুকু করতে হয়। রুকু থেকে সামিআল্লাহু লিমান হামিদা **سَبِّحَ اللَّهُ لِسْنُ حَمْدِهِ** বলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয়। সালাতে রুকু-সিজদা করা ফরজ। রুকু ও সিজদা সঠিকভাবে না করলে সালাত আদায় হয় না।

রুকু করার নিয়ম

সালাতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা বা আয়াত পড়ব। এরপর মাথা ঝুঁকাব। দুই হাত দুই হাঁটুর ওপর রাখব। মাথা, পিঠ ও কোমর এক বরাবর রাখব। কনুই পাজর থেকে ফাঁক করে রাখব। রুকু থেকে সামিআল্লাহু লিমান হামিদা বলে ভালোভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয়। এরপর সিজদা করতে হয়। রুকুতে তসবিহ পাঠ করতে হয়। রুকু তসবিহ হলো—

সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম— **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ**

অর্থ: আমার সুমহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।



রুকুত অবস্থায়

রুকু থেকে সামিআল্লাহু লিমান হামিদা বলতে বলতে সোজা হয়ে দাঁড়াব।

দাঁড়ানো অবস্থায় বলব: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ -

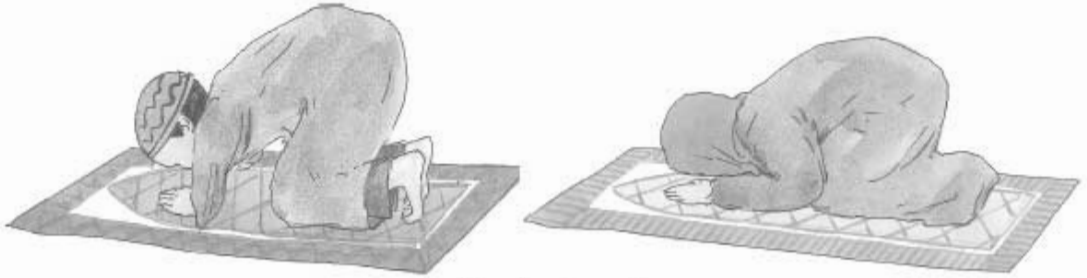
অর্থ: হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই প্রশংসা করছি।

সিজদা করার নিয়ম

এরপর আল্লাহু আকবর বলতে বলতে সিজদায় যাব। সিজদায় দুই হাঁটু জায়নামাজে রাখব। তারপর রাখব দুই হাত। দুই হাতের মাঝে রাখব নাক ও কপাল। সিজদাহতে তাসবিহ পড়তে হয়। সিজদাহর তাসবিহ হলো—

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى - সুবহানা রাব্বিয়াল আলা-

অর্থ: আমার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।



সিজদায়ত অবস্থা

আমরা বাড়িতে আকা-আন্মাকে সালাত আদায় করতে দেখি। শিক্ষক, মসজিদের ইমাম সাহেবকেও দেখি। তাঁদের দেখে রুকু করা শিখব। তাদের দেখে সিজদা করা শিখব। রুকু ও সিজদাহ সঠিক হলে সালাত সহিশূন্য হয়। সালাত সঠিক হলে জীবন সুন্দর হয়।

আমরা—

সঠিকভাবে সালাত আদায় করব। সঠিকভাবে রুকু সিজদা করব।

সালাম

যেকোনো সালাত সালামের মাধ্যমে শেষ করতে হয়। সালাম হলো সালাত আদায়ের শেষ কাজ। কোনো সালাত দুই রাকাতের, কোনো সালাত তিন রাকাতের আবার কোনো সালাত চার রাকাতের হয়ে থাকে।

সালাতের শেষ রাকাতের সিজদার পর বসা ফরজ। একে শেষ বৈঠক বলে।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

এই বৈঠকে আন্তাহিয়াতু, দরুদ ও দোয়া মাসুরা পড়তে হয়। এরপর প্রথমে ডান কাঁধের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে হয়—

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ - اَلْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

অর্থ: আপনাদের ওপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

তারপর বাম কাঁধের দিকে বলতে হয় আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। এই সালাম দ্বারা সালাত শেষ হয়ে যায়।

যে ব্যক্তি সালাতের সূরা-কালাম, তাসবিহ জানে না, সে কীভাবে সালাত আদায় করবে? এমন ব্যক্তি সালাতের মধ্যে সব জায়াগায় সুবহানাল্লাহ অথবা আল্লাহু আকবর বলবে। সাথে সাথে সালাতের সূরা-কালাম, দোয়া, দরুদ, তাসবিহ ইত্যাদি শিখতে থাকবে। এতে তার সালাত আদায় হয়ে যাবে।

সালাতের নৈতিক উপকার

আমরা সালাতের আযান শোনামাত্রই সব কাজকর্ম, খেলাধুলা ছেড়ে দিব। পাক-পবিত্র পানি দিয়ে ওয়ু করব। পাক-সাফ কাপড় পরে মসজিদে যাব। মসজিদে সবাই সোজা হয়ে কাতার করে দাঁড়াব। সবাই ইমামের সাথে সালাত আদায় করব। এভাবে সালাত আদায় করলে মানুষের মনে আল্লাহ তায়ালার ভয় সৃষ্টি হয়। এই ভয় থেকে মানুষ সকল অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে। চরিত্রবান হয়।

মসজিদে গিয়ে তুমি—

কাউকে দেখবে পুরানো ও ছেঁড়া কাপড় পরে আছে।

কাউকে দেখবে খুব চিত্তিত, ক্ষুধার্ত,

কাউকে দেখবে অক্ষম, পঙ্গু, অন্ধ।

তখন তোমাদের মধ্যে যারা ধনী তারা গরিবদের দুঃখ-কষ্ট বুঝবে। ফকির, মিসকিন লোকেরা ধনীদের কাছে তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা বলতে পারবে। ধনীরা তাদের সহায়তা করতে এগিয়ে আসবে। এভাবেই একটি শান্তিময় পরিবেশ গড়ে উঠবে।

পরিকল্পিত কাজ : সালাতের নৈতিক উপকার কী তা লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

ক) সময়মতো সালাত আদায় করা কার হুকুম?

- | | |
|------------|-------------|
| ১. আব্বার | ২. আম্মার |
| ৩. আল্লাহর | ৪. শিক্ষকের |

খ) ওযুতে কনুই পর্যন্ত হাত ধোয়া কী?

- | | |
|-----------|------------|
| ১. সুন্নত | ২. ফরজ |
| ৩. নফল | ৪. ওয়াজিব |

গ) সালাতে মেয়েরা কোথায় তাহরিমা বাঁধবে?

- | | |
|---------------|---------------|
| ১. বুকের নিচে | ২. নাভি বরাবর |
| ৩. নাভির ওপরে | ৪. বুকের ওপরে |

ঘ) সানা কখন পড়তে হয়?

- | | |
|-------------------|----------------------|
| ১. সালাতের শেষে | ২. সালাতের মাঝে |
| ৩. সালাতের শুরুতে | ৪. তাহরিমা বাঁধার পর |

ঙ) ভালো কাজ আরম্ভ করার সময় কী বলতে হয়?

- | | |
|---------------|------------------|
| ১. বিসমিল্লাহ | ২. সুবহানাল্লাহ |
| ৩. মাশাআল্লাহ | ৪. ইন্না লিল্লাহ |

চ) সিদ্দাহর তাসবিহ কোনটি?

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| ১. আল্লাহু আকবর | ২. সুবহানাল্লাহ |
| ৩. সুবহানা রাব্বিয়াল আলা | ৪. রাব্বানা লাকাল হামদ |

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

২। শূন্যস্থান পূরণ কর:

- ক. আল্লাহ তায়ালা ----- কথা বলতে নিষেধ করেছেন।
- খ. পাক-সাফ থাকা ইমানের ----- অংশ।
- গ. ওয়ুর ----- চারটি।
- ঘ. সালাতে প্রথমে ----- করতে হয়।
- ঙ. ----- দ্বারা সালাত শেষ হয়ে যায়।

৩। সর্থক্ষিত উত্তরপ্রশ্ন :

- ক. রুকুর তাসবিহ কী?
- খ. সিজদার তাসবিহ কী?
- গ. সালাত কয় ওয়াক্ত?
- ঘ. ওয়ুর ফরজ কয়টি?
- ঙ. ইসলামের ভিত্তি কয়টি?

৪। বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তর

- ক. ইবাদত কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।
- খ. ইসলামের ভিত্তি কয়টি ও কী কী?
- গ. পাক-সাফ থাকলে কী উপকার হয়?
- ঘ. হাত-পা পরিষ্কার রাখার উপকারিতা কী?
- ঙ. চোখ পরিষ্কার রাখার উপায় কী?
- চ. ওয়ুর নিয়ম লিখ।
- ছ. ওয়ুর ফরজ কয়টি ও কী কী?
- জ. দিনে-রাতে কয়বার সালাত আদায় করতে হয়? ওয়াক্তগুলোর নাম লেখ।
- ঝ. কীভাবে তাহরিমা বাঁধতে হয়?
- ঞ. রুকুর কীভাবে করতে হয়?
- ট. সিজদাহ করার নিয়ম বল।
- ঠ. সালাতের নৈতিক উপকার কী?

দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

- ২.১ ইবাদত কী ও কেন ইবাদত করতে হয় তা জানা এবং ইবাদত করা।
- ২.২ পাক-পবিত্রতার গুরুত্ব কী এবং এর উপকারিতা বলতে পারা এবং পাক-পবিত্র থাকা।
- ২.৩ ওয়ু কাকে বলে এবং ওয়ু করার নিয়ম ও ওয়ুর ফরযগুলো জানা এবং সঠিক নিয়মে ওয়ু করা।
- ২.৪ হাত ও পায়ের পরিচ্ছন্নতার নিয়ম জানা এবং হাত-পা পরিচ্ছন্ন রাখা।
- ২.৫ চোখের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপকারিতা জানা এবং চোখ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।
- ২.৬ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম ও কোন সালাত কখন আদায় করতে হয় তা জানা।
- ২.৭ তাকবির তাহরীমা বলতে পারা।
- ২.৮ সানা কখন পড়তে হয় তা জানা এবং সানা গুদু উচ্চারণে বলতে পারা।
- ২.৯ আউযুবিল্লাহ শেখা ও যথাসময়ে বলতে পারা।
- ২.১০ তাসমিয়া বা বিসমিল্লাহ কী তা জানা এবং যথাসময় তাসমিয়া পড়তে পারা।
- ২.১১ রুকু ও সিজদা কী তা জানা এবং অনুশীলন করা।
- ২.১২ সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করার নিয়ম জানা।

শিখনফল

- ২.১.১ ইবাদত কাকে বলে তা বলতে পারবে।
- ২.১.২ একমাত্র আল্লাহরই এবাদত করবে।
- ২.১.৩ ইবাদত অনুশীলনের মাধ্যমে তাদের নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধিত হবে।
- ২.২.১ পাক-পবিত্রতার পরিচয় ও উপকারিতা বলতে পারবে।
- ২.২.২ পাক-পবিত্র থাকতে অভ্যস্ত হবে।
- ২.৩.১ ওয়ুর গুরুত্ব, উপকারিতা ও নিয়ম বলতে পারবে।
- ২.৩.২ ওয়ুর ফরয কয়টি ও কী কী তা উল্লেখ করতে পারবে।
- ২.৩.৩ তারা সঠিক নিয়মে ওয়ু করতে পারবে।
- ২.৪.১ হাত ও পা পরিচ্ছন্ন রাখার উপকারিতা বলতে পারবে।
- ২.৪.২ তারা নিয়মিত হাত-পা পরিচ্ছন্ন রাখবে।
- ২.৫.১ চোখ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার উপকারিতা বলতে পারবে।
- ২.৫.২ নিয়মিত চোখ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে।
- ২.৬.১ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম বলতে পারবে।
- ২.৬.২ কখন কোন সালাত আদায় করতে হয় তা বলতে পারবে।

- ২.৬.৩ সময়মতো সালাত আদায় করতে পারবে।
- ২.৭.১ তাকবির তাহরিমা কী তা বলতে পারবে।
- ২.৭.২ তাকবির শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারবে।
- ২.৭.৩ আল্লাহ্ আকবার বলে সঠিকভাবে তাহরীমা বাঁধতে পারবে।
- ২.৮.১ শুদ্ধ উচ্চারণে সানা পড়তে পারবে।
- ২.৮.২ সানা মুখস্থ বলতে পারবে।
- ২.৯.১ শুদ্ধ উচ্চারণে আউযুবিল্লাহ পড়তে পারবে এবং এর অর্থ বলতে পারবে।
- ২.১০.১ বিসমিল্লাহ বলতে পারবে এবং অর্থসহ পড়তে পারবে।
- ২.১০.২ সকল ভালো কাজের আগে বিসমিল্লাহ বলবে।
- ২.১১.১ রুকু ও সিজদা কী তা বলতে পারবে।
- ২.১১.২ সঠিকভাবে রুকু ও সিজদা করতে পারবে।
- ২.১২.১ সালাম শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারবে।
সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করার নিয়ম বলতে পারবে।
- ২.১২.২ সালাতের নৈতিক উপকার সম্পর্কে বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ১২ টি

পাঠ ১ ইবাদত

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ১৪) ইবাদত অর্থ..... উপস্থাপন করবে।

শিখনফল : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ২.১.১ ইবাদত কাকে বলে তা বলতে পারবে।
- ২.১.২ একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করবে।
- ২.১.৩ ইবাদত অনুশীলনের মাধ্যমে তাদের নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধিত হবে।

উপকরণ : চক, ডাস্টার, চকবোর্ড/হোয়াইটবোর্ড, মার্কার, পাঠের শিরোনাম লেখা কার্ড, মসজিদে সালাত আদায়ের ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- ক. শিক্ষক পাঠের পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসুন। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সালাম দিন ও কুশল বিনিময় করুন। দুজন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক খোঁজখবর জিজ্ঞেস করুন।
- খ. সালাত আদায়ের ছবিটি টাঙিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের দেখতে বলুন।
- গ. এরপর নিচের প্রশ্নগুলো করুন।
 ১. ছবিটি কিসের?
 ২. সালাত আদায় করা কী?
 ৩. সালাম দেওয়া কী?
- ঘ. এরপর আজকের পাঠ 'ইবাদত' বলে পাঠ ঘোষণা করুন। পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন। শিক্ষার্থীদের লিখতে বলুন। তাদের লেখার কাজ পর্যবেক্ষণ করুন।
- ঙ. এরপর নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের বিষয়বস্তু বিস্তারিত আলোচনা করুন।
 ১. ইবাদত শব্দের অর্থ কী?
 ২. ইবাদত কাকে বলে?
 ৩. লেখাপড়া করা কী?
 ৪. সালাত আদায় করা কী?
 ৫. শরীর ভালো রাখার জন্য ব্যায়াম করা কী?
 ৬. পাক-সাফ থাকা কী?
 ৭. মানুষের কথাবার্তা কীভাবে ইবাদত হতে পারে?
 ৮. সত্য কথা বলা কী?

৯. রোগীর সেবা করা কী?

১০. প্রধান ইবাদত কয়টি ও কী কী?

- চ. শিক্ষার্থীদের ইবাদত সম্পর্কে কিছুক্ষণ ভাবতে বলুন। ইবাদত শব্দটি বোর্ডের মাঝখানে লিখুন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি করে ইবাদতের নাম বলতে বলুন। আপনি বোর্ডের চারপাশে লিখুন।
- ছ. এবার শিক্ষার্থীদের বই দেখে অনুচ্চ স্বরে পাঠটি কয়েকবার পড়তে বলুন। তারা ঠিকমতো পড়তে পারছে কি না, আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

পরিকল্পিত কাজ

পাঠ্যপুস্তকে যে কাজ দেওয়া আছে তা শিক্ষার্থীরা কীভাবে করবে তা তাদের বুঝিয়ে দিন। শিক্ষার্থীদের কাজটি করতে বলুন। আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে তাদের সহায়তা করুন।

মূল্যায়ন

যে পাঠটি আপনি শেখালেন, শিক্ষার্থীরা তা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো মূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন—

১. নিচের প্রশ্নগুলো চারটি উত্তরসহ চকবোর্ডে লিখুন এবং সঠিক উত্তর কোনটি জিজ্ঞেস করুন।

ক. প্রধান ইবাদত কয়টি?

১. তিনটি

২. চারটি

৩. পাঁচটি

৪. ছয়টি

খ. ইসলামের ভিত্তি কয়টি?

১. চারটি

২. ছয়টি

৩. পাঁচটি

৪. সাতটি

২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন।

ক. ইবাদত কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

খ. ইসলামের ভিত্তি কয়টি ও কী কী লেখ?

পাঠ ২

পাক-পবিত্রতা

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা-১৫) কুরআন মজিদে.....পাক-সাফ থাকব।

শিখনফল : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থী—

২.২.১ পাক-পবিত্রতার পরিচয় ও উপকারিতা বলতে পারবে।

২.২.২ পাক-পবিত্র থাকতে অভ্যস্ত হবে।

উপকরণ : চক, ডাস্টার, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, পাঠের শিরোনাম লেখা কার্ড, পাক-পবিত্র হওয়ার ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আপনি পাঠের জন্য পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসুন। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সালাম দিন ও কুশল বিনিময় করুন। দুজন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক খোঁজখবর নিন।

খ. এরপর পাক-পবিত্র হওয়ার ছবিটি টাঙিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের দেখতে বলুন।

গ. এরপর শিক্ষার্থীদের মানসিক প্রস্তুতির জন্য নিচের প্রশ্নগুলো করুন।

১. ছবিটি কিসের?
২. পাক-পবিত্রতা কী?
৩. পাক-পবিত্র থাকা কেমন?

ঘ. এবার আজকের পাঠ ‘পাক-পবিত্রতা’ বলে পাঠ ঘোষণা করুন। পাঠ শিরোনাম বিষয় বোর্ডে লিখুন। শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে বলুন।

ঙ. এখন নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু বিস্তারিত আলোচনা করুন।

১. পাক-পবিত্রতা কাকে বলে?
২. আল্লাহ তায়ালা কাকে ভালোবাসেন?
৩. কুরআন মজিদের কয় জায়গায় পাক-সাফের কথা আছে?
৪. শরীর ও কাপড় পাক-পবিত্র না থাকলে কী হয়?
৫. শরীর ও কাপড় পাক-পবিত্র থাকলে কী হয়?
৬. সবাই কাকে ভালোবাসে?
৭. কীভাবে আমরা অসুখ-বিসুখ থেকে রক্ষা পেতে পারি?

চ. এবার শিক্ষার্থীদের বই দেখে অনুচ্চ স্বরে পাঠটি কয়েকবার পড়তে বলুন। তারা ঠিকমতো পড়তে পারছে কি না, আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

পরিকল্পিত কাজ

পাক-পবিত্র থাকলে কী কী উপকার হয় এর একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন। তারা কীভাবে কাজটি করবে তা তাদের বুঝিয়ে দিন। আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে তাদের সহায়তা করুন।

মূল্যায়ন

যে পাঠটি আপনি শেখালেন শিক্ষার্থীরা তা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো মূল্যায়নের মাধ্যমে তা নির্ণয় করুন—

১. নিচের প্রশ্নগুলো চারটি উত্তরসহ বোর্ডে লিখুন এবং সঠিক উত্তর কোনটি জিজ্ঞেস করুন।

ক. পাক-সাফ থাকা কার হুকুম?

১. আল্লাহর

২. আব্বা-আম্মার

৩. বন্ধুদের

৪. শিক্ষকের

খ. আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদের কত জায়গায় পাক-সাঁফ থাকার কথা বলেছেন?

১. পঁচিশ

২. ত্রিশ

৩. পনেরো

৪. বিশ

২. নিচের অংশটুকু বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন।

ক. আমাদের শরীর ও পাক-পবিত্র থাকা দরকার।

খ. প্রস্রাব পায়খানা কাপড় নাপাক হয়।

গ. সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে বলুন।

১. আল্লাহ তায়ালা কাকে ভালোবাসেন?

২. পাক-সাঁফ থাকলে কী উপকার হয়?

৩. কীভাবে কাপড় নাপাক হয়?

ঘ. মিল করতে বলুন -

১. পাক-সাঁফ থাকাকেই

ভালোবাসেন।

২. আল্লাহ তাওবাকারীকে

পাক-পবিত্রতা বলে।

পাঠ ৩

ওযু ও ওযু করার নিয়ম

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ১৫-১৭) আল্লাহ তায়ালার..... তালিকা তৈরি করবে।

শিখনফল : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থী-

২.৩.১ ওযুর গুরুত্ব, উপকারিতা ও নিয়ম বলতে পারবে।

উপকরণ : চক, ডাস্টার, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, পাঠের শিরোনাম লেখা কার্ড, ওযু করার ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আপনি আজকের পাঠের জন্য পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসুন। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সালাম দিন ও কুশল বিনিময় করুন। দুজন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক খোঁজখবর নিন।

খ. ওযু করার ছবিটি টাঙিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের দেখতে বলুন।

গ. শিক্ষার্থীদের মানসিক প্রস্তুতির জন্য নিচের প্রশ্নগুলো করুন।

১. ছবিটি কিসের?

২. নামাযের আগে আমরা কী করি?

৩. আমরা কী দিয়ে ওযু করি?

ঙ. নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু বিস্তারিত আলোচনা করুন।

১. সর্ব প্রধান ইবাদত কোনটি?
২. পাক-সাফ হওয়ার প্রধান উপায় কী?
৩. প্রতিদিন কয়বার ওয়ু করতে হয়?
৪. ওয়ুতে কজি পর্যন্ত কয়বার হাত ধুতে হয়?
৫. ওয়ুতে কুলি করতে হয় কয়বার?
৬. ওয়ুতে সমস্ত মুখ কয়বার ধুতে হয়?
৭. কী কী মাসাহ করতে হয়?
৮. ওয়ুতে গিরাসহ কয়বার পা ধুতে হয়?
৯. ওয়ুতে বিসমিল্লাহ কখন বলতে হয়?
১০. ওয়ুর শেষে কোন কলেমা পড়তে হয়?

চ. শিক্ষার্থীরা এসব প্রশ্নের উত্তর দেবে, না পারলে আপনি বলে দেবেন।

ছ. এরপর সমবেত ক্লাসে সিডি প্রদর্শন করুন। শিক্ষার্থীদেরকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে বলুন। এরপর একজন শিক্ষার্থীকে নিয়মমত ওয়ু করতে বলুন। অন্যদের তার ওয়ু মনোযোগসহ দেখতে বলুন। কোথায় কোথায় ভুল হয়েছে তা নোট করবে। এরপর আপনি এসব নিয়ে আলোচনা করুন। এরপর সবসময় তাদের নিয়মমতো ওয়ু করতে বলুন।

জ. এবার শিক্ষার্থীদের বই দেখে অনুচ্চ স্বরে পাঠটি কয়েকবার পড়তে বলুন। তারা ঠিকমতো পড়তে পারছে কি না, আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

পরিকল্পিত কাজ

পাঠ্যবইয়ের কাজটি শিক্ষার্থীরা কীভাবে করবে তা তাদের বুঝিয়ে দিন। তাদের কাজটি করতে বলুন। আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে তাদের সহায়তা করুন।

মূল্যায়ন

যে পাঠটি আপনি শেখালেন, শিক্ষার্থীরা তা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো মূল্যায়নের মাধ্যমে তা নির্ণয় করুন।

ক. নিচের প্রশ্নগুলো চারটি উত্তরসহ বোর্ডে লিখুন এবং সঠিক উত্তর কোনটি জিজ্ঞেস করুন।

ক. পাক-পবিত্র থাকা ইমানের অর্ধেক-এটি কার কথা?

- | | |
|-----------|----------------|
| ১. আব্বার | ২. মহানবীর (স) |
| ৩. আম্মার | ৪. শিক্ষকের |

শিক্ষক সংস্করণ

খ. প্রতিদিন কতবার ফরজ নামাজের জন্য ওয়ু করতে হয়?

১. পাঁচবার

২. চারবার

৩. ছয়বার

৪ সাতবার

খ. নিচের অংশটুকু চার্টে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন।

ক. আব্বাহ তায়লা সালাত আদায়ের আগে.....করার নির্দেশ দিয়েছেন।

খ. শাহাদাত আঙুল দিয়ে.....ভেতর মাসাহ করা।

গ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন।

ক. ওয়ুর নিয়ম কয়টি ও কী কী?

খ. ওয়ু করলে কী কী উপকার হয়?

পাঠ ৪

ওয়ুর ফরজ

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ১৭-১৮) ওয়ুতে চারটি.....তালিকা তৈরি করবে।

শিখনফল : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থী-

২.৩.২ ওয়ুর ফরজ কয়টি ও কী কী বলতে পারবে।

২.৩.৩ তারা সঠিক নিয়মে ওয়ু করতে পারবে।

উপকরণ : চক, ডাস্টার, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, পাঠের শিরোনাম লেখা কার্ড, ওয়ুর ফরজ আদায় করার ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. শিক্ষক পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসুন। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সালাম দিন ও কুশল বিনিময় করুন। দুজন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক খোঁজখবর জিজ্ঞাসা করুন।

খ. এরপর আজকের পাঠ ‘ওয়ুর ফরজ’ বলে পাঠ ঘোষণা করুন। পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন। শিক্ষার্থীদের খাতায় পাঠ শিরোনাম লিখতে বলুন।

গ. নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।

১. ওয়ুর ফরজ কয়টি?

২. ফরজ শব্দের অর্থ কী?

৩. ওয়ুতে সমস্ত মুখ একবার ধোয়া কী?

৪. কনুইসহ দুই হাত একবার ধোয়া কী?

শিক্ষক সংস্করণ

৫. মাথার চারভাগের এক ভাগ একবার মাসহ করা কী?
৬. ওযুতে গিরাসহ দুই পা একবার ধোয়া কী?
৭. প্রতিদিন কতবার ওযু করতে হয়?
৮. কারা ভালোভাবে ওযু করেন?
৯. আমরা কীভাবে ভালো করে ওযু করা শিখব?

ঘ. শিক্ষক ভালোভাবে ওযু করে শিক্ষার্থীদের দেখাবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগসহকারে দেখবে। এরপর শিক্ষার্থীরা ওযু করে দেখাবে। শিক্ষক মনোযোগসহকারে দেখবেন। ভুল হলে সহযোগিতা করুন।

ঙ. এবার শিক্ষার্থীদের বই দেখে অনুচ্চ স্বরে পাঠটি কয়েকবার পড়তে বলুন। তারা ঠিকমতো পড়তে পারছে কি না, আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

পরিকল্পিত কাজ

বইয়ের কাজটি শিক্ষার্থীরা কীভাবে করবে তা তাদের বুঝিয়ে দিন?। তাদের কাজটি করতে বলুন। আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে তাদের সহায়তা করুন।

মূল্যায়ন

যে পাঠটি আপনি শেখালেন, শিক্ষার্থীরা তা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো মূল্যায়নের মাধ্যমে তা নির্ণয় করুন।

১. নিচের প্রশ্নগুলো চারটি উত্তরসহ বোর্ডে লিখুন এবং সঠিক উত্তর কোনটি জিজ্ঞেস করুন।

ক. ফরজ অর্থ কী?

১. পালনীয়

২. অবশ্য পালনীয়

৩. নীরব থাকা

৪. করা ভালো

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন।

ক. ওযু না হলে.....আদায় হবে না।

খ. ফরজগুলোর যে কোনো অংশ শুকনো থাকলে..... হবে না।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন।

ক. ওযুর ফরজ কয়টি ও কী কী?

খ. আমরা কীভাবে ভালো করে ওযু করা শিখব?

পাঠ ৫

হাত-পায়ের পরিচ্ছন্নতা

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ১৮) শরীফ ভালো ছেলে.....খাতায় লিখবে।

শিখনফল : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থী-

২.৪.১ হাত-পা পরিচ্ছন্ন রাখার উপকারিতা বলতে পারবে।

২.৪.২ তারা নিয়মিত হাত ও পা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে।

উপকরণ : চক, ডাস্টার, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, পাঠের শিরোনাম লেখা কার্ড, হাত-পা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. আপনি আজকের পাঠের জন্য পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসুন। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সালাম দিন ও কুশল বিনিময় করুন। দুজন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক খোঁজখবর জিজ্ঞেস করুন।

খ. হাত-পা পরিষ্কার করার ছবিটি টাঙিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের দেখতে বলুন।

গ. আজকের পাঠের মানসিক প্রস্তুতির জন্য নিচের প্রশ্নগুলো করুন।

১. ছবিটি কিসের?

২. আমরা খাওয়ার আগে কী করি?

ঘ. এরপর আজকের পাঠ ‘হাত-পায়ের পরিচ্ছন্নতা’ বলে পাঠ ঘোষণা করুন। পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন। শিক্ষার্থীদের খাতায় পাঠ শিরোনাম লিখতে বলুন। তাদের লেখার কাজ পর্যবেক্ষণ করুন।

ঙ. এরপর নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করুন।

১. শরীফ কেমন ছেলে?

২. শরীফ সব সময় কেমন থাকে?

৩. শরীফের কাপড়চোপড় কেমন?

৪. তুমি কি প্রতিদিন গোসল কর?

৫. তুমি কি খাওয়ার আগে হাত ধোও?

৬. হাত না ধুয়ে খেলে কী হয়?

৭. তুমি খাওয়ার পর হাত ধোও কি?

৮. খাওয়ার পরে হাত না ধুলে কী হয়?

৯. তুমি পায়খানা থেকে এসে সাবান দিয়ে হাত-পা ধোও কি?

১০. আল্লাহ কাদের ভালোবাসেন?

চ. শিক্ষক ভালোভাবে ওয়ু করে শিক্ষার্থীদের দেখাবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে দেখবে। এরপর শিক্ষার্থীরা ওয়ু করে দেখাবে। শিক্ষক মনোযোগ দিয়ে দেখবেন। ভুল হলে শিক্ষক সহযোগিতা করবেন। খাওয়ার আগে ও পরে এবং টয়লেট থেকে এসে কীভাবে হাত ধুতে হয় তা করে দেখাবেন।

পরিকল্পিত কাজ

পাঠ্যপুস্তকের কাজটি শিক্ষার্থীরা কীভাবে করবে তা তাদের বুঝিয়ে দিন। তাদের কাজটি করতে বলুন। আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে তাদের সহায়তা করুন।

মূল্যায়ন

যে পাঠটি আপনি শেখালেন, শিক্ষার্থীরা তা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো মূল্যায়নের মাধ্যমে নির্ণয় করুন।

১. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন।
ক. নখ বড় হলে.....ফেলব।
খ. আমরা পাক-সাদা.....থাকব।
২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন।
ক. পাক-সাদা থাকলে কী কী উপকার হয়?
খ. শরীফ কেমন ছেলে? তাকে সবাই ভালোবাসে কেন?

পাঠ ৬

চোখের পরিচ্ছন্নতা

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ১৮-১৯) আমাদের চোখ.....তালিকা তৈরি করবে।

শিখনফল :

- ২.৫.১ চোখ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার উপকারিতা বলতে পারবে।
- ২.৫.২ নিয়মিত চোখ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে।

উপকরণ : চক, চকবোর্ড ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- ক. শিক্ষক পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসুন। সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। দুজন শিক্ষার্থীর খবর জিজ্ঞেস করুন।
- খ. এরপর বলুন, আজ আমরা ‘চোখের পরিচ্ছন্নতা’ সম্পর্কে জানব। সাথে সাথে পাঠ শিরোনামটি বোর্ডে লিখুন। শিক্ষার্থীদেরও লিখতে বলুন।
- গ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠটি সমবেত ক্লাসে বিশদভাবে আলোচনা করুন।
 ১. আমাদের চোখ দুটি কার দান?
 ২. চোখ দিয়ে কী কী দেখি?

৩. যাদের চোখ নেই তারা কি দেখতে পায়?
 ৪. আমরা চোখের কী করব?
 ৫. হাত দিয়ে চোখ চুলকালে কী হয়?
 ৬. মহানবী (স) চোখের কী করতেন?
 ৭. চোখের পিচুটি কী করতে হবে?
 ৮. কী বেশি করে খেতে হবে?
 ৯. চোখ পরিষ্কার রাখার উপায় কী?
- ঙ. এবার শিক্ষার্থীদের বই দেখে অনুচ্চ স্বরে পাঠটি কয়েকবার পড়তে বলুন। তারা ঠিকমতো পড়তে পারছে কি না, আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

পরিকল্পিত কাজ

পাঠ্যপুস্তকের কাজটি করতে বলুন। শিক্ষার্থীরা কীভাবে কাজটি করবে তা বুঝিয়ে দিন। সঠিকভাবে তারা কাজটি করতে পারছে কি না, তা আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

মূল্যায়ন

১. শূন্যস্থান পূরণ করতে বলুন।
ক. আমরা চোখের.....নেব।
খ. আমরা চোখ-মুখ.....রাখব।
২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
ক. হাত দিয়ে চোখ চুলকালে কী হয়?
খ. আমাদের কী বেশি বেশি খেতে হবে?
গ. দুটি চোখ কার দান?
ক. চোখ পরিষ্কার রাখার উপায় বর্ণনা কর।
খ. চোখ পরিষ্কার রাখার উপকারিতাসমূহ লিখ।

পাঠ ৭

সালাত

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ১৯ ও ২০) আল্লাহ তায়ালা.....সালাত আদায় করব।

শিখনফল : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

২.৬.১ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম বলতে পারবে।

২.৬.২ কখন কোন সালাত আদায় করতে হবে তা বলতে পারবে।

উপকরণ : চক, ডাস্টার, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, পাঠের শিরোনাম লেখা কার্য, সালাত আদায় করার সিডি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক. পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসুন। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সালাম দিন ও কুশল বিনিময় করুন। দুজন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক খোঁজখবর নিন।

খ. আজকের পাঠের মানসিক প্রস্তুতির জন্য নিচের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করুন।

১. সালাতের আগে কী করতে হয়?

২. আমরা দিনে রাতে কতবার ফরজ সালাত আদায় করি?

গ. এরপর নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠটি বিস্তারিত আলোচনা করুন।

১. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম কী কী?

২. পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কার ওপর ফরজ?

৩. কত বছর বয়সে সালাত আদায় করতে হয়?

৪. কোন অবস্থায় সালাত ছাড়া যায়?

৫. আসরের সালাত কখন শুরু হয়?

৬. মাগরিবের ওয়াক্ত কখন শেষ হয়?

৭. ইশার ওয়াক্ত কখন শেষ হয়?

ঘ. শিক্ষক ভালোভাবে সালাত আদায় করে শিক্ষার্থীদের দেখাবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে দেখবে।

ঙ. সালাত আদায় করার সিডি প্রদর্শন করুন। শিক্ষার্থীদের দেখতে বলুন।

চ. এরপর শিক্ষার্থীরা সালাত আদায় করে দেখাবে। শিক্ষক মনোযোগ দিয়ে দেখবেন। ভুল হলে সংশোধন করে দিন।

চ. এবার শিক্ষার্থীদের বই দেখে অনুচ্চ স্বরে পাঠটি কয়েকবার পড়তে বলুন। তারা ঠিকমতো পড়তে পারছে কি না, আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সাহায্য করুন।

পরিকল্পিত কাজ

পাঠ্যপুস্তকের কাজটি শিক্ষার্থীরা কীভাবে করবে তা তাদের বুঝিয়ে দিন। তাদেরকে কাজটি করতে বলুন। আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে তাদের সহায়তা করুন।

মূল্যায়ন

যে পাঠটি আপনি শেখালেন, শিক্ষার্থীরা তা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো মূল্যায়নের মাধ্যমে নির্ণয় করুন।

১. নিচের প্রশ্নগুলো চারটি উত্তরসহ বোর্ডে লিখুন এবং সঠিক উত্তর কোনটি জিজ্ঞেস করুন।

ক. ফরজ অর্থ কী?

১. পালনীয়

২. অবশ্য পালনীয়

৩. নীরব থাকা

৪. করা ভালো

খ. দিনে ও রাতে কয় ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে হয়?

১. ৫ ওয়াক্ত

২. ৬ ওয়াক্ত

৩. ৭ ওয়াক্ত

৪. ১০ ওয়াক্ত

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন।

ক. আল্লাহ তায়ালায় ইবাদতের মধ্যে.....ইবাদত হলো সালাত।

খ. কোনো অবস্থাকেই.....যায় না।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন।

ক. দিনে রাতে কতবার সালাত আদায় করতে হয়? ওয়াক্তগুলোর বর্ণনা দাও।

খ. কত বছর বয়স হলে সালাত আদায় করতে হয়?

৬. নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু বিস্তারিত আলোচনা করুন।

১. সর্ব প্রধান ইবাদত কোনটি?

২. পাক-সাফ হওয়ার প্রধান উপায় কী?

৩. প্রতিদিন কয়বার ওয়ু করতে হয়?

৪. ওয়ুতে কজি পর্যন্ত কয়বার হাত ধুতে হয়?

পাঠ ৮

সালাতের নিয়ম, তাকবিরে তাহরিমা বাঁধা

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ২১) সালাত আল্লাহ তায়ালা.....তাহরিমা বলা ফরজ।

শিখনফল : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ২.৭.১ তাকবিরে তাহরিমা কী তা বলতে পারবে।
- ২.৭.২ তাকবিরে তাহরিমা শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারবে।
- ২.৭.৩ আল্লাহ্ আকবার বলে সঠিকভাবে তাকবিরে তাহরিমা বাঁধতে পারবে।

উপকরণ : চক, ডাস্টার, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, পাঠের শিরোনাম লেখা কার্ড, তাহরিমা বাঁধার সিডি/ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- ক. পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসুন। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সালাম দিন ও কুশল বিনিময় করুন। দুজন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক খোঁজখবর জিজ্ঞেস করুন।
- খ. তাহরিমা বাঁধার সিডি/ছবিটি টাঙিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের দেখতে বলুন।
- গ. আজকের পাঠের মানসিক প্রস্তুতির জন্য নিচের প্রশ্নগুলো করুন।
 ১. ছবিটি কিসের?
 ২. তাকবিরে তাহরিমা কী?
- ঘ. এরপর আজকের পাঠ ‘সালাতের নিয়ম-তাকবিরে তাহরিমা বাঁধা’ বলে পাঠ ঘোষণা করুন। পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন। শিক্ষার্থীদের খাতায় পাঠ শিরোনাম লিখতে বলুন। লেখার কাজ পর্যবেক্ষণ করুন।
- ঙ. নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু বিস্তারিত আলোচনা করুন।
 ১. সালাতের সময় আমরা কোন দিকে মুখ করে দাঁড়াব?
 ২. সালাতে দাঁড়িয়ে প্রথমে কী করব?
 ৩. নিয়ত শব্দের অর্থ কী?
 ৪. তাকবির কাকে বলে?
 ৫. তাকবিরে তাহরিমা বলার সময় ছেলেরা কোন পর্যন্ত হাত ওঠাবে?
 ৬. তাকবিরে তাহরিমা বলার সময় মেয়েরা কোন পর্যন্ত হাত ওঠাবে?
 ৭. তাকবির কাকে বলে?
 ৮. ছেলেরা কোথায় তাহরিমা বাঁধবে?
 ৯. তাহরিমা বাঁধার পর কী করা যায় না?
 ১০. তাহরিমা বাঁধা কী?

শিক্ষার্থীরা এসব প্রশ্নের উত্তর দেবে। তারা না পারলে সহযোগিতা করুন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক আল্লাহ্ আকবার বলে তাকবিরে তাহরিমা বাঁধবেন। শিক্ষার্থীরা তা ভালোভাবে দেখবে। এরপর শিক্ষার্থীরা তাকবির বলে তাহরিমা বাঁধবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে তাদের সহায়তা করুন।

মূল্যায়ন

যে পাঠটি আপনি শেখালেন, শিক্ষার্থীরা তা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো মূল্যায়নের মাধ্যমে নির্ণয় করুন।

১. নিচের প্রশ্নগুলো চারটি উত্তরসহ বোর্ডে লিখুন এবং সঠিক উত্তর কোনটি জিঙ্কেস করুন।

ক. তাহরিমা বাঁধার সময় কী পড়তে হয়?

১. সুবহানাল্লাহ

২. আলহামদু লিল্লাহ

৩. আল্লাহ্ আকবার

৪. সুবহানা রাবিয়াল আজিম

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন।

ক. আমরা প্রথমে.....পাক-পবিত্র হব।

খ. তাহরিমা বাঁধার সময় ছেলেরা দুই হাত.....বরাবর ওঠাবে।

গ. মেয়েরা দুই হাত.....বরাবর ওঠাবে।

৩. নিচের প্রশ্নের উত্তর শিক্ষার্থীদের জিঙ্কেস করুন।

ক. কীভাবে তাহরিমা বাঁধতে হয় বুঝিয়ে বল।

পাঠ ৯

সানা

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ২২) সুবহানাকা আল্লাহুমা গাইরুকা।

শিখনফল : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

২.৮.১ শুদ্ধ উচ্চারণে সানা বলতে পারবে।

২.৮.২ সানা মুখস্থ বলতে পারবে।

উপকরণ : ডাস্টার, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, পাঠের শিরোনাম লেখা কার্ড।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

ক. শিক্ষক পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসুন। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সালাম দিন ও কুশল বিনিময় করুন। দুজন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক খোঁজখবর জিঙ্কেস করুন।

খ. সানা লেখা চার্ট টাঙিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের দেখতে বলুন।

গ. শিক্ষার্থীদের মানসিক প্রস্তুতির জন্য নিচের প্রশ্নগুলো করুন।

১. লেখাটি দেখে কে পড়তে পার?

২. তাকবিরের পর কী পড়তে হয়?

ঘ. এবার আজকের পাঠ ‘সানা’ বলে পাঠ ঘোষণা করুন। পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন। শিক্ষার্থীদের খাতায় পাঠ শিরোনাম লিখতে বলুন। তাদের লেখার কাজ পর্যবেক্ষণ করুন।

ঙ. সানা লিখে বোর্ডে ঝুলিয়ে দিন এবং বারবার পড়ুন ও শিক্ষার্থীদের দিয়ে পড়ান।

চ. এরপর নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

১. সালাতে আমরা তাকবিরের পর কী পড়ি?

২. সালাতে দাঁড়িয়ে প্রথমে কী করি?

৩. সানা শব্দের অর্থ কী?

৪. সালাতে সানা পাঠ করা কী?

৫. সুবাহানাকা আল্লাহুমা এর অর্থ কী?

৬. ওয়া বি হামদিকা এর অর্থ কী?

৭. ওতাবারা কাসমুকা এর অর্থ কী?

৮. ওয়া তায়লা জাদুকা এর অর্থ কী?

৯. ওয়া লাইলাহা গাইরুকা এর অর্থ কী?

শিক্ষার্থীরা এসব প্রশ্নের উত্তর দেবে। তারা না পারলে সহযোগিতা করুন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শুদ্ধ উচ্চারণে সানা পড়বে, শিক্ষার্থীরা তা ভালোভাবে শুনবে। এবার শিক্ষার্থীরা সানা বলবে, শিক্ষক তা শুনবেন।

মূল্যায়ন

যে পাঠটি আপনি শিখলেন, শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো মূল্যায়নের মাধ্যমে তা নির্ণয় করুন।

১. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন।

ক. সানা মুখস্থ বল।

খ. সানা সালাতে কখন পাঠ করতে হয়?

পাঠ ১০

আউয়ুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ২২-২৩) সালাতে আউয়ুবিল্লাহর.....তালিকা তৈরি করবে।

শিখনফল : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থী-

২.৯.১ শুদ্ধ উচ্চারণে আউয়ুবিল্লাহ পড়তে পারবে এবং অর্থ বলতে পারবে।

২.১০.১ শুদ্ধ উচ্চারণে বিসমিল্লাহ অর্থসহ পড়তে পারবে।

২.১০.২ সকল ভালো কাজের আগে বিসমিল্লাহ বলবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

ক. শিক্ষক পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসুন। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সালাম দিন ও কুশল বিনিময় করুন। দুজন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক খোঁজখবর জিজ্ঞাসা করুন।

খ. ‘আউয়ুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ’ লেখাটি টাঙিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের দেখতে বলুন।

গ. আজকের পাঠের মানসিক প্রস্তুতির জন্য নিচের প্রশ্নগুলো করুন।

১. লেখাটি দেখে কে পড়তে পার?

২. কোন লেখাটি আগে পড়তে হয়?

ঘ. এরপর আজকের পাঠ ‘আউয়ুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ’ বলে পাঠ ঘোষণা করুন। পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন। শিক্ষার্থীদের খাতায় পাঠ শিরোনাম লিখতে বলুন।

ঙ. এরপর আউয়ুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ সম্পূর্ণ লেখা কার্ডটি ঝুলিয়ে দিন ও বারবার অনুশীলন করান।

চ. এরপর নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয় আলোচনা করুন।

১. সালাতে আউয়ুবিল্লাহ কখন পড়তে হয়?

২. সম্পূর্ণ আউয়ুবিল্লাহ মুখস্থ বল।

৩. সম্পূর্ণ আউয়ুবিল্লাহর অর্থ বল।

৪. সালাতে বিসমিল্লাহ কখন পড়তে হয়?

৫. সম্পূর্ণ বিসমিল্লাহ মুখস্থ বল।

৬. সম্পূর্ণ বিসমিল্লাহর অর্থ বল।

৭. সব ভালো কাজের আগে কী পড়তে হয়?

৮. খাওয়ার আগে কী পড়তে হয়?

৯. ঘর থেকে বের হওয়ার আগে কী বলবে?

শিক্ষার্থীরা এসব প্রশ্নের উত্তর দেবে। তারা না পারলে সহযোগিতা করুন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শুদ্ধ উচ্চারণে আউয়ুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়বে, শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে শুনবে। এবার শিক্ষার্থীরা আউয়ুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়বে, শিক্ষক তা শুনবেন।

মূল্যায়ন

যে পাঠটি আপনি শেখালেন শিক্ষার্থীরা তা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো মূল্যায়নের মাধ্যমে তা নির্ণয় করুন।

১. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন।
 - ক. আউয়ুবিল্লাহ মুখস্থ বল।
 - খ. বিসমিল্লাহ মুখস্থ বল।
 - গ. আউয়ুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ সালাতে কখন পাঠ করতে হয়?
 - ঘ. সব কাজের আগে বিসমিল্লাহ বললে কী উপকার হয়?

পাঠ ১১

রুকু ও সিজদাহ

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ২৩-২৪) সালাতে প্রথমে.....সুন্দর জীবন গড়ব।

শিখনফল : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থী-

- ২.১১.১ রুকু ও সিজদা কী তা বলতে পারবে।
- ২.১১.২ সঠিকভাবে রুকু ও সিজদা করতে পারবে।

উপকরণ : চক, ডাস্টার, চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, পাঠের শিরোনাম লেখা কার্ড।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- ক. শিক্ষক পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসুন। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সালাম দিন ও কুশল বিনিময় করুন। দুজন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক খোঁজখবর জিজ্ঞেস করুন।
- খ. রুকু ও সিজদা' লেখাটি টাঙিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের দেখতে বলুন।
- গ. আজকের পাঠের মানসিক প্রস্তুতির জন্য নিচের প্রশ্নগুলো করুন।
 ১. রুকু কী?
 ২. সিজদা কাকে বলে?
- ঘ. এরপর আজকের পাঠ 'রুকু ও সিজদা' বলে পাঠ ঘোষণা করুন। পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন। শিক্ষার্থীদের খাতায় পাঠ শিরোনাম লিখতে বলুন। তাদের লেখার কাজ পর্যবেক্ষণ করুন।
- ছ. নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করুন।
 ১. সালাতে প্রথমে কী পড়তে হয়?
 ২. তাহরিমা কখন বাঁধতে হয়?
 ৩. সানা কখন পড়তে হয়?
 ৪. আউয়ুবিল্লাহ কখন পড়তে হয়?

৫. সালাতে বিসমিল্লাহ কখন পড়তে হয়?
৬. সুরা ফাতিহা কখন পড়তে হয়?
৭. রুকু কখন করতে হয়?
৮. রুকুর তাসবীহ কি?
৯. রুকু থেকে ওঠার সময় কী বলতে হয়?
১০. রুকু করা কী?
১১. সিজদা করা কী?
১২. রুকু ও সিজদা ঠিকভাবে না করলে কি হয়?

শিক্ষার্থীরা এসব প্রশ্নের উত্তর দেবে। না পারলে তাদের সহযোগিতা করুন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক জায়নামাজ বিছিয়ে শুদ্ধভাবে রুকু সিজদা করে তাসবীহ পাঠ করুন। শিক্ষার্থীরা তা ভালোভাবে দেখবে ও শুনবে। এবার শিক্ষার্থীরা রুকু সিজদা করে তাসবীহ পাঠ করবে। শিক্ষক তা দেখবেন ও শুনবেন। আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে তাদের সহায়তা করুন। এভাবে শিক্ষার্থীরা রুকু ও সিজদা করবে এবং রুকু ও সিজদার তাসবীহ মুখস্থ করবে।

মূল্যায়ন

যে পাঠটি আপনি শেখালেন, শিক্ষার্থীরা তা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো মূল্যায়নের মাধ্যমে নির্ণয় করুন।

১. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন।
ক. আল্লাহ্ আকবার বলে.....বাঁধতে হয়?
খ. রুকু সঠিকভাবে না করলে.....আদায় হয় না।
২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন।
ক. রুকু কীভাবে করতে হয়?
খ. সিজদা কীভাবে করতে হয়?

পাঠ ১২

সালাম ও সালাতের নৈতিক উপকার

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ২৪-২৫) যে কোনো সালাত.....উপস্থাপন করবে।

শিখনফল : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থী—

২.১২.১ সালাম শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারবে। সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করতে পারবে।

১.১২.২ সালাতের নৈতিক উপকার সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ : চক, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড, জায়নামাজ, পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- ক. শিক্ষক প্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসুন। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সালাম দিন ও কুশল বিনিময় করুন। দুজন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক খোঁজখবর জিজ্ঞেস করুন।
- খ. ‘সিজদা করা ও সালাম ফেরানোর নিয়ম’ লেখা ও ছবিটি টাঙিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের দেখতে বলুন।
- গ. আজকের পাঠের মানসিক প্রস্তুতির জন্য নিচের প্রশ্নগুলো করুন।
১. সিজদা কী?
 ২. সালাম কাকে বলে?
- ঘ. এরপর আজকের পাঠ ‘সালাম ফেরানোর নিয়ম’ বলে পাঠ ঘোষণা করুন। পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন। শিক্ষার্থীদের লিখতে বলুন। তাদের লেখার কাজ পর্যবেক্ষণ করুন।
- ঙ. এরপর নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করুন।
১. কিসের মাধ্যমে সালাত শেষ করতে হয়?
 ২. শেষ বৈঠক কাকে বলে?
 ৩. আত্তাহিয়াতু কখন পড়তে হয়?
 ৪. সালাতের আগে আমরা কী করব?
 ৫. পাক-সাফ কাপড় পরে কোথায় যাব?
 ৬. মসজিদে গিয়ে আমরা কীভাবে কাতার করব?
 ৭. কোন এবাদত মানুষকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে?
 ৮. কীভাবে একটি শান্তিময় সমাজ গড়ে উঠবে।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক জায়নামাজ বিছিয়ে সিজদার তাসবিহ ও সালামের বাক্য পাঠ করুন। শিক্ষার্থীরা তা ভালোভাবে শুনবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে তাদের সহায়তা করুন। এভাবে শিক্ষার্থীরা গুরুত্বপূর্ণভাবে সিজদার তাসবিহ ও সালাম অনুশীলন করে মুখস্থ করবে।

মূল্যায়ন

যে পাঠটি আপনি শেখালেন, শিক্ষার্থীরা তা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো মূল্যায়নের মাধ্যমে নির্ণয় করুন।

১. নিচের প্রশ্নগুলো চারটি উত্তরসহ বোর্ডে লিখুন এবং সঠিক উত্তর কোনটি জিজ্ঞেস করুন।

ক. সিজদার তাসবিহ কোনটি?

১. সুবহানাল্লাহ

২. সুবহানা রাব্বিয়াল আলা

৩. আল্লাহু আকবার

৪. সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থান কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন।

ক. সিজদায় দুই.....জায়নামাজে রাখব।

খ. প্রথমে ডান কাঁধের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে হয়.....।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন।

ক. কী বলে সালাম ফেরাতে হয় বল।

তৃতীয় অধ্যায় আখলাক (নৈতিক গুণাবলি)

আব্বা-আম্মার কথা শোনা

আব্বা-আম্মা আমাদের সবচেয়ে আপনজন। তাঁরা আমাদের আদর করেন। যত্ন নেন ও লালন-পালন করেন। অসুখ হলে সেবা করেন। আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। নিজেরা না খেয়ে আমাদের খাওয়ান। আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করেন। কাজেই আমরা আব্বা-আম্মার কথা শুনব। তাঁদের কথামতো চলব।

আমরা আব্বা-আম্মাকে সম্মান করব। সালাম দেব। আদেশ মেনে চলব। সেবা করব। বিনয়ের সাথে কথা বলব। তাঁরা ডাকলে জী বলে উত্তর দেব। সব সময় ভালো ব্যবহার করব।

আল্লাহ বলেন, “তোমরা আব্বা-আম্মার সাথে ভালো ব্যবহার করবে”।

আমরা আব্বা-আম্মার সাথে ঝগড়া করব না। রাগারাগি করব না। ধমক দেব না। কষ্ট দেব না। দুঃখ দেব না। সবসময় খুশি রাখব। সন্তুষ্ট রাখব। তাহলে আল্লাহ খুশি হবেন। আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকবেন।

মহানবি (স) বলেন—

পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি

পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।

আব্বা-আম্মা সন্তুষ্ট থাকলে আমরা জান্নাত পাব। জান্নাত সুখের জায়গা। সেখানে আনন্দ পাওয়া যায়। শান্তি পাওয়া যায়।

মহানবি (স) বলেছেন, “মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত”।

একটি ঘটনা :

একদিন আমাদের প্রিয় নবি (স) সাহাবিগণকে নিয়ে বসা ছিলেন। সেখানে এক বৃদ্ধা মহিলা আসলেন। প্রিয় নবি (স) বৃদ্ধাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। সম্মান করলেন। নিজের

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

গায়ের চাদর বিছিয়ে দিলেন। আদবের সাথে তাঁকে বসালেন। সাহাবিরা অবাক হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ বৃদ্ধা কে? প্রিয় নবি (স) উত্তরে বললেন—‘ইনি হলেন আমার দুধমা বিবি হালিমা।’

আল্লাহ তায়াল্লা আমাদের আব্বা-আম্মার জন্য দোয়া করতে বলেছেন। আমরা আব্বা-আম্মার জন্য দোয়া করব।

দোয়া : রাব্বিরহমতুমা কামা রাব্বাইয়ানী সাগীরা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার আব্বা-আম্মা ছোটবেলায় আমাকে যেভাবে দয়া ও স্নেহের সাথে লালন-পালন করেছেন, আপনি তাঁদের প্রতি সেভাবেই দয়া করুন।

আমরা—

আব্বা-আম্মার কথা শুনব।

তাঁদের উপদেশ মেনে চলব।

তাঁদের সম্মান করব।

তাঁদের দুঃখ-কষ্ট দেব না।

তাঁদের সাথে ভালো ব্যবহার করব।

তাঁদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করব।

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা আব্বা-আম্মাবিষয়ক দোয়াটির অর্থ বাংলায় সুন্দরভাবে লিখবে।

সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার

আমার নাম ফুয়াদ। আমি তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি। শাফী, হাসান ও তারেক আমার সাথে পড়ে। এক সাথে একই শ্রেণিতে যারা পড়ে তাদের সহপাঠী বলা হয়। আমরা সকলে একে অপরের সহপাঠী। সহপাঠী অর্থ পড়ার সাথী।

আমরা সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার করব। পড়া জানতে চাইলে পড়া বলে দেব। একে অপরকে সাহায্য করব। বিপদে এগিয়ে আসব। অসুখ হলে দেখতে যাব। সেবা করব। দেখা হলে সালাম দেব। এক সাথে খেলা করব।

হাসান রোজ স্কুলে আসে। একদিন সে স্কুলে আসেনি। আমরা সকলে শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে তার বাড়িতে গেলাম। তার খুব জ্বর। সে জ্বরে কাঁপছে। তার আম্মা মাথায় পানি দিচ্ছেন। বাসায় আর কেউ নেই। আমি ডাক্তার সাহেবকে ডেকে আনলাম। ডাক্তার সাহেব হাসানের জ্বর পরীক্ষা করে ওষুধ লিখে দিলেন। তারেক ওষুধ ক্রয় করে আনল

এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী হাসানকে ওষুধ খাইয়ে দিল। হাসানের জ্বর অনেক কমে গেল। সে আরাম পেল। শান্তি পেল। অনেকটা সুস্থ বোধ করল। আমরা কিছু সময় তার সাথে থাকলাম। গল্প করলাম। আমরা চলে আসার সময় তাকে বললাম—

ইনশাআল্লাহ তুমি তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে। সুস্থ হয়ে উঠবে।
স্কুলে যাবে। হাসান খুব খুশি হলো।
সহপাঠী অসুস্থ হলে আমরা এভাবে তাকে সাহস দেব। সান্ত্বনা দেব।
সেবাযত্ন করব।

আমরা সহপাঠীদের সাথে ঝগড়া করব না। মারামারি করব না।
সহপাঠীদের কাউকে গালি দেব না।
হিংসা করব না। কারো বই, খাতা, কলম চুরি করব না। এগুলো করলে গুনাহ হয়। আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। সকলে নিন্দা করে। ঘৃণা করে। কেউ ভালোবাসে না। কেউ বিশ্বাস করে না। আদর করে না।



সহপাঠীর সেবা করছে

আমরা সকলে একসাথে মিলেমিশে থাকব। আমরা একে অপরের সুখে সুখী হব। দুঃখে দুঃখী হব। তাহলে আব্বা-আম্মা খুশি থাকবেন। শিক্ষকগণ খুশি হবেন। পরিবেশ সুন্দর হবে। আল্লাহ খুশি হবেন। সকলে ভালোবাসবেন। আদর করবেন।

আমরা—

সহপাঠীদের সাথে দেখা হলে সালাম দেব। পড়া জানতে চাইলে বলে দেব।

একসাথে খেলা করব। অসুখ হলে সেবাযত্ন করব।

বিপদে সাহায্য করব। সব সময় ভালো ব্যবহার করব।

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা কোন সহপাঠীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করবে তা খাতায় সুন্দর করে লিখবে এবং শ্রেণিকক্ষে পড়ে শুনাবে।

সালাম বিনিময়

বাড়িতে আব্বা-আম্মা আছেন। আরো আছেন দাদা-দাদি ও ভাইবোন। স্কুলে শিক্ষক—

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

শিক্ষিকা ও সহপাঠীরা। তা ছাড়া খেলার সাথি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং আরও অনেকের সাথে দেখা হয়। দেখা হলে সবাইকে সালাম দেব। কোনো মুসলিমের সাথে দেখা হলে সালাম দিতে হয়।

সালাম : **السلام عليكم** - আসসালামু আলাইকুম।

অর্থ : আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

সালাম শুনলে সালামের জওয়াব দিতে হয়। সালামের জওয়াবে বলব-

وعليكم السلام - ওয়া আলাইকুমুস সালাম।

অর্থ : আপনার ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক।

কারো সাথে দেখা হলে আমরা প্রথমে সালাম দেব। সালাম দিলে আল্লাহ খুশি হন। আল্লাহ রহম করেন। নবি (স) খুশি হন। ছোট-বড় সকলে খুশি হন। শান্তি পাওয়া যায়। সুখ পাওয়া যায়। সালাম অর্থ শান্তি। সালাম হলো শান্তির জন্য দোয়া করা।

যে আগে সালাম দেবে সে বেশি সাওয়াব পাবে। মহানবি (স) আগে সালাম দিতেন। মহানবি (স) বলেছেন- “যে আগে সালাম দেবে, সে বেশি সাওয়াব পাবে”।

চেনা-অচেনা সকল মুসলিমকে সালাম দিতে হয়। মহানবি (স) বলেছেন-“তুমি সালাম দেবে, যাকে তুমি চেন এবং যাকে না চেন”।

আমরা স্কুলে যাবার সময় আব্বা-আম্মাকে সালাম দেব। শ্রেণিকক্ষে ঢুকেই সহপাঠীদের সালাম দেব। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক আসলে দাঁড়িয়ে সালাম দেব। স্কুল ছুটি হয়ে গেলে বাড়িতে গিয়ে সবাইকে সালাম দেব। রাস্তায় চলার সময় যার সাথে দেখা হবে তাকে সালাম দেব। বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন ও মেহমান আসলে আগে সালাম দেব। চিঠিতে সালাম লেখা পড়লে সালামের জওয়াব দেব। টেলিফোনে কথা বলার সময় প্রথমে সালাম দেব। কেউ টেলিফোনে সালাম দিলে সালামের জওয়াব দেব। টেলিভিশনে সালাম শুনলে সালামের জওয়াব দেব। সালাম দেওয়া সুন্নত। জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব।

ছোটরা বড়দের সালাম দেবে। আবার বড়রাও ছোটদের সালাম দেবেন। কীভাবে সালাম দিতে হয়, তা শেখাবার জন্য বড়রা ছোটদের সালাম দেবেন। ছোটরা সালাম দেওয়া শিখবে। এভাবে বড়-ছোট সকলে সালাম দেওয়া-নেওয়ার অভ্যাস করবে।

আমরা—

আব্বা—আম্মাকে সালাম দেব। শিক্ষক—শিক্ষিকাকে সালাম দেব।

পড়ার সাথী ও খেলার সাথীকে সালাম দেব। চেনা—অচেনাকে সালাম দেব।

বড় ছোট সবাইকে সালাম দেব। সালাম দেওয়া—নেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে একে অপরকে সালাম দেবে। বিনিময়ে অপরজন সেই সালামের জওয়াব দেবে। এভাবে সকলে সালাম দেওয়া ও নেওয়ার অভ্যাস করবে।

মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার

আমাদের বাড়িতে নানা—নানি, মামা—মামি, খালা—খালু, ফুফা—ফুফু ও অনেক আত্মীয় বেড়াতে আসেন। আসেন কাছের এবং দূরের লোকজন। যাঁরা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন তাঁরা আমাদের মেহমান। আর আমরা হলাম মেজবান।

মেহমান বাড়িতে আসলে প্রথমে সালাম দেব। তারপর বসতে দেব। সেবাযত্ন করব। সম্মান দেখাব। হাসিমুখে কথা বলব। এক সাথে বসে আহার করব। আনন্দ প্রকাশ করব। ভালো ব্যবহার করব। মহানবি (স) বলেছেন—

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে ইমান রাখে

সে যেন মেহমানকে সম্মান করে।

আমাদের মহানবি (স) মেহমানের সাথে সুন্দর ব্যবহার করতেন। নিজেই তাদের সেবা করতেন। যত্ন করে খাওয়াতেন। সম্মান দিতেন।

একটি আদর্শ কাহিনী

এক ইহুদি রাতে মহানবি (স)—এর মেহমান হলো। মহানবি (স) তাকে যত্ন করে খাওয়ালেন। পরিষ্কার বিছানায় ঘুমাতে দিলেন। লোকটি বেশি খেয়েছিল। তার পেট খারাপ হলো। বদহজম হলো। বিছানা নষ্ট করল। নোতরা ও দুর্গন্ধ হলো। ভয়ে খুব ভোরে পালিয়ে গেল। কিন্তু ভুলে সে নিজের তরবারিটি রেখে গেল।

মহানবি (স) সকালে মেহমানের খোঁজ নিতে গেলেন। কিন্তু পেলেন না। বিছানা নষ্ট

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

দেখলেন। এতে তিনি লোকটির ওপর একটুও রাগ করলেন না। বরং ভাবলেন, লোকটি হয়তো কষ্ট পেয়েছে। দুঃখ পেয়েছে। অতঃপর নিজ হাতে ময়লা বিছানা পানি দিয়ে ধুতে লাগলেন। লোকটির তরবারির কথা মনে পড়লে তরবারি নিতে এসে দেখল যে, দয়াল নবি (স) ময়লা বিছানা পরিষ্কার করছেন।

সে অবাক হলো। সে ভেবেছিল, মহানবি (স) রেগে আছেন। তাকে মারধর করবেন। কিন্তু কী আশ্চর্য। তিনি লোকটিকে দেখে একটুও রাগ করলেন না। তিনি লোকটিকে দেখে খুশি হলেন এবং বললেন— “ভাই, রাতে তোমার খুব কষ্ট হয়েছে। তুমি আমাকে ক্ষমা কর”।

মহানবি (স)–এর এই সুন্দর ব্যবহারে লোকটি মুগ্ধ হলো। খুশি হলো ও ইমান আনল। মুসলমান হয়ে গেল।

মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার করলে মেহমান খুশি হয়। মেজবানের সুনাম বাড়ে। মেজবান ও মেহমানের মধ্যে ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এতে আল্লাহ খুশি হন।

আমরা – “মেহমানকে সালাম দেব, বসতে দেব। সম্মান করব, যত্ন নেব। খোঁজ-খবর নেব, সেবা করব। হাসিমুখে কথা বলব, ভালো ব্যবহার করব”।

পরিকল্পিত কাজ :

মেহমানের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে হয়? শিক্ষার্থীরা এর একটি তালিকা তৈরি করবে।

মানুষের সেবা

আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সবার সেরা। মানুষ মানুষের ভাই। তারা একে অপরকে সাহায্য করবে। গরিব হলে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করবে। অসুস্থ হলে সেবা করবে। চিকিৎসা করবে। দেখতে যাবে। পিপাসা লাগলে পানি দেবে। ক্ষুধা পেলে খাদ্য দেবে। মানুষের সেবা করা আল্লাহর ইবাদত।

আমাদের দয়াল নবি (স) বলেছেন—

ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও,
রোগীর সেবা কর,
বন্দীকে মুক্ত করে দাও।



ক্ষুধার্তকে সাহায্য করছে

মহানবি (স) আরও বলেছেন, শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বলবেন—

আমার ক্ষুধা লেগেছিল, তুমি আমাকে খাবার দাওনি। আমার পানির পিপাসা পেয়েছিল, তুমি আমাকে পানি দাওনি। আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমাকে সেবা করনি।

তখন মানুষ বলবে, হে আল্লাহ! এসব থেকে তুমি তো মুক্ত। এ কী করে সম্ভব?

আল্লাহ বলবেন, তোমার আশেপাশে অনেক লোক অনাহারে ছিল, তুমি তাদের খেতে দাওনি। অনেকে অসুস্থ ছিল, তুমি তাদের সেবা করনি। যদি তুমি তাদের খেতে দিতে, সেবা করতে, সাহায্য করতে, তাহলে তা আমাকেই সেবা করা হতো। আমি খুশি হতাম। কারণ, মানুষ তো আমার সৃষ্টি। আমার বান্দা।

মহানবি (স) সব সময় মানুষের সেবা করতেন। তিনি মানুষের সুখ-দুঃখের খোঁজখবর নিতেন। উপকার করতেন। তিনি মুসলিম ও অমুসলিম সবাইকে সেবা করতেন। তাঁর ভীষণ শত্রুকেও তিনি সাহায্য করতেন। সেবা করতেন।

একটি ঘটনা

এক বুড়ি প্রতিদিন মহানবি (স)—এর চলার পথে কাঁটা দিত। মহানবি (স)—এর পায়ে কাঁটা ফুটলে সে দূর থেকে দেখে হাসত। খুশি হতো। হঠাৎ একদিন পথে কাঁটা না দেখে মহানবি (স) খুব চিন্তিত হলেন। তিনি ভাবলেন, বুড়ির অসুখ-বিসুখ হলো কিনা। নিজে তার বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিলেন। দেখলেন, সত্যিই বুড়ি খুব অসুস্থ। দয়াল নবি সেবায়ত্ন দিয়ে তাকে সারিয়ে তুললেন। বুড়ি সুস্থ হলো। সে তার খারাপ কাজের জন্য লজ্জা পেল। অনুতপ্ত হলো। সে আর কোনো দিন পথে কাঁটা দিত না।

মানুষের সেবা করা আল্লাহর ইবাদত। মানুষের সেবা করলে মানুষ খুশি হয়। সমাজ সুন্দর হয়। পরিবেশ সুন্দর হয়। সুখ-শান্তি বজায় থাকে। আল্লাহ খুশি হন। জান্নাত পাওয়া যায়।

আমরা—

ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেব।

পিপাসা পেলে পানি দেব।

অসুস্থ হলে সেবা করব।

বিপদে পড়লে সাহায্য করব।

গরিব, দুঃখী ও ইয়াতীমকে ভালোবাসব।

সকল মানুষকে সেবা করব।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

পরিকল্পিত কাজ : মানুষের সেবা কীভাবে করা যায় তার একটি তালিকা শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখবে।

জীবে দয়া

আল্লাহ দয়াবান। সকল জীবের প্রতি তিনি দয়া দেখান। তিনি মানুষকে সকল জীবের প্রতি দয়া দেখাতে বলেছেন। জীবে দয়া করলে আল্লাহ খুশি হন। আল্লাহর দয়া পাওয়া যায়। মহানবি (স) বলেছেন—“পৃথিবীতে যা কিছু আছে সে সবার প্রতি দয়া কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া দেখাবেন”।

আমাদের খোঁয়াড়ে হাঁসমুরগি। গোয়ালে গরুছাগল। আঙিনায় বিড়াল-কুকুর থাকে। এদের সুখ-দুঃখ আছে। এরা আদর চায়। যত্ন চায়। সুখ চায়। শান্তি চায়। আমরা এদের আদর করব। যত্ন নেব। মায়া করব। আঘাত করব না। কষ্ট দেব না। তাদের দিকে টিল-পাথর, ইট ছুড়ব না। এতে তাদের কষ্ট হয়। এদের কষ্ট দিলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।

অকারণে বিড়াল, কুকুর, হাঁস, মুরগি, ব্যাঙ, পিপড়া, ফড়িং, চডুই কোনো পশুপাখিকে কষ্ট দেব না। আঘাত করব না। ফড়িং-এর পায়ে সুতা বেঁধে খেলা করব না। ফড়িং ব্যথা পাবে। কষ্ট পাবে। পাখির বাচ্চা চুরি করে আনব না। এতে পাখির মা কষ্ট পাবে। পাখির বাচ্চা কাঁদবে। কষ্ট পাবে। গরুর গাড়িতে বেশি বোঝাই দেব না। মহিষের গাড়িতে বেশি বোঝাই দেব না। গাড়িতে বোঝাই বেশি দিলে গরুর গাড়ি টানতে খুব কষ্ট হবে। মহিষের খুব কষ্ট হবে।

আমরা হাটবাজার থেকে হাঁসমুরগি কিনি। এদের পা ধরে বাড়িতে নিয়ে আসি। পা ওপরে থাকে। মাথা নিচের দিকে থাকে। ফলে এদের কষ্ট হয়। খুব ব্যথা লাগে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। কাঁদতে থাকে। এটা খুব অন্যায় কাজ। এভাবে কষ্ট দিলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। গুনাহ হয়। অতএব, আমরা এদের কষ্ট দেব না। এদের ডানাগুলো আঁস্টে করে ধরে বাড়িতে নিয়ে আসব। তাহলে কষ্ট পাবে না।

মহানবি (স) বলেছেন, পশুপাখি কাউকে কষ্ট দিতে নেই।

একটি ঘটনা

এক মহিলা দেখলেন যে, পথের পাশে একটি কুকুর। কুকুরটি পিপাসায় খুব কাতর। এখনই মরে যাবে এমন অবস্থা। মহিলার মনে খুব দয়া হলো। নিকটে একটি পানির কূপ ছিল। তিনি ঐ কূপ থেকে পানি উঠিয়ে আনলেন। কুকুরের সামনে ধরলেন। কুকুর পানি পান করল। পানি পান করে কুকুর আরাম পেল। শান্তি পেল। বেঁচে গেল।

মহিলা কুকুরের প্রতি দয়া দেখালেন। জীবের প্রতি দয়া দেখালেন। কুকুরের সেবা করলেন। এ জন্য আল্লাহ তায়াল্লা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। তাঁর সব গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন। তাঁকে জান্নাত দান করলেন।

আমরা—

জীবজন্তুকে খাবার দেব, পানি দেব, যত্ন নেব, আদর করব।

আঘাত করব না, কষ্ট দেব না, ভালোবাসব, দয়া করব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা খাতায় জীবজন্তুর নামের একটি চার্ট তৈরি করবে এবং কীভাবে জীবে দয়া করা যায় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করবে।

সত্য কথা বলা

আমরা কথা বলি আব্বা—আম্মার সাথে। ভাইবোনের সাথে। বন্ধু—বান্ধবের সাথে। পড়ার সাথী ও খেলার সাথীর সাথে। আমরা সবার সাথে কথা বলি। যখন আমরা কথা বলব, সত্য কথা বলব।

সত্য কথা বলা খুবই ভালো। যে সত্য কথা বলে তাকে সবাই ভালোবাসে। আদর করে। স্নেহ করে। সম্মান দেয়। বিশ্বাস করে। যে সত্য কথা বলে তাকে সত্যবাদী বলা হয়। সত্যবাদী আল্লাহর কাছে প্রিয়। আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। তার বিপদে সকলে এগিয়ে আসে। তাকে সাহায্য করে। সে বিপদ থেকে মুক্তি পায়। সে জান্নাতে যাবে।

মিথ্যা বলা মহাপাপ। যে মিথ্যা বলে তাকে কেউ ভালোবাসে না। বিশ্বাস করে না। আদর করে না। সম্মান দেয় না। তার বিপদে কেউ এগিয়ে আসে না। সাহায্য করে না। বিপদমুক্ত করে না। যে মিথ্যা বলে তাকে মিথ্যাবাদী বলা হয়। আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন না। ঘৃণা করেন। সবাই তাকে ঘৃণা করে। সে জান্নাতে যেতে পারবে না। সে জাহান্নামে যাবে।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

মহানবি (স) বলেছেন, সত্য মানুষকে মুক্তি দেয়, মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে।

মহানবি (স) আরও বলেছেন, সত্য মানুষকে পুণ্যের পথে নিয়ে যায়।

সত্য কথা বলা একটি মহৎ গুণ। সত্য কথা বললে প্রকৃত ঘটনা জানা যায়। সত্য কথা বললে জীবনে জয় লাভ করা যায়। আমাদের মহানবি (স) ছোটবেলা থেকেই সত্য কথা বলতেন। তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেননি। তিনি সকলের কাছে প্রিয় ছিলেন। তাঁকে সকলে আল-আমীন বলে ডাকত। আল-আমীন অর্থ বিশ্বাসী। তিনি সব সময় সত্য কথা বলতেন।

সত্য কথা বলা সম্পর্কে একটি আদর্শ ঘটনা

একদিন একজন লোক মহানবি (স)-এর কাছে এসে বলল :

হে আল্লাহর নবি! আমি চুরি করি। মিথ্যা কথা বলি। আরও অনেক অন্যায় করি। এখন আমি এ অন্যায় কাজগুলো কীভাবে ছেড়ে দেব?

মহানবি (স) বললেন, ‘প্রথমে মিথ্যা বলা ছেড়ে দাও’।

লোকটি মিথ্যা কথা বলা ছেড়ে দিল। সব সময় সত্য কথা বলতে থাকল। এরপর আস্তে আস্তে সব অন্যায় ছেড়ে দিল। অন্যায় থেকে বাঁচল। পাপমুক্ত হলো।

আমরা—

সব সময় সত্য কথা বলব

সৎ পথে চলব

মিথ্যা কথা বলব না

পাপ কাজ করব না।

পরিকল্পিত কাজ:

শিক্ষার্থীরা সত্য বলার উপকারিতা খাতায় সুন্দর করে লিখবে এবং শিক্ষার্থীরা সত্য বলার জন্য অভ্যাস গড়ে তুলবে।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- (ক) মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের কী?
- | | |
|-------------|---------------|
| (১) খুশি | (২) জাহান্নাম |
| (৩) জান্নাত | (৪) স্থান |
- (খ) সহপাঠী অর্থ কী?
- | | |
|----------------|---------------|
| (১) পড়ার সাথী | (২) বই |
| (৩) আত্মীয় | (৪) প্রতিবেশী |
- (গ) সহপাঠী বিপদে পড়লে কী করব?
- | | |
|--------------|-----------------|
| (১) খেলা করব | (২) বেড়াতে যাব |
| (৩) বলে দেব | (৪) সাহায্য করব |
- (ঘ) কোনো মুসলিমের সাথে দেখা হলে প্রথমে কী করব?
- | | |
|----------------|---------------|
| (১) বসতে দেব | (২) সালাম দেব |
| (৩) নাস্তা দেব | (৪) কথা বলব |
- (ঙ) যাঁরা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন তাঁরা কে?
- | | |
|-----------------|---------------|
| (১) আব্বা-আম্মা | (২) দাদা-দাদি |
| (৩) মেহমান | (৪) মেজবান |
- (চ) আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবার সেরা কে?
- | | |
|-----------|---------|
| (১) মানুষ | (২) পশু |
| (৩) পাখি | (৪) জিন |

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

(ছ) এক বুড়ি প্রতিদিন মহানবি (স)–এর চলার পথে কী দিত?

(১) বিছানা দিত (২) পাথর দিত

(৩) কাঁটা দিত (৪) ইট দিত

(জ) সকল জীবের প্রতি কে দয়া দেখান?

(১) মানুষ (২) জিন

(৩) ফেরেশতা (৪) আল্লাহ

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) আমরা আব্বা-আম্মার ----- শুনব।

(খ) পিতার সন্তুষ্টিতে ----- সন্তুষ্টি ।

(গ) যে আগে সালাম দেবে সে বেশি ----- পাবে।

(ঘ) মানুষের সেবা করা আল্লাহর ----- ।

(ঙ) পশুপাখি কাউকে ----- দিতে নেই।

(চ) সত্য মানুষকে ----- দেয়।

৩। বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর :

(ক) আমরা আব্বা-আম্মার সাথে	খুশি হন
(খ) আমরা সকলে একে অপরের	ভাই
(গ) সালাম দিলে আল্লাহ	মহাপাপ
(ঘ) পড়ার সাথী	ঝগড়া করব না
(ঙ) মিথ্যা বলা	সহপাঠী

৪। সর্ধক্ষিপ্ত উত্তরপ্রশ্ন :

(ক) আব্বা-আম্মা খুশি থাকলে কী লাভ হয়?

(খ) সহপাঠীর অসুখ হলে কী করব?

(গ) সালাম বিনিময়ের বাক্যটি আরবিতে লেখ।

- (ঘ) সালামের জওয়াবে কী বলতে হয়?
- (ঙ) মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার করলে কী উপকার হয়?
- (চ) জীবে দয়া করলে আল্লাহ কী হন?
- (ছ) মিথ্যা বলার ক্ষতি কী?

৫। বর্ণনামূলক প্রশ্ন

- (ক) আব্বা-আম্মার সাথে কিরূপ ব্যবহার করব?
- (খ) সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহারের উপকারিতা কী কী?
- (গ) সালাম দেওয়া-নেওয়ার নিয়ম লেখ।
- (ঘ) মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেছেন?
- (ঙ) আমরা জীবের প্রতি কীভাবে দয়া দেখাব?
- (চ) সত্য কথা বলার একটি ঘটনা উল্লেখ কর।

অধ্যায়-৩

আখলাক

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

- ৩.১- আব্বা-আম্মার কথা শোনার গুরুত্ব জানা ও তাদের কথা মেনে চলা।
- ৩.২- সত্য বলার গুরুত্ব ও উপকারিতা জানা এবং সব সময় সত্য বলা।
- ৩.৩- একে অপরের সাথে সাক্ষাৎকালে সালাম আদান-প্রদান শেখা এবং নিয়মিত সালাম দেওয়া। অপরে সালাম দিলে তার জওয়াব দেওয়া।
- ৩.৪- মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা জানা এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা।
- ৩.৫- সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বোঝা এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা।
- ৩.৬- মানুষের সেবার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বোঝা ও সেবা করা।
- ৩.৭- জীবে দয়া করার গুরুত্ব বোঝা এবং জীবে দয়া করা।

শিখনফল:

- ৩.১.১ আব্বা-আম্মার কথা মতো চলবে।
- ৩.২.১ সত্য বলার উপকারিতা ও মিথ্যার কুফল বলতে পারবে।
- ৩.৩.১ সালাম ও সালামের জওয়াব শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারবে।
- ৩.৩.২ নিয়মিত সালাম বিনিময় করবে।
- ৩.৪.১ মেহমানের পরিচয় ও মেহমানের সম্মান সম্বন্ধে ইসলামের শিক্ষা বলতে পারবে।
- ৩.৪.২ মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার করবে।
- ৩.৫.১ সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে।
- ৩.৬.১ মানুষের মর্যাদা এবং মানব সেবার সুফল বলতে পারবে।
- ৩.৬.২ মানুষের সেবা করবে।
- ৩.৭.১ জীবে দয়া করা বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা বলতে পারবে।
- ৩.৭.২ তারা জীবে দয়া করবে।

পাঠ-১

আব্বা-আম্মার কথা শোনা

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ২৮) আব্বা-আম্মা আমাদের সবচেয়ে আপনজন। -----
“মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত”)

শিখনফল : ৩.১.১- আব্বা-আম্মার কথামতো চলবে।

উপকরণ : চক, চকবোর্ড, ডাস্টার, পাঠ্যপুস্তকের ছবি ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

ক. শিক্ষক শৈনিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. প্রতি শিক্ষার্থীদের মানসিক প্রস্তুতির জন্য পূর্বজ্ঞান-সম্পর্কিত ২/১টি প্রশ্ন করুন:

১. আমাদের সবচেয়ে আপনজন কারা?
২. আব্বা-আম্মা আমাদের কী করেন?

শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। না পারলে তাদের উত্তর দিতে সাহায্য করুন।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি তোমাদের সাথে ‘আব্বা-আম্মার কথা শোনা’ নিয়ে আলোচনা করব।
চকবোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম ‘আব্বা-আম্মার কথা শোনা’ লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায়
লিখতে বলুন।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন। উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে
শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে
সহায়তা করুন:

১. আমরা আব্বা-আম্মাকে কী করব?
২. আল্লাহ তায়াল্লা আব্বা-আম্মা সম্পর্কে কী বলেছেন?
৩. কার পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত?
৪. কার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। উত্তর সঠিক হলে ‘মারহাবা’
অথবা ‘ভালো’ বলে উৎসাহ দিন। উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/শিক্ষক নিজে পুনঃশিখন
নিশ্চিত করুন।

চ. অতঃপর পাঠটি অনুচ্চ স্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

পরিকল্পিত কাজ

আমরা আব্বা-আম্মার কথা কীভাবে মেনে চলব, তা শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ খাতায় লিখবে।

মূল্যায়ন :

শিক্ষার্থীরা পাঠটি সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হলো কি না তা নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন:

১. প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন:

- (ক) আমরা আব্বা-আম্মার সাথে কীরূপ ব্যবহার করব?
- | | |
|-------------------|---------------------|
| (১) মন্দ ব্যবহার | (২) ভালো ব্যবহার |
| (৩) খারাপ ব্যবহার | (৪) সামান্য ব্যবহার |
- (খ) মায়ের পায়ের নিচে সন্দুলনের কী?
- | | |
|-------------|---------------|
| (১) খুশি | (২) জাহান্নাম |
| (৩) জান্নাত | (৪) স্থান |

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন:

- (ক) আমরা আব্বা-আম্মাকে ----- করব।
- (খ) আমরা আব্বা-আম্মার সাথে ----- করব না।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

- | | |
|--------------------------------|------------|
| ক. আব্বা-আম্মা আমাদের অসুখ হলে | মেনে চলব। |
| খ. আমরা আব্বা-আম্মার আদেশ | জায়গা। |
| গ. জান্নাত সুখের | সেবা করেন। |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন

- ক. আব্বা-আম্মা খুশি থাকলে কী লাভ হয়?
- খ. আমরা কাদের কষ্ট দেব না?
- গ. জান্নাতে কী পাওয়া যায়?
- ঙ. আব্বা-আম্মার সাথে কীরূপ ব্যবহার করব লেখ।

পাঠ-২

আব্বা-আম্মার কথা শোনা

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ২৮-২৯) ‘একটি ঘটনা-----তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবে’।

শিখনফল :

৩.১.১ আব্বা-আম্মার কথামতো চলবে।

উপকরণ : চক, চকবোর্ড, ডাস্টার, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. মানসিক পরিবেশ গঠন করার জন্য পূর্বজ্ঞান-সম্পর্কিত ২/১টি মৌখিক প্রশ্ন করুন :

১. আমাদের সবচেয়ে আপনজন কারা?
২. বাড়িতে আমাদের কে কে থাকেন?

শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। না পারলে তাদের উত্তর দিতে সাহায্য করুন।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি তোমাদের সাথে ‘আব্বা-আম্মার কথা শোনা’ নিয়ে আলোচনা করব। চকবোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম ‘আব্বা-আম্মার কথা শোনা’ লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন। উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন:

১. আমরা কাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করব?
২. প্রিয় নবি (স) বৃদ্ধাকে দেখে কী করলেন?
৩. আমরা কাদের কথা মেনে চলব?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নের উত্তর দেবে। উত্তর সঠিক হলে ‘মারহাবা’ অথবা ‘ভালো’ বলে উৎসাহ দিন। উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/শিক্ষক নিজে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

চ. অতঃপর পাঠটি অনুচ্চ স্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

পরিকল্পিত কাজ :

শিক্ষার্থীরা আব্বা-আম্মা বিষয়ক দোয়াটির অর্থ বাংলায় খাতায় লিখবে।

পরিকল্পিত কাজ

আমরা আব্বা-আম্মার কথা কীভাবে মেনে চলব, তা শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ খাতায় লিখবে।

মূল্যায়ন :

শিক্ষার্থীরা পাঠটি সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হলো কি না তা নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন।

১. প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন:

(ক) আমরা আব্বা-আম্মার সাথে কীরূপ ব্যবহার করব?

(১) মন্দ ব্যবহার

(২) ভালো ব্যবহার

(৩) খারাপ ব্যবহার

(৪) সামান্য ব্যবহার

(খ) মায়ের পায়ের নিচে সন্ড্রনের কী?

(১) খুশি

(২) জাহান্নাম

(৩) জান্নাত

(৪) স্থান

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন:

(ক) আমরা আব্বা-আম্মাকে ----- করব।

(খ) আমরা আব্বা-আম্মার সাথে ----- করব না।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

ক. আব্বা-আম্মা আমাদের অসুখ হলে

মেনে চলব।

খ. আমরা আব্বা-আম্মার আদেশ

জায়গা।

গ. জান্নাত সুখের

সেবা করেন।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন

ক. আব্বা-আম্মা খুশি থাকলে কী লাভ হয়?

খ. আমরা কাদের কষ্ট দেব না?

গ. জান্নাতে কী পাওয়া যায়?

ঙ. আব্বা-আম্মার সাথে কীরূপ ব্যবহার করব লেখ।

মূল্যায়ন :

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনার পর বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীরা কতটুকু আয়ত্ত করতে সমর্থ হলো তা মূল্যায়ন করার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন:

১. প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন

(ক) আমরা আব্বা-আম্মার জন্য কী করব?

(১) স্নেহ

(২) মায়া

(৩) দোয়া

(৪) মমতা

(খ) মহানবি (স)-এর দুধমা কে ছিলেন?

(১) আমিনা

(২) হালিমা

(৩) রাহিমা

(৪) ফাতেমা

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন:

(ক) আমরা আব্বা-আম্মার জন্য ----- করব।

(খ) আমরা তাঁদের উপদেশ ----- চলব।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

(ক) আমরা আব্বা-আম্মার সাথে	উঠে দাঁড়ালেন
(খ) তাঁদের উপদেশ	বাগড়া করব না
(গ) প্রিয় নবি (স) বৃদ্ধাকে দেখে	মেনে চলব

৪. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন

ক. মহানবি (স) সাহাবিগণকে নিয়ে বসে থাকার সময় সেখানে কে এসেছিলেন?

খ. আমরা কাদের সাথে ভালো ব্যবহার করব?

ঙ. আব্বা-আম্মার কথা মেনে চলার উপকারিতা কী কী? লেখ।

পাঠ-৩

সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ২৯-৩০) ‘আমার নাম ফুয়াদ ----- সান্দ্রনা দেব। সেবায়ত্ত করব’।

শিখনফল : ৩.৫.১- সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে।

উপকরণ : চক, চকবোর্ড, ডাস্টার, পাঠ্যপুস্তকের ছবি ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. মানসিক পরিবেশ গঠন করার জন্য পূর্বজ্ঞান-সম্পর্কিত প্রশ্ন করুন:

১. তোমরা কোন শ্রেণিতে পড়?

শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে ‘আমরা তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি’। এরপর বলুন যে, ‘তোমরা একসাথে যারা পড়াশোনা কর তারা একে অপরের সহপাঠী বা পড়ার সাথী’।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি তোমাদের সাথে ‘সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার’ নিয়ে আলোচনা করব। চকবোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম ‘সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার’ লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন। উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন:

১. সহপাঠী কাকে বলে?

২. আমরা সহপাঠীদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করব?

৩. সহপাঠীদের সাথে দেখা হলে কী করব?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। উত্তর সঠিক হলে ‘মারহাবা’ অথবা ‘ভালো’ বলে উৎসাহ দিন। উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/শিক্ষক নিজে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

চ. অতঃপর পাঠটি অনুচ্চ স্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

পরিকল্পিত কাজ :

শিক্ষার্থীরা সহপাঠীদের সাথে কীরূপ ব্যবহার করেছে, তা খাতায় লিখবে।

মূল্যায়ন :

আজকের উপস্থাপিত বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীরা কতটুকু আয়ত্ত করতে সমর্থ হলো তা মূল্যায়ন করার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন:

১. প্রশ্নোত্তর বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন

ক. সহপাঠী অর্থ কী?

(১) পড়ার সাথী

(২) বই

(৩) আত্মীয়

(৪) প্রতিবেশী

খ. সহপাঠী বিপদে পড়লে কী করব?

(১) খেলা করব

(২) বেড়াতে যাব

(৩) বলে দেব

(৪) সাহায্য করব

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন
ক. আমরা সকলে একে ----- সহপাঠী ।
খ. অসুখ হলে ----- যাব ।
গ. আমরা কিছু সময় তার ----- থাকলাম ।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

ক. আমি তৃতীয় শ্রেণিতে	সাথী ।
খ. সহপাঠী অর্থ পড়ার	আসে ।
গ. হাসান রোজ স্কুলে	পড়ি ।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন
ক. ফুয়াদ কোন শ্রেণিতে পড়ে?
খ. হাসানের কী হয়েছিল?
৫. হাসানের জ্বর কীভাবে কমে গেল, লিখ ।

পাঠ-৪

সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৩০-৩১) ‘আমরা সহপাঠীদের সাথে ঝগড়া করব না ।
-----সব সময় ভালো ব্যবহার করব’)

শিখনফল : ৩.৫.১ সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে ।

উপকরণ : চক, চকবোর্ড, ডাস্টার, পাঠ্যপুস্তকের ছবি ইত্যাদি ।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি:

- ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন ।
খ. মানসিক পরিবেশ গঠন করার জন্য পূর্বজ্ঞান-সম্পর্কিত নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন:

১. তোমরা কি শ্রেণিকক্ষে ঝগড়া কর?
২. তোমরা কি বই-খাতা চুরি কর?

শিক্ষার্থীরা উত্তরে বলবে যে, জী না, আমরা শ্রেণিকক্ষে ঝগড়া করি না । আমরা বই-খাতা চুরি করি না ।

তখন বলুন-‘তোমরা একই শ্রেণিতে একসাথে যারা পড়াশোনা কর তারা একে অপরের পড়ার সাথী বা সহপাঠী’ । সহপাঠীদের সাথে ঝগড়া-মারামারি করতে নেই । কারো বই-খাতা বা কোনো কিছু চুরি করতে নেই ।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি তোমাদের সাথে ‘সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার’ নিয়ে আলোচনা করব। চকবোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম ‘সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার’ লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন। উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন:

১. সহপাঠী পড়া জানতে চাইলে কী করব?
২. সহপাঠীর অসুখ হলে কী করব?
৩. সহপাঠী বিপদে পড়লে কী করব?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। উত্তর সঠিক হলে ‘মারহাবা’ অথবা ‘ভালো’ বলে উৎসাহ দিন। উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/শিক্ষক নিজে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

এরপর পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত রোগীর সেবা ছবিটি দেখান।

চ. অতঃপর পাঠটি অনুচ্চ স্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

পরিকল্পিত কাজ :

‘আমরা সহপাঠীদের সাথে কী কী করব না’ তৈরি করবে। তার একটি তালিকা শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখবে।

মূল্যায়ন :

শিক্ষার্থীরা পাঠটি কতটুকু বুঝতে সক্ষম হলো নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে তা মূল্যায়ন করুন:

১. প্রশ্নোত্তর বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন

ক. আমরা সহপাঠীদের সাথে কী করব না?

- | | |
|---------------|------------------|
| (১) সহযোগিতা | (২) ভালো ব্যবহার |
| (৩) সেবায়ত্ন | (৪) ঝগড়া |

খ. চুরি করলে সকলে কী করে?

- | | |
|--------------|-----------------|
| (১) ভালোবাসে | (২) নিন্দা করে |
| (৩) আদর করে | (৪) বিশ্বাস করে |

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন

ক. আমরা একে অপরের সুখে ----- হব।

খ. আমরা ----- খেলা করব।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

ক. আমরা সকলে একসাথে	সালাম দেব
খ. সহপাঠীদের সাথে দেখা হলে	দেব না
গ. সহপাঠীদের কাউকে গালি	মিলেমিশে থাকব

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন

ক. সহপাঠীর অসুখ হলে কী করব?

খ. সহপাঠীদের সাথে কীরূপ ব্যবহার করব?

৫. সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহারের উপকারিতা কী লিখ।

পাঠ-৫

সালাম বিনিময়

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৩০-৩১/ ‘বাড়িতে আব্বা-আম্মা আছেন।

..... তুমি সালাম দেবে যাকে তুমি চেন এবং যাকে না চেন’।)

শিখনফল:

৩.৩.১- সালাম ও সালামের জওয়াব শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারবে।

৩.৩.২ নিয়মিত সালাম বিনিময় করবে।

উপকরণ :

চকবোর্ড, চক, ডাস্টার, সালাম ও সালামের জওয়াব লেখা মডেল ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি:

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে উচ্চ স্বরে স্পষ্টভাবে প্রথমে সালাম দিন ‘আসসালামু আলাইকুম।’ শিক্ষার্থীরা সকলে দাঁড়িয়ে উচ্চ স্বরে সালামের জওয়াবে বলবে- ওয়া আলাইকুমুস সালাম।

খ. মানসিক পরিবেশ গঠন করার জন্য পূর্বজ্ঞান-সম্পর্কিত নিম্নরূপ ২/১টি প্রশ্ন করুন-

১. কারো সাথে দেখা হলে আমরা প্রথমে কী করি?

২. আমরা কী বলে সালাম দিব?

শিক্ষার্থীরা উত্তরে বলবে যে, কারো সাথে দেখা হলে আমরা প্রথমে ‘সালাম’ দিব। আর আমরা ‘আসসালামু আলাইকুম’ বলে সালাম দিব।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি তোমাদের সাথে ‘সালাম বিনিময়’ নিয়ে আলোচনা করব। চকবোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম ‘সালাম বিনিময়’ লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন। উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন:

১. ‘আসসালামু আলাইকুম’ অর্থ কী?
২. যে আগে সালাম দেবে সে কতটুকু সওয়াব পাবে?
৩. সালামের জওয়াবে আমরা কী বলব?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। উত্তর সঠিক হলে ‘মারহাবা’ অথবা ‘ভালো’ বলে উৎসাহ দিন। উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/শিক্ষক নিজে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

চ. অতঃপর পাঠটি অনুচ্চ স্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

পরিকল্পিত কাজ :

শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে/গ্রুপভিত্তিক সালাম ও সালামের জওয়াবের বাক্যটি শুদ্ধভাবে আরবিতে খাতায়/কার্ডে সুন্দর করে লিখে রং করবে এবং শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে স্টেটে দেবে।

মূল্যায়ন :

শিক্ষার্থীরা পাঠটি সঠিকভাবে বুঝল কি না নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে তা যাচাই করুন :

১. প্রশ্নোত্তর বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন

ক. সালাম অর্থ কী?

- | | |
|------------|-------------|
| (১) শান্তি | (২) নিরাপদ |
| (৩) সাথী | (৪) ধৈর্য্য |

খ. কোন মুসলিমের সাথে দেখা হলে প্রথমে কী করব?

- | | |
|----------------|---------------|
| (১) বসতে দিব | (২) সালাম দিব |
| (৩) নাস্তা দিব | (৪) কথা বলব |

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন

ক. কোন মুসলিমের সাথে দেখা হলে ----- দিতে হয়।

খ. সালাম দিলে ----- খুশি হন।

গ. মহানবি (স) ----- দিতেন।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

ক. বাড়িতে আব্ব-আম্মা	রহম করেন।
খ. সালাম দিলে আল্লাহ	দোয়া করা।
গ. সালাম হলো শান্তির জন্য	আছেন।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন

ক. সালাম বিনিময়ের বাক্যটি আরবিতে লিখ।

খ. সালামের জবাবে কী বলতে হয়?

ঙ. সালাম দেওয়া-নেওয়ার নিয়ম লিখ।

পাঠ-৬

সালাম বিনিময়

বিষয়বস্তু : পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৩১-৩২/ ‘আমরা স্কুলে যাবার সময় আব্বা-আম্মাকে সালাম দেব। সালাম দেওয়া ও নেওয়ার অভ্যাস করবে’।

শিখনফল :

৩.৩.১ সালাম ও সালামের জওয়াব শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারবে।

৩.৩.২ নিয়মিত সালাম বিনিময় করবে।

উপকরণ : চকবোর্ড, চক, ডাস্টার, সালাম ও সালামের জওয়াব লেখা মডেল ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে প্রথমে ‘আসসালামু আলাইকুম’ বলুন। শিক্ষার্থীরা দাঁড়িয়ে সালামের উত্তরে বলবে ‘ওয়া আলাইকুমুস সালাম’। অতঃপর কুশল বিনিময় করুন।

খ. মানসিক পরিবেশ গঠন করার জন্য পূর্বজ্ঞান-সম্পর্কিত নিম্নরূপ ২/১টি প্রশ্ন করুন-

১. আমি শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে প্রথমে কী বললাম?

২. তোমরা দাঁড়িয়ে কী বললে?

শিক্ষার্থীরা উত্তরে বলবে- স্যার, আপনি শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে প্রথমে আমাদের সালাম দিয়েছেন- ‘আসসালামু আলাইকুম’। আমরা জওয়াব দিয়েছি- ‘ওয়া আলাইকুমুস সালাম’। তখন শিক্ষার্থীদের বলুন যে, আমরা ‘সালাম বিনিময়’ করেছি। কারো সাথে দেখা হলে আমরা প্রথমে সালাম বিনিময় করব।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি তোমাদের সাথে ‘সালাম বিনিময়’ নিয়ে আলোচনা করব। চকবোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম ‘সালাম বিনিময়’ লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন। উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন:

১. কেউ টেলিফোনে সালাম দিলে আমরা কী করব?
২. চিঠিতে সালাম লেখা পড়লে কী করব?
৩. শ্রেণিকক্ষে ঢুকেই আমরা কাদের সালাম দেব?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। উত্তর সঠিক হলে ‘মারহাবা’ অথবা ‘ভালো’ বলে উৎসাহ দিন। উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/শিক্ষক নিজে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

চ. অতঃপর পাঠটি অনুচ্চ স্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

পরিকল্পিত কাজ :

শিক্ষার্থীরা একে অপরকে সালাম দেবে, বিনিময়ে অপরজন সেই সালামের জওয়াব দেবে। এভাবে সকলে সালাম দেওয়া-নেওয়ার অভ্যাস করবে।

মূল্যায়ন :

শিক্ষার্থীরা পাঠটি সঠিকভাবে বুঝতে পারল কি না তা নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন:

১. প্রশ্নোত্তর বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন

ক. আমরা স্কুলে যাওয়ার সময় আব্বা-আম্মাকে কী করব?

- | | |
|---------------------|---------------|
| (১) আদর করব | (২) স্নেহ করব |
| (৩) সেবায়ত্ত্ব করব | (৪) সালাম দেব |

খ. সালাম দেওয়া কী?

- | | |
|-------------|---------|
| (১) সুন্নত | (২) ফরজ |
| (৩) ওয়াজিব | (৪) নফল |

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন

ক. শ্রেণিকক্ষে ঢুকেই সহপাঠীদের ----- দেব।

খ. টেলিভিশনে সালাম শুনলে সালামের ----- দেব।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

ক. দেখা হলে সবাইকে	খুশি হন
খ. সালাম দিলে আলাহ	ওয়াজিব
গ. সালামের জওয়াব দেওয়া	সালাম দেব

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন

ক. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করলে আমরা কী করব?

খ. টেলিভিশনে আমরা সালাম শুনলে কী বলব?

গ. বড়-ছোট কীভাবে সালাম দেওয়া-নেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলবে?

পাঠ - ৭

মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৩২-৩৩) ‘আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন নানা-নানি।
.....ভালো ব্যবহার করব’।

শিখনফল :

৩.৪.১ মেহমানের পরিচয় ও মেহমানের সম্মান সম্বন্ধে ইসলামের শিক্ষা বলতে পারবে।

৩.৪.২ মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার করবে।

উপকরণ : চকবোর্ড, চক, ডাস্টার ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. আজকের পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিবেশ গঠন করার জন্য পূর্বজ্ঞান-সম্পর্কিত প্রশ্ন করুন:

তোমাদের কারো বাড়িতে ২/১ দিনের মধ্যে কেউ বেড়াতে এসেছিলেন কি?

উত্তরে ফুয়াদ বলবে, নানা-নানি এসেছিলেন, জাওয়াদ বলবে, ফুফু ও ফুফাতো ভাই এসেছিলেন, আব্বাস কেউ বলবে যে মামাতো ভাই এসেছিলেন। তখন বলুন যে, এরা সকলে তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের মেহমান। আমরা মেহমানদের সাথে ভালো ব্যবহার করব।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি তোমাদের সাথে ‘মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার’ নিয়ে আলোচনা করব। চকবোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম ‘মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার’ লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন। উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন:

১. মেহমান কাকে বলে?

২. মেহমান বাড়িতে এলে আমরা কী কী করব?

৩. মহানবি (স) মেহমান সম্পর্কে কী বলেছেন?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। উত্তর সঠিক হলে ‘মারহাবা’ অথবা ‘ভালো’ বলে উৎসাহ দিন। উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/শিক্ষক নিজে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

চ. অতঃপর পাঠটি অনুচ্চ স্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

পরিকল্পিত কাজ :

শিক্ষার্থীরা মেহমানের সাথে কীরূপ ব্যবহার করতে হয় তার একটি তালিকা তৈরি করে খাতায় লিখবে।
শিক্ষার্থীরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে মেহমান ও মেজবানের ভূমিকা পরস্পর মহড়া করে দেখাবে।

মূল্যায়ন :

শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে সক্ষম হলো কি না তা যাচাইয়ের জন্য পুনরায় নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে তা মূল্যায়ন করুন।

১. প্রশ্নোত্তর বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন

ক. যারা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন তাঁরা আমাদের কে?

- | | |
|-----------------|---------------|
| (১) আব্বা-আম্মা | (২) দাদা-দাদি |
| (৩) মেহমান | (৪) মেজবান |

খ. মেহমান বাড়িতে এলে প্রথমে কী করব?

- | | |
|---------------|---------------|
| (১) বসতে দেব | (২) সালাম দেব |
| (৩) নাশতা দেব | (৪) কথা বলব |

গ. রাতে মহানবি (স)-এর মেহমান হয়েছিল কে?

- | | |
|-----------------|--------------|
| (১) এক মুসলিম | (২) এক ইহুদি |
| (৩) এক পৌত্তলিক | (৪) এক বৌদ্ধ |

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন

ক. যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে ইমান রাখে সে যেন মেহমানকে ----- করে।

খ. লোকটি ----- খেয়েছিল।

গ. মেহমানের সাথে ভালো ----- করলে মেহমান খুশি হয়।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

ক. মহানবি (স) মেহমানের	খেয়েছিল
খ. লোকটি বেশি	মেহমান খুশি হয়
গ. মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার করলে	সেবা করতেন

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন

ক. মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার করলে আল্লাহ কী হন?

খ. আমরা মেহমানের সাথে কীরূপ ব্যবহার করব?

গ. মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেছেন? লেখ।

পাঠ-৮

মানুষের সেবা

বিষয়বস্তু: (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৩৩-৩৪) ‘আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সবার সেরা।
.....আমার বান্দা’)

শিখনফল:

৩.৬.১ মানুষের মর্যাদা এবং মানবসেবার সুফল বলতে পারবে।

৩.৬.২ মানুষের সেবা করবে।

উপকরণ : চকবোর্ড, চক, ডাস্টার, পাঠ্যবইয়ের ছবি ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. আজকের পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিবেশ গঠন করার জন্য পূর্বজ্ঞান-সম্পর্কিত প্রশ্ন করুন:

১. আকাশ, চাঁদ, সুরজ, গাছপালা কে সৃষ্টি করেছেন?

২. গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগি কে সৃষ্টি করেছেন?

শিক্ষার্থীরা ওপরের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে বলবে- এসব আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তখন বলুন, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সবার সেরা। আর এই মানুষকে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। আমরা মানুষের সেবা করব।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি তোমাদের সাথে ‘মানুষের সেবা’ নিয়ে আলোচনা করব। চকবোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম ‘মানুষের সেবা’ লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন। উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন:

১. মানুষের সেবা করা কী?

২. কারো পিপাসা লাগলে কী করবে?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। উত্তর সঠিক হলে ‘মারহাবা’ অথবা ‘ভালো’ বলে উৎসাহ দিন। উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/শিক্ষক নিজে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

এরপর পাঠ্যপুস্তকের উল্লিখিত ক্ষুধার্তকে সাহায্য করার ছবিটি দেখান।

চ. অতঃপর পাঠটি অনুচ্চ স্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

পরিকল্পিত কাজ:

মানুষের সেবা কীভাবে করা যায় তার একটি তালিকা শিক্ষার্থীরা তৈরি করবে।

মূল্যায়ন :

শিক্ষার্থীরা কতটুকু আয়ত্ত করতে সমর্থ হলো তা মূল্যায়ন করার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন:

১. প্রশ্নোত্তর বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন

ক. আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবার সেরা কে?

- (১) মানুষ (২) জীব
(৩) ফেরেশতা (৪) জিন

খ. আমাদের মহানবি (স) ক্ষুধার্তকে কী দিতে বলেছেন?

- (১) পানি (২) ভাত
(৩) রুটি (৪) খাদ্য

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন

ক. মানুষের সেবা করা আল্লাহর ----- ।

খ. মানুষ ----- বান্দা ।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

ক. মানুষ মানুষের	সাহায্য করবে।
খ. মানুষ একে অপরকে	মুক্ত করে দাও।
গ. বন্দীকে	ভাই।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন

ক. মানুষ অসুস্থ হলে তাকে কী করবে?

খ. আমরা রোগীর কী করব?

গ. আমাদের দয়াল নবি (স) মানুষের সেবা সম্পর্কে কী বলেছেন? বর্ণনা কর।

পাঠ-৯

মানুষের সেবা

বিষয়বস্তু: (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৩৪) ‘মহানবি (স) সব সময় মানুষের সেবা করতেন।
.....সকল মানুষকে সেবা করব’)

শিখনফল :

৩.৬.১ মানুষের মর্যাদা এবং মানবসেবার সুফল বলতে পারবে।

৩.৬.২ মানুষের সেবা করবে।

উপকরণ : চকবোর্ড, চক, ডাস্টার ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি:

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে প্রস্তুত পরিবেশ গঠন করার জন্য পূর্বজ্ঞান-সম্পর্কিত নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন:

১. যারা অনাহারে ও ক্ষুধায় থাকে তাদের আমরা কী করব?
২. যেসব মানুষ বিপদে পড়ে তাদের আমরা কী করব?

শিক্ষার্থীরা উত্তরে বলবে যে, আমরা ক্ষুধার্তকে খাবার দেব। কেউ বিপদে পড়লে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করব। আমরা মানুষের সাহায্য ও সেবা করব।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি তোমাদের সাথে ‘মানুষের সেবা’ নিয়ে আলোচনা করব। চকবোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম ‘মানুষের সেবা’ লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন। উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন:

১. এক বুড়ি প্রতিদিন মহানবি (স)-এর চলার পথে কী দিত?
২. বুড়ি অসুস্থ হলে মহানবি (স) কী করলেন?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। উত্তর সঠিক হলে ‘মারহাবা’ অথবা ‘ভালো’ বলে উৎসাহ দিন। উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/শিক্ষক নিজে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

চ. অতঃপর পাঠটি অনুচ্চ স্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

পরিকল্পিত কাজ :

শিক্ষার্থীরা মানুষের সেবার সুফল নিজ নিজ খাতায় লিখবে। তারা মানুষের সেবা সম্পর্কে দশ লাইনের একটি রচনা লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

মূল্যায়ন :

শিক্ষার্থীরা পাঠটি সঠিকভাবে বুঝতে পারল কি না তা নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন:

১. প্রশ্নোত্তর বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন

- ক. এক বুড়ি প্রতিদিন মহানবি (স)-এর চলার পথে কী দিত?
- | | |
|----------------|--------------|
| (১) বিছানা দিত | (২) পাথর দিত |
| (৩) কাঁটা দিত | (৪) গাছ দিত |

খ. মানুষের সেবা করলে কী পাওয়া যায়?

- | | |
|-------------|---------------|
| (১) জান্নাত | (২) জাহান্নাম |
| (৩) হাবিয়া | (৪) জাহীম |

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন

ক. বুড়ি তার খারাপ কাজের জন্য ----- পেল ।

খ. আমরা সকল মানুষকে ----- করব ।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

ক. মানুষ মানুষের	আল্লাহ খুশি হন
খ. মানুষের সেবা করলে	সেবা করব
গ. সকল মানুষকে	ভাই

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন

ক. মানুষের সেবা করলে সমাজ কীরূপ হয়?

খ. মহানবি (স) কীভাবে মানুষের সেবা করতেন?

গ. মানুষের সেবা করলে কী উপকার পাওয়া যায় বর্ণনা কর ।

পাঠ ১০

জীবে দয়া

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৩৫) ‘আল্লাহ দয়াবান । মহিষের খুব কষ্ট হবে’)

শিখনফল :

৩.৭.১ জীবে দয়া করার বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা বলতে পারবে ।

৩.৭.২ তারা জীবে দয়া করবে ।

উপকরণ : চকবোর্ড, চক, ডাস্টার, জীবজন্তুর ছবি ইত্যাদি ।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন ।

খ. মানসিক পরিবেশ গঠন করার জন্য পূর্বজ্ঞান-সম্পর্কিত নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন:

১. তোমাদের কার বাসায় কী কী জীবজন্তু আছে?

শিক্ষার্থীদের মধ্যে ফুয়াদ বলল, আমাদের বাসায় হাঁস-মুরগি আছে । জাওয়াদ বলল বিড়াল ও কবুতর আছে । আব্বাস অনেকে বলল, গরু-ছাগল ইত্যাদি আছে । তখন বলুন, এসব জীবজন্তু আল্লাহ তায়ালা আমাদের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন । আমরা এগুলোর প্রতি দয়া করব এবং যত্ন নেব ।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি তোমাদের সাথে ‘জীবে দয়া’ নিয়ে আলোচনা করব । চকবোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম ‘জীবে দয়া’ লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন ।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন । উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন ।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন:

১. মহানবি (স) জীবে দয়া সম্পর্কে কী বলেছেন?
২. আমরা জীবদের কী করব?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। উত্তর সঠিক হলে ‘মারহাবা’ অথবা ‘ভালো’ বলে উৎসাহ দিন। উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/শিক্ষক নিজে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

চ. অতঃপর পাঠটি অনুচ্চ স্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

পরিকল্পিত কাজ :

শিক্ষার্থীরা জীবজন্তু ও পশু-পাখির একটি চার্ট/তালিকা তৈরি করে শিক্ষককে দেখাবে। কীভাবে জীবে দয়া করা যায় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করবে।

মূল্যায়ন :

শিক্ষার্থীরা পাঠটি সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হলো কি না তা নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন:

১. প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন:

(ক) সকল জীবের প্রতি কে দয়া দেখান?

- | | |
|-------------|------------|
| (১) মানুষ | (২) জিন |
| (৩) ফেরেশতা | (৪) আল্লাহ |

(খ) আমরা বিড়াল-কুকুরকে কী করব না?

- | | |
|-----------|----------|
| (১) আঘাত | (২) আদর |
| (৩) স্নেহ | (৪) যত্ন |

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন:

- (ক) পশু-পাখি কাউকে ----- দিতে নেই।
 (খ) জীবে দয়া করলে ----- খুশি হন।
 (গ) এদের কষ্ট দিলে আল্লাহ ----- করেন।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

ক. সকল জীবের প্রতি আল্লাহ	হাঁস-মুরগি থাকে।
খ. আমাদের খোঁয়াড়ে	অসন্তুষ্ট হন।
গ. জীব-জন্তুর কষ্ট দিলে আল্লাহ	দয়া দেখান।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন

- ক. জীবে দয়া করলে আল্লাহ কী হন?
 খ. সকল জীবের প্রতি আল্লাহ কী দেখান?
 গ. আমরা জীবের প্রতি কীভাবে দয়া দেখাব? লেখ।

পাঠ-১১

জীবে দয়া

বিষয়বস্তু: (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৩৫-৩৬) ‘আমরা হাটবাজার থেকে ভালোবাসব, দয়া করব’)

শিখনফল:

৩.৭.১ জীবে দয়া করার বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা বলতে পারবে।

৩.৭.২ তারা জীবে দয়া করবে।

উপকরণ : চকবোর্ড, চক, ডাস্টার, জীবজন্তু ও পাখির ছবি ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি:

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. আজকের পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিবেশ গঠন করার জন্য পূর্বজ্ঞান-সম্পর্কিত ২/১টি মৌখিক প্রশ্ন করুন :

১. তোমরা কি হাঁস-মুরগি ও বিড়াল-কুকুর দেখেছ?

শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে- জি স্যার/ম্যাডাম, দেখেছি।

অতঃপর বলুন- এসব জীব আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তিনি সকল জীবের প্রতি দয়া দেখান এবং আমাদেরকে সকল জীবের প্রতি দয়া দেখাতে বলেছেন। আমরা সকল জীবে দয়া করব।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি তোমাদের সাথে ‘জীবে দয়া’ নিয়ে আলোচনা করব। চকবোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম ‘জীবে দয়া’ লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন। উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন:

১. হাঁস-মুরগির কষ্ট দিলে কী হয়?

২. মহানবি (স) পশুপাখির কষ্ট না দেওয়া সম্পর্কে কী বলেছেন?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। উত্তর সঠিক হলে ‘মারহাবা’ অথবা ‘ভালো’ বলে উৎসাহ দিন। উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/শিক্ষক নিজে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

চ. অতঃপর পাঠটি অনুচ্চ স্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

পরিকল্পিত কাজ:

শিক্ষার্থীরা জীব-জন্তু ও পশু-পাখির একটি চার্ট/তালিকা তৈরি করে শিক্ষককে দেখাবে। কীভাবে জীবে দয়া করা যায় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করবে।

মূল্যায়ন :

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনার পর বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীরা কতটুকু আয়ত্ত করতে সমর্থ হলো তা মূল্যায়ন করার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন:

১. প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন

(ক) হাঁস-মুরগির পা ধরে বাজার থেকে নিয়ে এলে হাঁস-মুরগির কী হয়?

- (১) ভালো লাগে (২) আরাম লাগে
(৩) কষ্ট হয় (৪) যত্ন হয়

(খ) মহিলা কুকুরের প্রতি কী দেখালেন?

- (১) ভয় (২) দয়া
(৩) ধমক (৪) নির্ভরতা

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন:

(ক) আমরা পশুপাখিদের ----- দেব না।

(খ) আমরা জীবজন্তুকে খাবার -----।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

(ক) কুকুরটি পিপাসায়	খারার দেব
(খ) জীব-জন্তুকে	দয়া দেখালেন
(গ) মহিলা কুকুরের প্রতি	খুব কাতর

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন

(ক) হাটবাজার থেকে হাঁস-মুরগি কীভাবে নিয়ে আসতে হয়?

(খ) মহিলাটি পথের পাশে কী দেখল?

(গ) জীবের প্রতি দয়া দেখালে কী উপকার হয়?

পাঠ-১২

সত্য কথা বলা

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৩৬-৩৭) ‘আমরা কথা বলি আব্বা-আম্মার সাথে। -----
পাপ কাজ করব না’)

শিখনফল :

৩.২.১ সত্য বলার উপকারিতা ও মিথ্যার কুফল বলতে পারবে।

উপকরণ : চক, চকবোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

ক. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. আজকের পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিবেশ গঠন করার জন্য পূর্বজ্ঞান-সম্পর্কিত ২/১টি প্রশ্ন করুন:

১. তুমি কি আজ নামাজ পড়েছ, ফুয়াদ?
২. তুমি কি আজ সকালে কুরআন তিলাওয়াত করেছ, জাওয়াদ?

উত্তরে ফুয়াদ বলবে: জি, স্যার, আমি নামাজ পড়েছি।

উত্তরে জাওয়াদ বলবে: জি, স্যার, আমি সকালে কুরআন তিলাওয়াত করেছি।

শ্রেণির অন্য শিক্ষার্থীরা তাদের দুজনের কথা শুনে। তখন শিক্ষক তাদের দুজনের কথা শুনে বলবেন যে, ফুয়াদ ও জাওয়াদ তোমরা দুজনে ‘সত্য কথা’ বলেছ। আমরা সব সময় সত্য কথা বলব।

গ. এরপর বলুন যে, আজ আমি তোমাদের সাথে ‘সত্য কথা বলা’ নিয়ে আলোচনা করব। চকবোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম ‘সত্য কথা বলা’ লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তা খাতায় লিখতে বলুন।

ঘ. আজকের পাঠটি সহজ ভাষায় উপস্থাপন করুন। উপস্থাপনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখুন।

ঙ. এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করে আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করুন:

১. সত্যবাদী আল্লাহর কাছে কীরূপ?
২. আল-আমীন অর্থ কী?

শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেবে এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। উত্তর সঠিক হলে ‘মারহাবা’ অথবা ‘ভালো’ বলে উৎসাহ দিন। উত্তর দিতে না পারলে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/শিক্ষক নিজে পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

চ. অতঃপর পাঠটি অনুচ্চ স্বরে পড়তে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

পরিকল্পিত কাজ :

শিক্ষার্থীদের মাঝে সত্য বলার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে সত্য বলার উপকারিতা আলোচনা করতে বলবেন। তারা দলগতভাবে সত্য বলার উপকারিতা আলোচনা করবে। শিক্ষার্থীরা মহানবি (স)-এর ‘সত্য কথা বলা’ সম্পর্কে উক্তিটি বাংলায় বড় বড় অক্ষরে লিখে রং করে পড়ার ঘরে ঝুলিয়ে রাখবে।

মূল্যায়ন:

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে সক্ষম হলো কি না তা যাচাইয়ের জন্য পুনরায় নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে তা মূল্যায়ন করুন।

১. প্রশ্নোত্তর বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন

ক. যে সত্য কথা বলে সবাই তাকে কী বলে?

- | | |
|----------------|-----------------|
| (১) ঘৃণা করে | (২) ভালোবাসে |
| (৩) আদর করে না | (৪) ভালোবাসে না |

খ. মিথ্যা বলা কী?

- (১) মহা পাপ (২) ভালো
(৩) উত্তম (৪) সুন্দর

২. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করতে বলুন

- ক. মিথ্যা বলা ----- ।
খ. সত্য মানুষকে ----- দেয় ।
গ. মিথ্যা মানুষকে ----- করে ।

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন

ক. যে সত্য বলে সবাই তাকে	মহাপাপ
খ. সত্য কথা বলা	ভালোবাসে
গ. মিথ্যা বলা	ভালো

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে/লিখতে বলুন

- ক. সত্যবাদী কাকে বলে?
খ. মিথ্যা বলার ক্ষতি কী?
গ. সত্য বলার উপকারিতা কী?
ঘ. সত্য কথা বলার একটি ঘটনা উল্লেখ কর ।

চতুর্থ অধ্যায় কুরআন মজিদ শিক্ষা



কুরআন মজিদ

কুরআন মজিদ আল্লাহর কালাম। আমরা কোন কাজ কীভাবে করব, তা কুরআন মজিদে আছে। কোন কাজ করলে আমরা সুখ পাব, আর কোন কাজ করলে আমাদের বিপদ হবে, তাও আছে কুরআন মজিদে।

কুরআন মজিদের ভাষা আরবি। আরবিতে আছে উনত্রিশটি অক্ষর। এই অক্ষরগুলো শিখতে পারলে আমরা কুরআন মজিদ পাঠ শিখতে পারব।

মহানবি (স) বলেছেন— ‘তোমাদের মধ্যে সে সবচেয়ে উত্তম, যে কুরআন মজিদ শেখে এবং অন্যকে তা শেখায়’।

আমরা—

কুরআন মজিদ তিলাওয়াত শিখব,

প্রতিদিন কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করব।

পরিকল্পিত কাজ: কুরআন মজিদ-সম্পর্কিত মহানবি (স)-এর একটি বাণী খাতায় বাংলায় বড় বড় অক্ষরে সুন্দর করে লিখে আনবে।

আরবি বর্ণমালা

বাংলা আমাদের ভাষা। বাংলা ভাষায় ৫০টি অক্ষর আছে। বাংলা পড়তে হয় বাম দিক থেকে। আরবি কুরআন মজিদের ভাষা। আরবিতে ২৯টি অক্ষর আছে। আরবি পড়তে হয় ডান দিক থেকে।

সহজে চেনার জন্য প্রতিটি আরবি অক্ষর বা হরকের উচ্চারণ বাংলায় দেওয়া আছে। আমরা শিক্ষকের কাছে শুনে শুনে হরফগুলোর সঠিক উচ্চারণ শিখব।

চার্ট - ১

ا	ب	ت	ث
আলিফ	বা	তা	ছা

ا	ب	ت	ث
আলিফ	বা	তা	ছা

চার্ট - ২

ج	ح	خ	د
জিম	হা	খা	দাল

ج	ح	خ	د
জিম	হা	খা	দাল

চার্ট- ৩

س	ز	ر	ذ
হিন	যা	রা	যাল

س	ز	ر	ذ
---	---	---	---

চার্ট - ৪

ط	ض	ص	ش
তোয়া	দোয়াদ	সোয়াদ	শীন

ط	ض	ص	ش
---	---	---	---

চার্ট - ৫

ف	غ	ع	ظ
ফা	গইন	আইন	যোয়া

ف	غ	ع	ظ
---	---	---	---

চার্ট - ৬

م	ل	ك	ق
মিম	লাম	কাফ	ক্বাফ
م	ل	ك	ق

চার্ট - ৭

ي	ء	ه	و	ن
ইয়া	হামযা	হা	ওয়াও	নুন
ي	ء	ه	و	ن

আরবি ২৯টি হরফ

ح	ج	ث	ت	ب	ا
س	ز	ر	ذ	د	خ
ع	ظ	ط	ض	ص	ش
م	ل	ك	ق	ف	غ
ي	ء	ه	و	ن	

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

কোনটি কোন হরফ বল

ص	ا	ق	ب	ن	ت	م	ث	ع	ج
ط	ح	ل	خ	ب	ش	ض	د	ة	ر
و	ء	ي	ذ	س	ز	ظ	ف	غ	ك

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা আরবি হরফগুলো সুন্দর করে খাতায় লিখবে।

নুকতা

আরবি হরফের নিচে বা ওপরে এক বা একাধিক কোঁটা দেখা যায়। এই কোঁটাকে নুকতা বলে।

আরবি ২৯টি হরফের মধ্যে ১৫টিতে নুকতা আছে। যেমন -

এক নুকতা নিচে	২টি	ب ج
এক নুকতা ওপরে	৮টি	خ ذ ز ظ غ ف ض ن
দুই নুকতা নিচে	১টি	ي
দুই নুকতা ওপরে	২টি	ت ق
তিন নুকতা ওপরে	২টি	ث ش

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা নুকতায়ুক্ত হরফগুলো সুন্দর করে খাতায় লিখবে ও পড়বে।

আরবি ১৪টি হরফে কোনো নুকতা নেই। যেমন -

ا	ح	د	ر	س	ص	ط
ع	ك	ل	م	و	ه	ء

আরবি বর্ণের বিভিন্ন রূপ

আরবি বর্ণগুলো শব্দের প্রথমে, মাঝে এবং শেষে বসলে যে পরিবর্তন হয় তার নমুনা নিচে দেয়া হলো।

একত্রে	শেষে	মাঝে	প্রথমে	বর্ণ
ا ا=ا	ا=با	ا=با	ا=اب	ا
بب	ب=حب	ب=جب	ب=باب	ب
تت	ت=بيت	ت=فتح	ت=تمر	ت
ثث	ث=بحث	ث=مثل	ث=ثمر	ث
جج	ج=حج	ج=فجر	ج=جبل	ج
حح	ح=صلح	ح=بحث	ح=حبل	ح
خخ	خ=شيخ	خ=بخت	خ=خبر	خ
د د	د=بعد	د=مدد	د=دار	د
ذ ذ	ذ=لذيق	ذ=هذا	ذ=ذيل	ذ
ر ر	ر=قبر	ر=فرق	ر=ريب	ر

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

একত্রে	শেষে	মাঝে	প্রথমে	বর্ণ
ز ز ز	ز = হز	ز = হزق	ز = زهق	ز
سس س	س = লیس	س = مسح	س = سیل	س
شش ش	ش = عطش	ش = مشط	ش = شمس	ش
صص ص	ص = نص	ص = بصر	ص = صل	ص
ضض ض	ض = بیض	ض = فضل	ض = ضل	ض
طط ط	ط = بط	ط = مطر	ط = طب	ط
ظظ ظ	ظ = حظ	ظ = مظل	ظ = ظل	ظ
عع ع	ع = سبع	ع = نعم	ع = عین	ع
غغ غ	غ = رسغ	غ = بغیر	غ = غیر	غ
فف ف	ف = صف	ف = سفر	ف = فن	ف

একত্রে	শেষে	মাঝে	প্রথমে	বর্ণ
ققق	ق = حق	ق = لقب	ق = قمر	ق
ككك	ك = شك	ك = بكر	ك = كف	ك
للل	ل = خيل	ل = ملل	ل = ليل	ل
ممم	م = كم	م = قمر	م = من	م
ننن	ن = من	ن = سند	ن = نور	ن
ووو	و = دلو	و = نور	و = ويل	و
ههه	ه = طه	ه = شهر	ه = هم	ه
ءءء	ء = شاء	ء = سئل	ء = أمر	ء
ييي	ي = نبى	ي = خير	ي = يد	ي

इंगनाम ७ नैष्ठिक भिक्षा

ଉତ୍ସବକାନ୍ତ

আমরা বাংলা লিখতে বর্ণের সাথে ১, ২, ৩ ইত্যাদি চিহ্ন ব্যবহার করি। যেমন—

$$b + i = ba$$
$$य + ि = वि$$
$$b + \cdot = \bar{b}$$

এসব চিন্তাকে বলা হয় স্বপ্নচিন্তা।

আরবি ভাষায়ও এরূপ স্বরটিই আছে। যেমন,

যবন — = — বা যবন বা

যেহা $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} =$ বা যেহা বি

পেশ - ঙ - বা পেশ বু

এমব ইয়টিহুকে আয়বি ভাষায় হুয়কুত বলে। হুয়কুত তিনটি। যথা :

যকর $\frac{1}{2}$, যেস $—$, পেশ $\frac{1}{2}$.

(১) হরকের গুণের যবর দিলে আ-কার হবে। ৬ - বা যবর বা।

اَ	اِ	اُ	اَو	اِو	اِو	اِو	اِو	اِو	اِو	اِو	اِو	اِو	اِو
না	যা	হা	গা	কা	ফা	আ	সা	হা	রা	দা	জা	তা	আ

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা হরকতগুলোর চিহ্ন ও নাম খাতায় লিখবে।

২ বকরবুত্ত হরকের এই চার্ট পড় ও লেখ

اَ	بَ	تَ	ثَ	جَ	حَ	خَ	دَ	ذَ
رَ	زَ	سَ	شَ	صَ	ضَ	ظَ	عَ	
غَ	فَ	قَ	كَ	لَ	مَ	نَ	وَ	هَ
				ءَ	يَ			

(২) হরকের নিচে ফের দিলে ই-কার হবে। بَ - ঝ ফের বি।

اِ	تِ	جِ	دِ	رِ	سِ	صِ	عِ	فِ	قِ	لِ	هِ	مِ	نِ
ই	তি	জি	দি	রি	হি	সি	ই	ফি	কি	লি	হি	মি	নি

২ ফেরবুত্ত হরকের এই চার্ট পড় ও লেখ

اِ	بِ	تِ	ثِ	جِ	حِ	خِ	دِ	ذِ
رِ	زِ	سِ	شِ	صِ	ضِ	ظِ	عِ	
غِ	فِ	قِ	كَ	لِ	مِ	نِ	وِ	هِ
				ءِ	يِ			

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

(৩) হরফের ওপর পেশ দিলে উ-কার হবে। ُ = বা পেশ বু

اُ	تُ	جُ	دُ	رُ	سُ	صُ	عُ	فُ	قُ	لُ	هُ	مُ	نُ
উ	তু	জু	দু	রু	সু	সু	উ	ফু	কু	লু	হু	মু	নু

— পেশযুক্ত হরফের এই চার্ট পড় ও লেখ

اُ	بُ	تُ	جُ	حُ	خُ	دُ	ذُ
رُ	زُ	سُ	شُ	صُ	ضُ	طُ	ظُ
عُ	فُ	قُ	كُ	لُ	مُ	نُ	هُ
				يُ	ءُ		

তানবীন

মিম দুই যবর م = মান

মিম দুই যের م = মিন

মিম দুই পেশ م = মুন

দুই যবর م যুক্ত তানবীনের এই চার্ট পড় ও লেখ

ا	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ
ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع
غ	ف	ق	ك	ل	م	ن	و	ه
		ي	ء					

দুই যের م যুক্ত তানবীনের এই চার্ট পড় ও লেখ

ا	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ
ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع
غ	ف	ق	ك	ل	م	ن	و	ه
		ي	ء					

পরিবর্তিত কাজ : শিক্ষার্থীরা তানবীনযুক্ত হেটি বর্ষ চকবোর্ডে সুন্দর করে লিখবে ও পড়বে।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

দুই পেশ ৩ যুক্ত তানবীনের এই চার্ট পড় ও লেখ

ا	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ
ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع
غ	ف	ق	ك	ل	م	ن	و	ه
		ي	ء					

জযম

আরবিতে এমন অনেক হরফ আছে, যাতে যবর, যের, পেশ নেই। কিন্তু আগের হরফে যবর, যের, পেশ আছে। এই যবর, যের, পেশবিহীন হরফটি উচ্চারণের জন্য একটি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

এই চিহ্নটিকে ٓ জযম বলা হয়। জযমের আরেকটি চিহ্ন হলো ٔ। জযমের অপর নাম সাকিন। যেমন,

مَنْ মীম নুন যবর = মান

مِین মীম নুন যের = মিন

مُنْ মীম নুন পেশ = মুন

জযমযুক্ত হরফের চারটি পড়

كُنْ	قُلْ	صَوْمٌ	ثَوْمٌ
كُنْ	قُلْ	صَوْمٌ	ثَوْمٌ
كُنْ تُمْ	مَسْجِدٌ	كُرْسِيٌّ	أَكْبَرُ
كُنْتُمْ	مَسْجِدٌ	كُرْسِيٌّ	أَكْبَرُ

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা জযমযুক্ত ৫টি শব্দ সুন্দর করে খাতায় লিখবে।

তাশদীদ

বাংলা ভাষায় কোনো অক্ষর পাশাপাশি এক সাথে দুবার উচ্চারণ করতে চাইলে সাধারণত সে অক্ষর যুক্ত করে লেখা হয়। যেমন, আল্লাহ শব্দ। এখানে দুটি ল এক সাথে যুক্ত হয়ে লা হয়েছে। এই শব্দগুলো লক্ষ কর :

আম্মা — দুটি ম এক সাথে।

মক্কা — দুটি ক এক সাথে।

মুনী — দুটি ন এক সাথে।

আরবি ভাষায় কোনো হরফকে পাশাপাশি এক সাথে দুবার উচ্চারণ করতে হলে ঐ হরফের ওপর হরকতসহ বসে এক বিশেষ চিহ্ন।

চিহ্নটি হলো এরূপ (۞)। এই চিহ্নের নাম তাশদীদ। তাশদীদ দেখতে শিন হরফের মাথার মতো। তাশদীদযুক্ত হরফ দুবার উচ্চারিত হয়। যেমন—

আলিফ মিম যবর আম, মিম যবর মা = আম্মা = $\text{أَمْر} = \text{مَر} + \text{أَمْر}$

এখানে আরবি আম্মা শব্দের মিম-এর ওপর তাশদীদ।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

আলিফ বা যবর আব, বা যবর বা = আব্বা = $\text{أَب} = \text{ب} + \text{أَب}$

এখানে আরবি আব্বা শব্দের বা-এর ওপর তালদীদ।

তালদীদযুক্ত এই চারটি পড় ও লেখ

ظِلِّ	ظُنُّ	مَنْ	إِنَّ
عَلَّمَ	سَبَّحَ	كَذَّبَ	صَدَّقَ
تَفَكَّرُ	تَعَلَّمُ	مَزَّقَ	بَلَغَ

পরিবর্তিত কাজ : শিক্ষার্থীরা তালদীদযুক্ত পাঁচটি শব্দ সুন্দর করে খাতায় লিখবে।

শব্দ গঠন

বই একটি শব্দ। এতে ব + ই দুটি অক্ষর আছে। কলম একটি শব্দ। এতে ক + ল + ম তিনটি অক্ষর আছে। মক্কা একটি শব্দ। এখানে ম + ক + ক তিনটি অক্ষর আছে। এমনভাবে কয়েকটি অক্ষর মিলে একটি শব্দ হয়। কোনো শব্দে অক্ষর পৃথক থাকে। যেমন কলম। আবার কোনো শব্দে যুক্ত অক্ষর থাকে। যেমন-মক্কা।

আরবিতে এরূপভাবে কয়েকটি হরফ মিলে একটি শব্দ হয়। যেমন,

قَلَمٌ এখানে ق + ل + م তিনটি হরফ আছে।

مَكَّةُ এখানে م + ك + ك + ة চারটি হরফ আছে।

নিচের চারটি পড় ও লিখ

قَالَ	كَانَ	قَادَ	كَادَ	طَابَ	تَابَ
أَكَلَ	جَلَسَ	سَمِعَ	حَسِبَ	بَعُدَ	كَرُمَ
إِنَّ	أَنَّ	مَدَّ	ظَلَّ	غَشَّ	بَثَّ
سَبَّحَ	قَدَّمَ	نَظَّمَ	بَلَغَ	فَرَجَ	زُقُومُ
مَسْجِدُ	مَكْتَبُ	مَنْظَرُ	مَسَاجِدُ	مَكَاتِبُ	مَنَاظِرُ

যবরযুক্ত শব্দের চারটি পড় ও লিখ

ذَهَبَ	قَتَلَ	دَرَسَ	هَجَرَ	جَلَسَ
طَلَبَ	خَلَقَ	نَصَرَ	ضَرَبَ	فَتَحَ

যেরযুক্ত শব্দের চারটি পড় ও লিখ

كِتَابُ	حِسَابُ	نِظَامُ	خِصَالُ	جِبَالُ
صِيَامُ	نِضَالُ	خِيَالُ	نِصَابُ	نِثَارُ

পেশযুক্ত শব্দের চারটি পড় ও লিখ

كُتِبَ	جُدُّ	سُرُّ	رُسُلُ	خُلُقُ
صُحُفُ	عُنُقُ	سُبُلُ	ثُلُثُ	ثَمَنُ

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

মাদ্দের হরফ

আরবি শব্দের কোনো হরফ টেনে পড়তে হয়। কোনো হরফ দীর্ঘ করে টেনে পড়তে হয়। দীর্ঘ করে টেনে পড়াকে মাদ্দ বলে।

মাদ্দের হরফ তিনটি। যথা— ا , و , ي

এই তিনটি হরফের সাথে মাদ্দের চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। ا (আলিফ খালি)–এর ডান পাশের অক্ষরে যবর, و (ওয়াও সাকিন)–এর ডান পাশের অক্ষরে পেশ এবং ع (ইয়া সাকিন)–এর ডান পাশের অক্ষরে যের হলে মাদ্দ করে পড়তে হয়।

بَا - بُؤ - بِي

মাদ্দের চিহ্ন যেমন— شَاءَ - سُوءٌ - جِئَ

কোনো আরবি হরফের ওপর এরূপ ~ চিহ্ন থাকলে দীর্ঘ করে টেনে, অর্থাৎ লম্বা করে উচ্চারণ করতে হবে। قَ . نَ . صَ . المَ . الرَ . يُسَ .

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা মাদ্দযুক্ত ৫টি শব্দ সুন্দর করে খাতায় লিখবে।

সূরা আল-ফাতিহা (سُورَةُ الْفَاتِحَةِ)

আয়াত - ৭, রুকু - ১, মকায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - مُلِكِ
 يَوْمِ الدِّينِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا
 الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ -
 غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ -

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলা উচ্চারণ: আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আর রাহমানির রাহিম। মালিকি
 ইয়াওমদ্দীন। ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন। ইহদিনাস সিরাতল মুসতাকীম।
 সিরাতল লাহীনা আন্আমতা আলাইহিম। গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দললীন।

অর্থ : দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

১. সকল প্রশংসা সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহরই।
২. যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।
৩. বিচারদিনের মালিক।
৪. আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য চাই।
৫. আমাদের সরল পথ প্রদর্শন করো।
৬. তাঁদেরই পথে যাদের তুমি অনুগ্রহ করেছ।
৭. তাদের পথে না, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট।

সূরা আল-ফালাক (سُورَةُ الْفَلَقِ)

আয়াত-৫, রুকু-১, মদিনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ
شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثِ فِي الْعُقَدِ ۝
وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলা উচ্চারণ: কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক। মিন্ শাররি মা খালাক। ওয়া মিন্ শাররি
গাসিকিন ইয়া ওয়াকাব। ওয়া মিন শাররিন নাফ্ফাসাতি ফিল্ উকাদ। ওয়া মিন শাররি
হাসিদিন ইয়া হাসাদ্।

অর্থ : দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

১. (হে মুহাম্মদ!) আপনি বলুন, আমি উষার প্রভুর আশ্রয় চাচ্ছি।
২. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে।
৩. এবং আঁধার রাতের অনিষ্ট হতে, যখন তা গভীর হয়।
৪. এবং অনিষ্ট হতে সকল নারীদের, যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়।
৫. এবং অনিষ্ট হতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।

সূরা আন নাস (سُورَةُ النَّاسِ)

আয়াত-৬, রুকু-১, মদিনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ
الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

বিস্মিলাহির রাহমানির রাহিম

বাংলা উচ্চারণ: কুল আউয়ু বিরাব্বিন্ নাস। মালিকিন্ নাস। ইলাহিন্ নাস। মিন্ শাররিল্ ওয়াস্ওয়াসিল্ খান্নাস। আল্লাযী ইউওয়াসবিসু ফী সুদূরিন্ নাস্। মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্ নাস।

অর্থ : দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

১. (হে মুহাম্মদ!) আপনি বলুন, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের কাছে।
২. মানুষের অধিপতির কাছে।
৩. মানুষের ইলাহের কাছে।
৪. সদা পলায়মান শয়তানের কুমন্ত্রণার অনিষ্ট হতে।
৫. যে (শয়তান) মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়।
৬. জিনের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতে।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা সূরা ফাতিহা, সূরা আল-ফালাক, সূরা আন নাস মুখস্থ করবে ও বাংলায় লিখবে।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- ক) কুরআন মজিদের ভাষা কী?
- | | |
|-----------|-----------|
| ১. বাংলা | ২. হিব্রু |
| ৩. ইংরেজি | ৪. আরবি |
- খ) আরবি হরফ কয়টি?
- | | |
|---------|---------|
| ১. ২৫টি | ২. ২৯টি |
| ৩. ৩০টি | ৪. ৫০টি |
- গ) আরবিতে নুকতা ছাড়া হরফ কয়টি?
- | | |
|---------|---------|
| ১. ১২টি | ২. ১৪টি |
| ৩. ১৭টি | ৪. ১৮টি |
- ঘ) 'মের' চিহ্ন কোনটি?
- | | |
|------|------|
| ১. — | ২. — |
| ৩. — | ৪. — |
- ঙ) হরকত কয়টি?
- | | |
|--------|--------|
| ১. ৪টি | ২. ৬টি |
| ৩. ৫টি | ৪. ৩টি |
- চ) মাদেদর হরফ কয়টি?
- | | |
|--------|--------|
| ১. ৪টি | ২. ৬টি |
| ৩. ৫টি | ৪. ৩টি |

২. শূন্যস্থান পূরণ কর:

- ক. আরবি ভাষায় ----- টি অক্ষর আছে।
খ. আরবি পড়তে হয় ----- দিক থেকে।
গ. আরবি ----- টি হরফে কোনো নুকতা নেই।
ঘ. স্বরচিহ্নকে আরবি ভাষায় ----- বলে।
ঙ. আরবি শব্দের কোন হরফ দীর্ঘ করে টেনে পড়াকে ----- বলে।
চ. তোমাদের মধ্যে সে সবচেয়ে ----, যে কুরআন মজিদ ---- এবং অন্যকে তা --।

৩. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

- ক. আরবি বর্ণমালা কয়টি?
খ. হরকত কাকে বলে?
গ. নুকতা কাকে বলে?
ঘ. তানবীন কাকে বলে?
ঙ. কুরআন মজিদের ভাষা কী?

৪. বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

- ক. আরবি হরফ কয়টি ও কী কী লেখ।
খ. নুকতা কাকে বলে? নুকতায়ুক্ত ৫টি হরফ লেখ।
গ. হরকত কাকে বলে? হরকত কয়টি উদাহরণ দাও।
ঘ. কুরআন মজিদ পড়া সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেছেন?
ঙ. জযম কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
চ. তানবীন কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
ছ. তাশদীদ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
জ. শব্দ কাকে বলে? কীভাবে শব্দ গঠন করা হয় উদাহরণ দাও।
ঝ. সূরা আল-ফাতিহা মুখস্থ বল।
ঞ. সূরা আন-নাস মুখস্থ বল।
ট. মাদ্দ কাকে বলে? মাদ্দের অক্ষর কয়টি লেখ।
ঠ. সূরা আল-ফালাক মুখস্থ বল।

অধ্যায় : চতুর্থ

কুরআন মজিদ শিক্ষা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

- ৪.১ কুরআন মজিদের পরিচয় ও তিলাওয়াতের ফজিলত জানা এবং কুরআন মজিদ শিক্ষা করা।
- ৪.২ আরবি বর্ণমালা চেনা ও পড়তে পারা।
- ৪.৩ আরবি বর্ণের নুক্তা বলতে কী বোঝায় তা জানা নুক্তাযুক্ত ও নুক্তাবিহীন বর্ণ চেনা ও বলতে পারা।
- ৪.৪ আরবি বর্ণের বিভিন্ন আকার-আকৃতি চিনতে পারা এবং পড়তে পারা।
- ৪.৫ হরকত চেনা ও এর ব্যবহার জানা।
- ৪.৬ তানবীন চেনা ও এর ব্যবহার জানা।
- ৪.৭ জযম চেনা উচ্চারণ করতে ও লিখতে পারা।
- ৪.৮ তাশদীদ চেনা, উচ্চারণ করতে ও লিখতে পারা।
- ৪.৯ আরবি শব্দ গঠন করতে, পড়তে ও লিখতে পারা।
- ৪.১০ মাদ্দ চিনতে, উচ্চারণ করতে ও পড়তে পারা।
- ৪.১১ সূরা আল-ফাতিহা বানান করে পড়তে পারা ও মুখস্থ করা এবং সালাতে পড়া।
- ৪.১২ সূরা আল-ফালাক বানান করে পড়তে পারা ও মুখস্থ করা এবং সালাতে পড়া।
- ৪.১৩ সূরা আন-নাস বানান করে পড়তে পারা ও মুখস্থ করা এবং সালাতে পড়া।

শিখনফল

- ৪.১.১ কুরআন মজিদের পরিচয়, গুরুত্ব ও তিলাওয়াতের ফজিলত বলতে পারবে।
- ৪.১.২ আত্মহের সাথে কুরআন মজিদ প্রতিদিন তিলাওয়াত করবে।
- ৪.২.১ আরবি বর্ণগুলো ভালোভাবে চিনবে।
- ৪.২.২ আরবি বর্ণগুলো শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে।
- ৪.৩.১ নুক্তা কী তা জানবে ও বলতে পারবে। নুক্তাবিহীন হরফগুলো চিনবে ও পৃথক করতে পারবে।
- ৪.৩.২ এক, দুই ও তিন নুক্তাবিশিষ্ট হরফ চিনবে এবং পৃথক করতে পারবে।
- ৪.৪.১ বিভিন্ন আকার-আকৃতির আরবি বর্ণগুলো সঠিকভাবে চিনতে, পড়তে, বলতে ও লিখতে পারবে।
- ৪.৫.১ যবর, যের ও পেশ ইত্যাদি হরকতগুলো চিনবে।
- ৪.৫.২ হরকতের চিহ্নগুলো ব্যবহার করে উচ্চারণ করতে পারবে।
- ৪.৬.১ তানবীন কাকে বলে তা চিনতে পারবে।
- ৪.৬.২ তানবীন ব্যবহার করে আরবি বর্ণমালা উচ্চারণ করতে পারবে।
- ৪.৭.১ জযম চিনতে পারবে।

- ৪.৭.২ জযমযুক্ত বর্ণ উচ্চারণ করতে পারবে।
৪.৭.৩ জযম লিখে ব্যবহার করতে পারবে।
৪.৮.১ তাশদীদ চিনতে পারবে।
৪.৮.২ তাশদীদযুক্ত বর্ণ উচ্চারণ করতে পারবে।
৪.৮.৩ তাশদীদ লিখে ব্যবহার করতে পারবে।
৪.৯.১ আরবি শব্দ চিনতে পারবে।
৪.৯.২ এক দুই তিন বর্ণের শব্দ গঠন করতে পারবে।
৪.৯.৩ আরবি শব্দ পড়তে ও লিখতে পারবে।
৪.১০.১ মাদ্দ ও মাদ্দের হরফ চিনতে পারবে।
৪.১০.২ মাদ্দযুক্ত বর্ণ ও শব্দ উচ্চারণ করতে পারবে।
৪.১১.১ সূরা আল-ফাতিহা বানান করে পড়তে এবং শুদ্ধ উচ্চারণে মুখস্থ বলতে পারবে।
৪.১১.২ সূরাটি শুদ্ধভাবে সালাতে পড়তে পারবে।
৪.১২.১ সূরা আল-ফালাকের আয়াতসংখ্যা বলতে পারবে।
৪.১২.২ সূরা আল-ফালাক বানান করে পড়তে পারবে।
৪.১২.৩ সহীহ শুদ্ধভাবে সালাতে পড়তে পারবে।
৪.১৩.১ সূরা আন্-নাসের আয়াতসংখ্যা বলতে পারবে।
৪.১৩.২ সূরা আন্-নাস বানান করে পড়তে পারবে।
৪.১৩.৩ সূরা আন্-নাস বিশুদ্ধ উচ্চারণে মুখস্থ করে সালাতে পড়তে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ১৩টি।

পাঠ-১

কুরআন মজিদ শিক্ষা

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা-৪১) কুরআন মজিদ----- লিখে আনবে।

শিখনফল :

- ৪.১.১ কুরআন মজিদের পরিচয়, গুরুত্ব ও তিলাওয়াতের ফজিলত বলতে পারবে।
৪.১.২ আত্মহের সাথে কুরআন মজিদ প্রতিদিন তিলাওয়াত করবে।

উপকরণ : সিডি/পেনড্রাইভ/মাল্টি মিডিয়া/রজিন বড় অক্ষরে লেখা কুরআন মজিদ শিক্ষা। বাস্তব কুরআন শরীফ, কুরআনের ছবি, কুরআন মজিদ সম্পর্কিত মহানবী (স)-এর বাণীর ফেস্টোন, চক/মার্কার, ডাস্টার, স্মার্টবোর্ড/ হোয়াইট বোর্ড/চক বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার ইত্যাদি পাঠসংশ্লিষ্ট উপকরণ।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- ক. আপনি ভালোভাবে আজকের পাঠের জন্য পূর্বপ্রস্তুতি নিন।
- খ. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।
- গ. নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনার মাধ্যমে আজকের পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে তৈরি করুন।
১. কুরআন মজিদ কার কালাম?
 ২. কুরআন মজিদের ভাষা কী?
 ৩. আরবি হরফ কয়টি?
- ঘ. আজকের পাঠ শিরোনাম ‘কুরআন মজিদ শিক্ষা’ বোর্ডে লিখুন এবং আপনার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের উচ্চ স্বরে ‘কুরআন মজিদ শিক্ষা’ বলতে ও তাদের খাতায় লিখতে বলুন।
- ঙ. এবার মহানবি(স)-এর বাণীটি বোর্ডে লিখুন/ফেস্টোনটি দেখান। আপনি উচ্চ স্বরে শুদ্ধ উচ্চারণে বলুন এবং আপনার সাথে দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের উচ্চ স্বরে বলতে ও খাতায় লিখতে বলুন।
- চ. অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির কৌশল হিসেবে নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠটি উপস্থাপন করুন।
১. কুরআন মজিদ কার কালাম?
 ২. কুরআন মজিদে কী কী আছে?
 ৩. কুরআন মজিদের ভাষা কী?
 ৪. আরবি হরফ কয়টি?
 ৫. আমরা কী করলে কুরআন মজিদ শিখতে পারব?
 ৬. আমরা প্রতিদিন কী করব?
 ৭. কুরআন মজিদ-সম্পর্কিত মহানবি (স)-এর বাণীটি লেখ।
- ছ. শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দিবে। তারা না পারলে আপনি তাদের সঠিক উত্তরে সহযোগিতা করুন।
- অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ব্যক্তিগত সহযোগিতায় পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।

বই সংযোগ

অন্যকার পাঠের সারমর্ম উপলব্ধি ও পাঠ্যবইয়ের সাথে সংযোগের জন্য পাঠ্যাংশটুকু শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে নীরবে পড়তে বলুন। আপনি তাদের তদারক ও শৃঙ্খলা রক্ষা করুন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীদের কুরআন শিক্ষা সম্পর্কে রাসুল (স) বাণীটি খাতায় লিখে রং করতে বলুন। আপনি ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহযোগিতা করুন।

মূল্যায়ন :

যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন, শিক্ষার্থীরা তা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন—

১. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে প্রদর্শন করুন। সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন।

ক. কুরআন মজিদ কার কালাম?

(১) রাসুলের কালাম

(২) ফেরেশতার কালাম

শিক্ষক সংস্করণ

- (৩) আল্লাহর কালাম (৪) বিজ্ঞানীদের কালাম
- খ. কুরআন মজিদের ভাষা কী?
(১) বাংলা (২) ইংরেজি
(৩) হিব্রু (৪) আরবি
- গ. আরবি অক্ষর কতটি?
(১) ১৯টি (২) ২৯টি
(৩) ৩৯টি (৪) ৪৯টি
২. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন—
ক. কুরআন মজিদ ----- কালাম।
খ. কুরআনের ভাষা -----।
গ. আরবি অক্ষর ----- টি।
ঘ. রাসুল (স) বলেছেন: “তোমাদের মধ্যে সেই -----।”
৩. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন—
ক. কুরআন মজিদ কার কালাম?
খ. আমরা প্রতিদিন কী করব?
গ. আমরা প্রত্যেক নামাযের কী তিলাওয়াত করব?
৪. প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন—
ক. কুরআন মজিদ পড়া সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেছেন?
খ. কুরআন মজিদের ফজিলত সম্পর্কে দুটি বাক্য লেখ।
গ. কুরআন মজিদের গুরুত্ব সম্পর্কে দুটি বাক্য লেখ।

পাঠ: ২

আরবি বর্ণমালা

বিষয়বস্তু: (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৪২-৪৪) বাংলা আমাদের ----- লিখবে।

শিখনফল: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- ৪.২.১ আরবি বর্ণগুলো ভালোভাবে চিনবে।
৪.২.২ আরবি বর্ণগুলো শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে।

উপকরণ : আরবি বর্ণমালার সিডি/পেনড্রাইভ/মাল্টিমিডিয়া/রঙিন বড় অক্ষরে লেখা আরবি বর্ণমালা।

চক/মারকার, ডাস্টার, স্মার্টবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড/ চকবোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- ক. আজকের পাঠটির জন্য ভালোভাবে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে আসুন।
খ. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জনের স্বাস্থ্যগত খবর নিন।

- গ. রঙিন বড় লেখা ‘আরবি বর্ণমালা’/ফোম/কাগজ কাটা বর্ণের মডেল যথাস্থানে টাঙিয়ে দিন।
- ঘ. শিক্ষার্থীদের রঙিন বর্ণগুলোর মডেল ভালোভাবে দেখতে বলুন।
- ঙ. নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনার মাধ্যমে আজকের পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে তৈরি করুন।
১. আমাদের ভাষার নাম কী?
 ২. কুরআন মজিদের ভাষা কী?
 ৩. আরবি হরফ কয়টি?
- চ. এবার পাঠ শিরোনাম ‘আরবি বর্ণমালা’ বোর্ডে লিখুন। শিক্ষার্থীদের বলতে ও লিখতে বলুন ‘আরবি বর্ণমালা’।
- ছ. এখন সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের শেখাবেন।
১. বাংলা ভাষায় মোট কয়টি অক্ষর আছে?
 ২. বাংলা ভাষা কোন দিক থেকে পড়তে হয়?
 ৩. কুরআন মজিদের ভাষা কী?
 ৪. আরবিতে মোট কয়টি অক্ষর আছে?
 ৫. আরবি ভাষা কোন দিক থেকে পড়তে হয়?
 ৬. আমরা কীভাবে হরফগুলোর সঠিক উচ্চারণ শিখব?
- ঝ. শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দিবে। তারা না পারলে আপনি তাদের সঠিক উত্তরে সহযোগিতা করুন। অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা/ব্যক্তিগত সহযোগিতায় পুনঃশিখন নিশ্চিত করুন।
- ঞ. এবার প্রথমে ‘আরবি বর্ণমালা ২৯টি’-এর (পাঠ্যপুস্তকের ১-৭টি) চার্ট দেখিয়ে প্রতিটি বর্ণের পরিচয় ও শুদ্ধ উচ্চারণ আপনি নিজে বলুন এবং শিক্ষার্থীদের আপনার উচ্চারণ অনুসরণ করে বলতে বলুন। পরে পারগ শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে চার্ট দেখে ১/২টি বর্ণের নাম ও শুদ্ধ উচ্চারণ উচ্চ স্বরে বলতে এবং অন্য সবাই তাকে অনুসরণ করে উচ্চ স্বরে বলতে বলুন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলন করান। এভাবে প্রতিটি বর্ণের নাম ও শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

আপনি আরবি বর্ণমালাগুলো সুন্দর করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর খাতার শুধু ওপরের লাইনে লিখে দিন এবং শিক্ষার্থীদের তা দেখে সুন্দর করে লিখে আগামী দিন আনতে বলুন।

মূল্যায়ন : প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করে প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

চারটি বিকল্প উত্তরসহ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন-

ক. কুরআন মজিদের ভাষা কী?

- | | |
|-----------|------------|
| (১) বাংলা | (২) ইংরেজি |
| (৩) উর্দু | (৪) আরবি |

খ. আরবি বর্ণমালা কয়টি?

- | | |
|----------|----------|
| (১) ১৯টি | (২) ২৯টি |
| (৩) ৩৯টি | (৪) ৪৯টি |

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন:

..... ا ت ج ح د ز
..... ش ض ط ظ غ

পাঠ-৩

নুক্তা

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা-৪৫) আরবি হরফের----- নুক্তা নেই।

শিখনফল : এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

৪.৩.১ নুক্তা কী তা জানবে ও বলতে পারবে। নুক্তাবিহীন হরফগুলো চিনবে ও পৃথক করতে পারবে।

৪.৩.২ এক, দুই ও তিন নুক্তাবিশিষ্ট হরফ চিনবে এবং পৃথক করতে পারবে।

উপকরণ : নুক্তার সিডি/পেনড্রাইভ/ মাল্টিমিডিয়া/রঙিন বড় অক্ষরে লেখা ‘নুক্তা’/ফোম/কাগজ কাটা নুক্তার মডেল। নুক্তাবিশিষ্ট হরফগুলোর চার্ট, চক/মারকার, ডাস্টার, স্মার্টবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড/চকবোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভালোভাবে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করুন।

খ. শিক্ষার্থীদের সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জন শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যগত ও পারিবারিক খোঁজখবর নিন।

গ. রঙিন বড় লেখা ‘নুক্তা’/ফোম/কাগজ কাটা নুক্তার মডেল যথাস্থানে সাটিয়ে দিন।

ঘ. শিক্ষার্থীদের রঙিন লেখা নুক্তা/মডেলগুলো ভালোভাবে দেখতে বলুন।

ঙ. নিচের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পূর্বজ্ঞান যাচাই ও আজকের পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে তৈরি করুন।

১. আরবি হরফ কয়টি?
২. আরবি হরফের নিচে বা ওপরে এক বা একাধিক ফোঁটা দেখা যায় এদের কী বলে?
৩. নুক্তাযুক্ত হরফ কয়টি?

চ. এবার পাঠ শিরোনাম ‘নুক্তা’ বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন ‘নুক্তা’।

ছ. অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির কৌশল হিসেবে নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠটি উপস্থাপন করুন।

১. নুক্তা কাকে বলে?
২. নুক্তাযুক্ত হরফ কয়টি?
৩. এক নুক্তাবিশিষ্ট হরফ কয়টি?
৪. এক নুক্তা ওপর এমন হরফ কয়টি?
৫. এক নুক্তা নিচে এমন হরফ কয়টি?
৬. দুই নুক্তাবিশিষ্ট হরফ কয়টি?
৭. দুই নুক্তা ওপরে এমন হরফ কয়টি?
৮. দুই নুক্তা নিচে এমন হরফ কয়টি?
৯. তিন নুক্তাবিশিষ্ট হরফ কয়টি?
১০. নুক্তাবিহীন হরফ কয়টি?

জ. এবার আরবি বর্ণের বিভিন্নরূপের চার্ট (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৪৫) প্রদর্শন করুন। চার্টটি দেখিয়ে প্রথমে আপনি বলে দিন এবং পরে শিক্ষার্থীদেরকে বলতে বলুন।

পরিকল্পিত কাজ :

ক. শিক্ষার্থীদের নুক্তাযুক্ত হরফগুলো খাতায় লিখতে ও পড়তে বলুন।

খ. শিক্ষার্থীদের নুক্তাবিহীন হরফগুলো খাতায় লিখতে ও পড়তে বলুন। আপনি পর্যবেক্ষণ ও সহযোগিতা করুন।

মূল্যায়ন :

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. চারটি বিকল্প উত্তরসহ প্রশ্ন বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন-

ক. আরবি কয়টি হরফে নুক্তা আছে?

- | | |
|----------|----------|
| (১) ২৯টি | (২) ২৫টি |
| (৩) ১৫টি | (৪) ১৪টি |

খ. আরবি কয়টি হরফে নুক্তা নাই ?

- | | |
|----------|----------|
| (১) ২৪টি | (২) ২৯টি |
| (৩) ১৫টি | (৪) ১৪টি |

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে নুক্তায়ুক্ত ও নুক্তাবিহীন বর্ণ শিক্ষার্থীদের পৃথক করতে বলুন-

ا	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز
س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	غ			
ف	ك	ق	ل	م	ن	و	ه	ء	ي	

৩. এক নুক্তাবিশিষ্ট হরফ পৃথক করে আলাদা তিনটি চার্ট তৈরি করতে বলুন।

এক নুক্তাবিশিষ্ট হরফ	দুই নুক্তাবিশিষ্ট হরফ	তিন নুক্তাবিশিষ্ট হরফ
ذ	ت	ش

পাঠ-৪

আরবি বর্ণের বিভিন্ন রূপ

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৪৬-৪৮) আরবি বর্ণগুলো ----- নিচে দেয়া হলো।

শিখনফল: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

৪.৪.১ বিভিন্ন আকার-আকৃতির আরবি বর্ণগুলো সঠিকভাবে চিনতে, পড়তে, বলতে ও লিখতে পারবে।

উপকরণ :

আরবি বর্ণের বিভিন্ন রূপের সিডি/পেনড্রাইভ/মাল্টিমিডিয়া/রঙিন বড় অক্ষরে লেখা ‘আরবি বর্ণের বিভিন্ন রূপ’ চক/মার্কার, ডাস্টার, স্মার্টবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড/চকবোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জনের স্বাস্থ্যগত অবস্থার খবর নিন।

খ. রঙিন বড় লেখা ‘আরবি বর্ণের বিভিন্ন রূপ’ কাগজ কাটা আরবি বর্ণের বিভিন্ন রূপের মডেল যথাস্থানে সাটিয়ে দিন।

গ. শিক্ষার্থীদের রঙিন লেখা নুক্তা/মডেলগুলো ভালোভাবে দেখতে বলুন।

ঘ. পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ ও মানসিক প্রস্তুতি এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন-

১. তোমরা কি আরবি হরফ লিখতে পার?

২. আরবি হরফগুলো শব্দের প্রথমে, মাঝে ও শেষে লিখতে কি একই রূপ হয়?

৩. আরবি হরফগুলো এই রূপান্তর কি তোমরা শিখতে চাও?

ঙ. এবার পাঠ শিরোনাম ‘আরবি বর্ণের বিভিন্ন রূপ’ বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে ও খাতায়

লিখতে বলুন।

চ. অতঃপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের শেখাবেন।

১. আরবি হরফ কয়টি?

২. আরবি হরফগুলো শব্দের প্রথমে, মাঝে ও শেষে লিখতে কি একই রূপ হয়?

৩. শুধু ডান হরফের সাথে মিলিয়ে লেখা যায় এমন হরফ কয়টি?

৪. উভয় দিকের হরফের সাথে যুক্ত করে লেখা যায় এমন হরফ কয়টি?

ছ. এবার আরবি বর্ণের বিভিন্ন রূপের চার্ট (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৪৬) প্রদর্শন করুন। চার্টটি দেখিয়ে প্রথমে আপনি বর্ণগুলোর রূপানুসারে দিন এবং পরে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন।

পরিকল্পিত কাজ:

উভয় দিকের হরফের সাথে যুক্ত করে লেখা যায়, এমন হরফগুলো শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে বলুন।

আপনি তাদের তদারক করুন। প্রয়োজনে দুর্বলদের সহযোগিতা করুন।

মূল্যায়ন

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

চারটি বিকল্প উত্তরসহ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন-

ক. শুধু ডান হরফের সাথে মিলিয়ে লেখা যায় এমন হরফ কয়টি?

(১) ১৯টি

(২) ২৬টি

(৩) ৬টি

(৪) ৯টি

খ. উভয় দিকের হরফের সাথে যুক্ত করে লেখা যায় এমন হরফ কয়টি?

(১) ১৩টি

(২) ২৬টি

(৩) ১৬টি

(৪) ২৩টি

২. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. শুধু ডান হরফের সাথে মিলিয়ে লেখা যায় এমন ৩টি হরফের নাম বল।

খ. উভয় দিকের হরফের সাথে যুক্ত করে লেখা যায় এমন ৩টি হরফের নাম বল।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. শুধু ডান হরফের সাথে মিলিয়ে লেখা যায় এমন হরফ কয়টি ও কী কী? লেখ।

খ. উভয় দিকের হরফের সাথে যুক্ত করে লেখা যায় এমন হরফ কয়টি ও কী কী? লেখ।

পাঠ: ৫

হরকত

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৪৯-৫১) আমরা বাংলা----- খাতায় লিখবে।

শিখনফল : এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

৪.৫.১ যবর, যের ও পেশ ইত্যাদি হরকতগুলো চিনবে।

৪.৫.২ হরকতের চিহ্নগুলো ব্যবহার করে উচ্চারণ করতে পারবে।

উপকরণ :

হরকতের সিডি/পেনড্রাইভ/মাল্টিমিডিয়া/রঙিন বড় অক্ষরে লেখা “হরকত” এবং এক যবর(́), এক যের (̀), এক পেশ (͂)কে হরকত বলে। হরকত ৩টি। যবর (́) যের (̀) পেশ (͂) /কাগজ কাটা মডেল, চক/মার্কার, ডাস্টার, স্মার্টবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড/চকবোর্ড, নির্দেশিকা কার্টি/পয়েন্টার।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. রঙিন অক্ষরে লেখা চার্ট/কাগজ/ফোম কাটা মডেল যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন।

গ. চার্ট/মডেল ভালোভাবে দেখতে বলুন।

ঘ. পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ এবং পূর্বজ্ঞান যাচাই ও মানসিক প্রস্তুতির জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন -

১. হরকত কাকে বলে?

২. হরকত কয়টি?

৩. হরকত তিনটি কী কী?

ঙ. এবার পাঠ শিরোনাম “হরকত” বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে ও বলতে বলুন “হরকত”।

চ. এখন প্রথমে পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৪৯-৫১-এর চার্ট দেখিয়ে প্রতিটি হরকতের পরিচয় ও শুদ্ধ উচ্চারণ আপনি নিজে বলুন। শিক্ষার্থীদের আপনার উচ্চারণ অনুসরণ করে বলতে বলুন। পরে পারগ শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে চার্ট দেখে প্রতিটি হরকতের নাম ও শুদ্ধ উচ্চারণ উচ্চ স্বরে বলতে বলুন। অন্য সবাই তাকে অনুসরণ করে উচ্চ স্বরে বলতে বলুন। এভাবে কয়েকবার অণুশীলনের মাধ্যমে প্রতিটি হরকতের চিহ্ন, নাম ও শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা দিন।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকে হরকতগুলোর চিহ্ন ও নাম খাতায় লিখতে বলুন।

মূল্যায়ন : প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

চারটি বিকল্প উত্তরসহ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন-

ক. যবর চিহ্ন কোনটি ?

(১) (͂)

(২) (́)

(৩) (̀)

(৪) (͂)

খ. যের চিহ্ন কোনটি ?

(১) ($\frac{^{\circ}}{_}$)

(২) °

(৩) ($\frac{_}{_}$)

(৪) ($\frac{_}{^{\circ}}$)

২. শূন্যস্থানে কী বসবে বলতে বলুন-

ক. হরফের ওপর যবর $\frac{_}{_}$ দিলে----- হবে।

খ. হরফের ওপর পেশ $\frac{^{\circ}}{_}$ দিলে----- হবে।

গ. হরফের নিচে যের $\frac{_}{_}$ দিলে----- হবে।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. হরকত কাকে বলে?

খ. হরকত কয়টি ও কী কী?

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. হরকতের বাংলা উচ্চারণ কেমন হয়?

খ. প্রত্যেকে হরকতগুলোর চিহ্ন ও নাম খাতায় লেখ।

গ. হরকত কয়টি ও কী কী? প্রতিটির উদাহরণ দাও।

পাঠ : ৬

তানবীন (تنوين)

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৫২-৫৩) মিম দুই যবর ----- চার্ট পড় ও লেখ।

শিখনফল : এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

৪.৬.১ তানবীন কাকে বলে তা চিনতে পারবে।

৪.৬.২ তানবীন ব্যবহার করে আরবি বর্ণমালা উচ্চারণ করতে পারবে।

উপকরণ :

সিডি/পেনড্রাইভ/মাল্টিমিডিয়া/রঙিন বড় অক্ষরে লেখা “তানবীন” এবং রঙিন অক্ষরে লেখা দুই যবর ($\frac{_}{_}$), দুই যের($\frac{_}{_}$) , দুই পেশ ($\frac{^{\circ}}{_}$)কে তানবীন বলে। কাগজ/ফোম কাটা তানবীনের মডেল। চক/মার্কার, ডাস্টার, স্মার্টবোর্ড/ হোয়াইট বোর্ড/ চকবোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার ও পাঠসংশ্লিষ্ট উপকরণ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. রঙিন অক্ষরে লেখা চার্ট/কাগজ/ফোম কাটা মডেল যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন।

গ. শিক্ষার্থীদের চার্ট/মডেল ভালোভাবে দেখতে বলুন।

- ঘ. অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির কৌশল হিসেবে নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠটি উপস্থাপন করুন।
১. তান্বীন কাকে বলে?
 ২. তান্বীন কয়টি?
 ৩. তান্বীন তিনটি কী কী?
- ঙ. এবার পাঠ শিরোনাম “তান্বীন” বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন “তান্বীন”।
- চ. এখন প্রথমে পাঠ্যবই পৃঃ ৫২-৫৩ এর চার্ট দেখিয়ে প্রতিটি হরকতের পরিচয় ও শুদ্ধ উচ্চারণ আপনি নিজে বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের আপনার উচ্চারণ অনুসরণ করে বলতে বলুন। পরে পারগ শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে চার্ট দেখে প্রতিটি হরকতের নাম ও শুদ্ধ উচ্চারণ উচ্চ স্বরে বলতে এবং অন্য সবাই তাকে অনুসরণ করে উচ্চ স্বরে বলতে বলুন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলনের মাধ্যমে প্রতিটি হরকতের নাম ও শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকে তান্বীনগুলোর চিহ্ন ও নাম খাতায় লিখতে বলুন। আপনি তাদের কাজ পরিদর্শন করুন। প্রয়োজনে তাদের সাহায্য করুন।

মূল্যায়ন

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করে প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

চারটি বিকল্প উত্তরসহ প্রশ্ন বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন-

ক. দুই যবর চিহ্ন কোনটি?

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (১) (<u> </u>) | (২) (<u> </u>) |
| (৩) (<u> </u>) | (৪) (<u> </u>) |

খ. দুই যের চিহ্ন কোনটি?

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (১) (<u> </u>) | (২) , |
| (৩) (<u> </u>) | (৪) (<u> </u>) |

২. শূন্যস্থানে কী বসবে বলতে বলুন-

- ক. মিম দুই যবর ----- হবে।
- খ. মিম দুই পেশ ----- হবে।
- গ. মিম দুই যের ----- হবে।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

- ক. তান্বীন কাকে বলে?
- খ. তান্বীন কয়টি ও কী কী?

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

- ক. তানবীরের বাংলা উচ্চারণ কেমন হয়?
- গ. প্রত্যেকে তানবীরগুলোর চিহ্ন ও নাম খাতায় লেখ।
- ঘ. তানবীর কয়টি ও কী কী? প্রতিটির উদাহরণ দাও।

পাঠ : ৭

জয়ম

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৫৩-৫৪) আরবিতে এমন ----- খাতায় লিখবে।

শিখনফল : এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

- ৪.৭.১ জয়ম চিনতে পারবে।
- ৪.৭.২ জয়মযুক্ত বর্ণ উচ্চারণ করতে পারবে।
- ৪.৭.৩ জয়ম লিখে ব্যবহার করতে পারবে।

উপকরণ :

জয়ম-এর সিডি/পেনড্রাইভ/মাল্টিমিডিয়া/রঙিন বড় অক্ষরে লেখা “জয়ম” এবং কাগজ কাটা জয়মের মডেল। চক/মার্কার, ডাস্টার, স্মার্টবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড/চকবোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জনের স্বাস্থ্যগত খবর নিন।
- খ. রঙিন অক্ষরে লেখা “জয়ম”/কাগজ কাটা মডেল যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন।
- গ. শিক্ষার্থীদের “জয়ম”/মডেল ভালোভাবে দেখতে বলুন।
- ঘ. পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ ও মানসিক প্রস্তুতির জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন -
 - ১. আরবি বর্ণের ওপর ছাতার মতো চিহ্ন দেখা যায়, এ চিহ্নটির নাম কী?
 - ঙ. এবার পাঠ শিরোনাম “জয়ম” বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে ও খাতায় লিখতে বলুন।
 - চ. অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির কৌশল হিসেবে নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠটি উপস্থাপন করুন।
 - ১. জয়ম কাকে বলে?
 - ২. জয়মের আর এক নাম কী?
 - ৩. জয়ম হরফের কোথায় বসে?
 - ৪. জয়ম কীভাবে উচ্চারিত হয়?

৬. এখন চার্ট দেখিয়ে জয়মের শুদ্ধ উচ্চারণ আপনি নিজে বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের আপনার উচ্চারণ অনুসরণ করে বলতে বলুন। পরে পারগ শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে চার্ট দেখে শুদ্ধ উচ্চারণ উচ্চ স্বরে বলতে বলুন। অন্য সবাই তাকে অনুসরণ করে উচ্চ স্বরে বলতে বলুন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলনের মাধ্যমে জয়মের চিহ্ন ও শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা দিন।

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকে জয়মযুক্ত পাঁচটি শব্দ সুন্দর করে খাতায় লিখতে বলুন। আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে বুঝিয়ে দিন। সহযোগিতা করুন।

মূল্যায়ন : প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

চারটি বিকল্প উত্তরসহ প্রশ্ন বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন-

ক. জয়ম চিহ্ন কোনটি?

(১) ($\overset{\circ}{\text{—}}$)

(২) ($\overset{\wedge}{\text{—}}$)

(৩) ($\overset{\text{—}}{\text{—}}$)

(৪) ($\overset{\text{—}}{\text{—}}$)

খ. জয়মযুক্ত হরফ কোনটি?

(১) $\overset{\circ}{\text{ম}}$

(২) $\overset{\circ}{\text{ম}}$

(৩) $\overset{\wedge}{\text{ম}}$

(৪) $\overset{\wedge}{\text{ম}}$

২. শূন্যস্থানে কী বসবে বলতে বলুন-

ক. মিম নুন যবর = ----- ।

খ. মিম নুন পেশ = ----- ।

গ. মিম নুন যের = ----- ।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. জয়মের আর এক নাম কী?

খ. জয়ম হরফের কোথায় বসে?

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. জয়ম কাকে বলে?

খ. জয়মযুক্ত হরফ কীভাবে উচ্চারিত হয়?

গ. জয়ম ব্যবহার করে পাঁচটি শব্দ গঠন কর।

পাঠ : ৮

তাশদীদ (৯)

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৫৪-৫৫) বাংলা ভাষায়-----খাতায় লিখবে।

শিখনফল : এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

৪.৮.১ তাশদীদ চিনতে পারবে।

৪.৮.২ তাশদীদযুক্ত বর্ণ উচ্চারণ করতে পারবে।

৪.৮.৩ তাশদীদ লিখে ব্যবহার করতে পারবে।

উপকরণ

সিডি/পেনড্রাইভ/মাল্টিমিডিয়া/রঙিন বড় অক্ষরে লেখা “তাশদীদ” এবং কাগজ কাটা তাশদীদের মডেল।
চক/ মার্কার, ডাস্টার, স্মার্টবোর্ড/ হোয়াইট বোর্ড/ চকবোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. রঙিন অক্ষরে লেখা “তাশদীদ”/কাগজ/ফোম কাটা মডেল যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন।

গ. শিক্ষার্থীদের “তাশদীদ”/মডেল ভালোভাবে দেখতে বলুন।

ঘ. পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ ও মানসিক প্রস্তুতির জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন -

১. আরবি শব্দের বর্ণের ওপর তিন দাঁতের মতো এশটি চিহ্ন দেখা যায়, এর নাম কী?

ঙ. এবার পাঠ শিরোনাম “তাশদীদ” বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন “তাশদীদ”।

চ. প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ পরিচালনা করুন -

১. তাশদীদ কাকে বলে?

২. তাশদীদ হরফের কোথায় বসে?

৩. তাশদীদ দেখতে কেমন?

৪. তাশদীদ কীভাবে উচ্চারিত হয়?

ছ. এখন পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ৫৪-৫৫-এর চার্ট দেখিয়ে তাশদীদের শুদ্ধ উচ্চারণ আপনি নিজে বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের আপনার উচ্চারণ অনুসরণ করে বলতে বলুন। পরে পারগ শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে চার্ট দেখে শুদ্ধ উচ্চারণ উচ্চ স্বরে বলতে এবং অন্য সবাই তাকে অনুসরণ করে উচ্চ স্বরে বলতে বলুন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলনের মাধ্যমে তাশদীদের শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ:

শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকে তাশদীদযুক্ত পাঁচটি শব্দ সুন্দর করে খাতায় লিখতে বলুন এবং আপনি তাদের কাজ

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

চারটি বিকল্প উত্তরসহ প্রশ্ন বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন-

ক. তাশদীদ কোনটি?

- (১) (ِ) (২) (^)
(৩) (_) (৪) (---)

খ. তাশদীদযুক্ত হরফ কোনটি?

- (১) اِ (২) اُ
(৩) اَ (৪) اء

২. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. তাশদীদ হরফের কোথায় বসে?

খ. তাশদীদযুক্ত হরফ কীভাবে উচ্চারিত হয়?

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. তাশদীদ কাকে বলে?

খ. তাশদীদ ব্যবহার করে পাঁচটি শব্দ গঠন কর।

পাঠ : ৯

শব্দ গঠন

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৫৫-৫৬) বই একটি শব্দ----- পড় ও লেখ।

শিখনফল: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

৪.৯.১ আরবি শব্দ চিনতে পারবে।

৪.৯.২ এক, দুই, তিন বর্ণের শব্দ গঠন করতে পারবে।

৪.৯.৩ আরবি শব্দ পড়তে ও লিখতে পারবে।

উপকরণ

শিক্ষক সংস্করণ, আরবি শব্দ গঠনের সিডি/পেনড্রাইভ/মাল্টিমিডিয়া/ রঙিন বড় অক্ষরে লেখা “শব্দ গঠন”।

চক/মার্কার, ডাস্টার, স্মার্টবোর্ড/ হোয়াইট বোর্ড/ চকবোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

ক. ভালোভাবে পাঠের প্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. রঙিন অক্ষরে লেখা “শব্দ গঠন”/কাগজ কাটা মডেল যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন।

গ. শিক্ষার্থীদের “শব্দ গঠন”/ মডেল ভালোভাবে দেখতে বলুন।

ঘ. পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ, পূর্বজ্ঞান যাচাই ও মানসিক প্রস্তুতির জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন -

১. শব্দ কাকে বলে?

২. শব্দ কীভাবে গঠিত হয়?

ঙ. এবার পাঠ শিরোনাম “শব্দ গঠন” বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে ও খাতায় লিখতে বলুন “শব্দ গঠন”।

চ. এখন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ পরিচালনা করুন -

১. শব্দ কাকে বলে?

২. শব্দ কীভাবে গঠিত হয়?

৩. শব্দকে আরবিতে কী বলা হয়?

ছ. এখন পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-৫৬-এর চার্ট দেখিয়ে তা শুদ্ধ উচ্চারণে আপনি নিজে পড়বেন এবং শিক্ষার্থীদের আপনার উচ্চারণ অনুসরণ করে পড়তে বলুন। পরে পারগ শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে চার্ট দেখে শুদ্ধ উচ্চারণ উচ্চ স্বরে পড়তে এবং অন্য সবাই তাকে অনুসরণ করে উচ্চ স্বরে বলতে বলুন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলনের মাধ্যমে শব্দ গঠন শিক্ষা দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ :

শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকে পাঁচটি শব্দ সুন্দর করে খাতায় লিখতে বলুন এবং আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। তারা না পারলে আপনি সাহায্য করুন।

মূল্যায়ন :

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

চারটি বিকল্প উত্তরসহ প্রশ্ন বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন-

ক. শব্দ কোনটি?

(১) ل

(২) (ا)

(৩) (ـ) ()

(৪) اَمَّ

২. শূন্যস্থানে কী হবে বলতে বলুন-

ক. ----- = م + ل + ق

খ. ----- = ح + ل + م

গ. ----- = ر + ب + ل + ا

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. শব্দ কীভাবে গঠিত হয়?

খ. শব্দকে আরবিতে কী বলা হয়?

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

(ক) তাশদীদ ব্যবহার পাঁচটি শব্দ গঠন কর।

মাদ্দের হরফ

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৫৭) আরবি শব্দের -----খাতায় লিখবে।

শিখনফল: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

৪.১০.১ মাদ্দ ও মাদ্দের হরফ চিনতে পারবে।

৪.১০.২ মাদ্দমুক্ত বর্ণ ও শব্দ উচ্চারণ করতে পারবে।

উপকরণ

শিক্ষক সংস্করণ, সিডি/ পেনড্রাইভ/মাল্টিমিডিয়া/ রঙিন বড় অক্ষরে লেখা “মাদ্দের হরফ” এবং কাগজ/ ফোম কাটা বিভিন্ন রকমের মাদ্দের মডেল। চক/ মার্কার, ডাস্টার, স্মার্টবোর্ড/ হোয়াইট বোর্ড/ চকবোর্ড, নির্দেশিকা কার্টি/ পয়েন্টার।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।
- খ. রঙিন অক্ষরে লেখা “মাদ্দের হরফ”/কাগজ কাটা মডেল যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন।
- গ. শিক্ষার্থীদের “মাদ্দের হরফ”/মডেল ভালোভাবে দেখতে বলুন।
- ঘ. পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ, পূর্বজ্ঞান যাচাই ও মানসিক প্রস্তুতির জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন -

১. আরবি হরফ টেনে দীর্ঘ করে পড়াকে কী বলে?

২. মাদ্দের হরফ কয়টি?

ঙ. এবার পাঠ শিরোনাম “মাদ্দের হরফ” বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন “মাদ্দের হরফ”।

চ. এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ পরিচালনা করুন -

১. মাদ্দ কাকে বলে?

২. মাদ্দের হরফ কয়টি?

ছ. এখন পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-৫৭-এর চার্ট দেখিয়ে তা শুদ্ধ উচ্চারণে আপনি নিজে পড়বেন এবং শিক্ষার্থীদের আপনার উচ্চারণ অনুসরণ করে পড়তে বলুন। পরে পারগ শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে চার্ট দেখে শুদ্ধ উচ্চারণ উচ্চ স্বরে পড়তে এবং অন্য সবাই তাকে অনুসরণ করে উচ্চ স্বরে বলতে বলুন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলনের মাধ্যমে ‘মাদ্দের হরফ’ শিক্ষা দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ :

শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকে মাদ্দযুক্ত পাঁচটি শব্দ সুন্দর করে খাতায় লিখতে বলুন এবং আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। তারা না পারলে আপনি সাহায্য করুন।

মূল্যায়ন : প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

চারটি বিকল্প উত্তরসহ প্রশ্ন বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন-

ক. মাদ্দের হরফ কোনটি?

(১) ۛ

(২) ۛ

(৩) (—)

(৪) ۛ

খ. মাদ্দের হরফ কয়টি?

(১) ১টি

(২) ২টি

(৩) ৩টি

(৪) ৪টি

২. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. মাদ্দের হরফ কয়টি?

খ. মাদ্দের হরফগুলো কী কী?

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণনামূলক উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. মাদ্দের হরফ কীভাবে পড়তে হয়?

খ. মাদ্দের হরফ ব্যবহার করে পাঁচটি শব্দ গঠন কর।

পাঠ : ১১

সূরা ফাতিহা

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৫৮) ‘সূরা ফাতিহা’----- পথদ্রষ্ট।

শিখনফল : এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

৪.১১.১ ‘সূরা ফাতিহা’ শুদ্ধ উচ্চারণ ও বানানসহ মুখস্থ বলতে পারবে।

৪.১১.২ তারা সহীহ শুদ্ধভাবে ‘সূরা ফাতিহা’ সালাতে পড়তে পারবে।

উপকরণ

সিডি/ পেনড্রাইভ/মাল্টিমিডিয়া/ রঙিন বড় অক্ষরে লেখা ‘সূরা ফাতিহা’। চক/মার্কার, ডাস্টার, স্মার্টবোর্ড/ হোয়াইট বোর্ড/ চকবোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সালাম ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জনের ব্যক্তিগত খবর নিন।

খ. সূরা ফাতিহার সিডি/রঙিন অক্ষরে লেখা ‘সূরা ফাতিহা’/ফোমে লেখা মডেলটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন।

গ. এবার পাঠ শিরোনাম ‘সূরা ফাতিহা’ বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন ‘সূরা ফাতিহা’।

ঘ. অতঃপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু শিশুদের সামনে উপস্থাপন করুন।

১. ‘ফাতিহা’ অর্থ কী?
২. সূরা আল-ফাতিহার আয়াতসংখ্যা কত?
৩. সূরা ফাতিহা কোথায় নাজিল হয়?
৪. কোন সূরা না পড়লে নামাজ হয় না?
৫. সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াত মুখস্থ বল।

ঙ. প্রতিটি আয়াত প্রথমে আপনি শুদ্ধ উচ্চারণে একবার তিলাওয়াত করুন। তাদের আপনার উচ্চারণ অনুসরণ করে উচ্চ স্বরে পড়তে বলুন। শিক্ষার্থীদের ৪/৫টি দলে ভাগ করে প্রতিটি দলে একজন দলনেতা ঠিক করুন। প্রত্যেক দলনেতাকে এক একটি লাইন উচ্চ স্বরে পড়তে এবং অন্য সবাইকে দলনেতাকে অনুসরণ করে উচ্চ স্বরে পড়তে বলুন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ‘সূরা ফাতিহা’ মুখস্থ করাবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- ক. শিক্ষার্থীদের ‘সূরা ফাতিহা’ মুখস্থ বলতে বলুন।
- খ. শিক্ষার্থীদের ‘সূরা ফাতিহা’ বাংলায় মুখস্থ লিখতে বলুন।

মূল্যায়ন : প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিখন অর্জন মান পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. সূরা ফাতিহার আয়াতসংখ্যা কত?

- | | |
|---------|---------|
| (১) ৯টি | (২) ৭টি |
| (৩) ৫টি | (৪) ৩টি |

খ. কোন সূরা না পড়লে নামাজ হয় না?

- | | |
|------------------|-----------------|
| (১) সূরা ইয়াসীন | (২) সূরা ইখলাস |
| (৩) সূরা কাউসার | (৪) সূরা ফাতিহা |

২. ডান পাশের বাক্যাংশের সাথে বাম পাশের সঠিক বাক্যাংশ মিলাতে বলুন-

ক. আল্‌হাম্দুলিল্লাহি	ইয়্যাকা নাস্তাদীন।
খ. আররাহমানির	মিদ্দিন।
গ. মালিকি ইয়াও	মুস্তাকীম।
ঘ. ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া	রাহীম।
ঙ. ইহুদিনাস্ সিরাত্বাল	আন্ আম্তা
	রাব্বিল আলামিন।

৩. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন:

ক. আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল -----।

- খ. মালিকি----- ।
গ. ইহদিনাস সিরাতাল ----- ।
ঘ. সিরাতাল লায়ীনা ----- ।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

- ক. সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াত মুখস্থ বল ।
খ. সূরা ফাতিহার শেষ দুই আয়াত মুখস্থ বল ।

পাঠ : ১২

সূরা ফালাক

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৫৯) আয়াত-৫----- হিংসা করে ।

শিখনফল: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

- ৪.১২.১ সূরা ফালাকের আয়াতসংখ্যা বলতে পারবে ।
৪.১২.২ সূরা ফালাক বানান করে পড়তে পারবে ।
৪.১২.৩. বিস্মৃদ্ধ উচ্চারণে মুখস্থ করে সালাতে পড়তে পারবে ।

উপকরণ

সূরা ফালাকের সিডি/পেনড্রাইভ/মাল্টিমিডিয়া/ রঙিন বড় অক্ষরে লেখা ‘সূরা-ফালাক’ । চক/মার্কার, ডাস্টার, স্মার্টবোর্ড/ হোয়াইট বোর্ড/ চকবোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার ।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সালাম ও কুশল বিনিময় করুন । ১/২ জনের ব্যক্তিগত খবর নিন ।
ঙ. সূরা ফালাকের সিডি/ রঙিন অক্ষরে লেখা ‘সূরা ফালাক’/ফোমে লেখা মডেলটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন ।
চ. এবার পাঠ শিরোনাম ‘সূরা ফালাক’ বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন ‘সূরা ফালাক’ ।
অতঃপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু শিশুদের সামনে উপস্থাপন করুন ।
১. ‘ফালাক’ অর্থ কী?
২. সূরা ফালাকের আয়াতসংখ্যা কত?
৩. সূরা ফালাক কোথায় নাজিল হয়?
৪. সূরা ফালাকের প্রথম আয়াত মুখস্থ বল ।
চ. প্রতিটি আয়াত প্রথমে আপনি শুদ্ধ উচ্চারণে একবার তিলাওয়াত করুন । শিক্ষার্থীদের আপনার উচ্চারণ অনুসরণ করে উচ্চ স্বরে পড়তে বলুন । শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে প্রতিটি দলে একজন দলনেতা ঠিক করুন । প্রত্যেক দলনেতাকে এক একটি আয়াত উচ্চ স্বরে পড়তে এবং অন্য সবাই

দলনেতাকে অনুসরণ করে উচ্চ স্বরে পড়তে বলুন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ‘সূরা ফালাক’ মুখস্থ করবে।

পরিকল্পিত কাজ

ক. শিক্ষার্থীদের ‘সূরা ফালাক’ মুখস্থ বলতে বলুন।

খ. শিক্ষার্থীদের ‘সূরা ফালাক’ বাংলায় মুখস্থ লিখতে বলুন।

মূল্যায়ন : প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করে প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তি প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. সূরা ফালাকের আয়াতসংখ্যা কত?

(১) ৩টি

(২) ৫টি

(৩) ৭টি

(৪) ৯টি

খ. সূরা ফালাক কোথায় নাযিল হয়?

(১) মক্কায়

(২) মাদিনায়

(৩) বসরায়

(৪) জেদ্দায়

২. ডান পাশের বাক্যাংশের সাথে বাম পাশের সঠিক বাক্যাংশ মিলাতে বলুন-

ক. কুল আউযু	নাফফাসাতি ফিল উকাদ।
খ. মিন্ শাররি	ইয়া ওয়াকাব।
গ. ওয়া মিন্ শাররি গাসিকিন	হাসিদিন ইয়া হাসাদ।
ঘ. ওয়া মিন্ শাররিন্	মা খালাক।
ঙ. ওয়া মিন্ শাররি	বিরাব্বিল ফালাক।

৩. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন:

ক. কুল আউযু বিরাব্বিল -----।

খ. মিন্ শাররি মা -----।

গ. ওয়া মিন্ শাররি গাসিকিন ইয়া -----।

ঘ. ওয়া মিন্ শাররিন্ নাফফাসাতি ফিল -----।

ঙ. ওয়া মিন্ শাররি হাসিদিন ইয়া -----।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. সূরা ফালাকের প্রথম আয়াত মুখস্থ বল।

খ. সূরা ফালাকের শেষ দুই আয়াত মুখস্থ বল।

গ. সূরা ফালাক সম্পূর্ণ মুখস্থ বল।

পাঠ : ১৩

সূরা নাস্

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৬০) আয়াত-৬----- লিখবে।

শিখনফল: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

৪.১৩.১ সূরা নাসের আয়াতসংখ্যা বলতে পারবে।

৪.১৩.২ সূরা নাস্ বানান করে পড়তে পারবে।

৪.১৩.৩ সূরা নাস্ বিশুদ্ধ উচ্চারণে মুখস্থ করে সালাতে পড়তে পারবে।

উপকরণ

সূরা নাসের সিডি/পেনড্রাইভ/মাল্টিমিডিয়া/ রঙিন বড় অক্ষরে লেখা ‘সূরা-নাস্’। চক/মার্কার, ডাস্টার, স্মার্টবোর্ড/ হোয়াইট বোর্ড/ চকবোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. সূরা নাসের সিডি/পেনড্রাইভ/ রঙিন অক্ষরে লেখা ‘সূরা নাস্’/ফোমে লেখা মডেলটি যথাস্থানে ব্যবহার করুন।

গ. এবার পাঠ শিরোনাম ‘সূরা নাস্’ বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন ‘সূরা নাস্’।

ঘ. অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির কৌশল হিসেবে সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু শিশুদের সামনে উপস্থাপন করুন।

১. কুরআন মাজীদেব শেষ সূরাটির নাম কী?

২. ‘নাস্’ অর্থ কী?

৩. সূরা নাসের আয়াতসংখ্যা কত?

৪. সূরা নাস্ কোথায় নাজিল হয়?

৫. সূরা নাসের প্রথম আয়াত মুখস্থ বল।

৬. সূরা নাস মুখস্থ বল।

চ. প্রতিটি আয়াত প্রথমে আপনি শুদ্ধ উচ্চারণে একবার তিলাওয়াত করুন। শিক্ষার্থীদের আপনার উচ্চারণ অনুসরণ করে উচ্চ স্বরে পড়তে বলুন। শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে প্রতিটি দলে একজন দলনেতা ঠিক করুন। প্রত্যেক দলনেতাকে এক একটি আয়াত উচ্চ স্বরে পড়তে এবং অন্য সবাই দলনেতাকে অনুসরণ করে উচ্চ স্বরে পড়তে বলুন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ‘সূরা নাস্’ মুখস্থ করাবেন।

পরিকল্পিত কাজ

ক. শিক্ষার্থীদের ‘সূরা নাস্’ মুখস্থ বলতে বলুন।

খ. শিক্ষার্থীদের ‘সূরা নাস্’ বাংলায় মুখস্থ লিখতে বলুন।

মূল্যায়ন : প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করে প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. সূরা আন-নাসের আয়াতসংখ্যা কত?

- | | |
|---------|---------|
| (১) ২টি | (২) ৪টি |
| (৩) ৬টি | (৪) ৮টি |

খ. সূরা নাস কোথায় নাজিল হয়?

- | | |
|--------------|--------------|
| (১) জেদ্দায় | (২) মাদিনায় |
| (৩) বসরায় | (৪) মক্কায় |

২. ডান পাশের বাক্যাংশের সাথে বাম পাশের সঠিক বাক্যাংশ মেলাতে বলুন-

ক. কুল আউযু	খান্নাস।
খ. মালিকিন্	ফী সুদুরিন্ নাস।
গ. মিন্ শাররিল ওয়াসুওয়াসিল	ওয়ান্নাস।
ঘ. আল্লাযী ইউওয়াসবিসু	নাস।
ঙ. মিন্ জিন্নাতি	বিরাব্বিন নাস।

৩. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন:

- ক. কুল আউযু বিরাব্বিন ----- ।
- খ. মালিকিন্ ----- ।
- গ. ইলাহিন্ ----- ।
- ঘ. মিন্ শাররিল্ ----- খান্ নাস্ ।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

- ক. সূরা নাসের প্রথম আয়াত মুখস্থ বল ।
- খ. সূরা নাসের ৩য় আয়াত মুখস্থ বল ।
- গ. সূরা নাসের শেষ দুই আয়াত মুখস্থ বল ।
- ঘ. সূরা নাস পূর্ণ মুখস্থ বল ।

পঞ্চম অধ্যায়

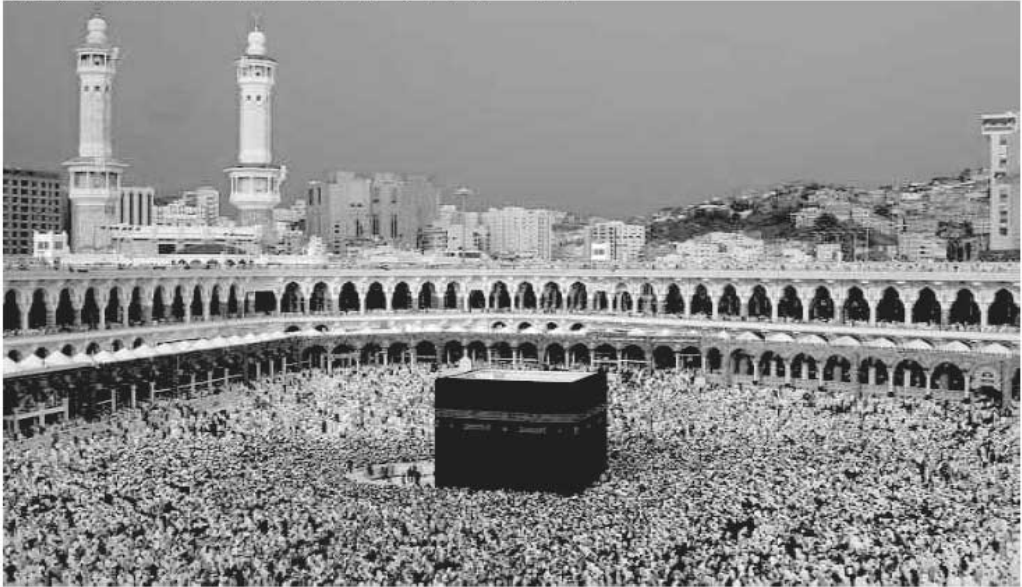
নবি-রাসুল (স)

আল্লাহ তায়ালা এ পৃথিবীতে অনেক নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে ভালো কাজের আদেশ করতেন। মন্দ কাজ করতে নিষেধ করতেন। যাঁদের নিকট আসমানি কিতাব এসেছে তাঁরা হলেন রাসুল। যাঁদের নিকট আসমানি কিতাব আসেনি, তাঁরা হলেন নবি। এই পৃথিবীর প্রথম মানুষ হযরত আদম (আলাইহিস সালাম)। তিনিই প্রথম নবি। সর্বশেষ নবি ও রাসুল হলেন আমাদের প্রিয় মহানবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

মহানবি (স)

মহানবি (স) আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। তিনি ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ভালো মানুষ। তোমরা কি জান তাঁর নাম কী?

তাঁর নাম হযরত মুহাম্মদ (স)। তিনি কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আব্বার নাম আবদুল্লাহ। আন্নার নাম আমিনা। দাদার নাম আবদুল মুত্তালিব। তোমরা আরব দেশের নাম শুনছ? আমাদের দেশ থেকে বহু পশ্চিমে আরব দেশ। মরুভূমির দেশ। চারদিকে কেবল বালু আর বালু। সেই দেশের একটি প্রসিদ্ধ শহর মক্কা মুয়াজ্জমা। এখানেই অবস্থিত পবিত্র কাবাঘর। সেখানে হাজ্জিগণ হজ্জ করতে যান।



পবিত্র কাবাঘর

এ শহরেই ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে আরবি রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার আমাদের প্রিয় মহানবি মুহাম্মদ (স)-এর জন্ম হয়। জন্মের আগেই তাঁর আব্বা ইন্তিকাল করেন। জন্মের পর আম্মা ছাড়াও একজন ধাত্রীমাতা তাঁকে দুধ পান করান। তিনি তাঁকে লালন-পালন করেন।

তোমরা কি জান এই দুধমার নাম কী? তিনি হলেন বনু সাআদ গোত্রের হালিমা। তিনি অত্যন্ত আদর-যত্নের সাথে তাঁকে নিজের বুকের দুধ পান করান। তাই হালিমা হলেন আমাদের মহানবি (স)-এর দুধমা।

মহানবি (স)-এর বয়স যখন ছয় বছর, তখন তাঁর মা ইন্তিকাল করেন। তখন দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আট বছর বয়সে দাদার ইন্তিকাল হয়ে গেলে চাচা আবু তালিব অতি যত্নের সাথে তাঁকে লালন-পালন করেন।

মহানবি (স) ছোটবেলা থেকেই খুব শান্তশিষ্ট ছিলেন। কোনো দিন কারও সাথে মারামারি করতেন না। কাউকেও গালি দিতেন না। সবাই তাঁকে ভালোবাসত। তিনিও সবাইকে ভালোবাসতেন। দুঃখী মানুষের কষ্ট দূর করতেন। সত্য ছাড়া কখনো মিথ্যা বলতেন না। কথা দিয়ে কথা রাখতেন। সবাই তাঁকে বিশ্বাস করত। তাই তাঁকে ‘আল-আমীন’ বলে ডাকত। আল-আমীন মানে পরম বিশ্বস্ত। তিনি সবার নিকট খুবই বিশ্বস্ত ছিলেন।

আরব দেশে সে যুগের লোকেরা ছিল খুবই খারাপ। তারা নিজেরা মারামারি করত। চুরি-ডাকাতি করত। রাস্তায় চলাচলকারী লোকদের টাকা-পয়সা কেড়ে নিত। গরিব-দুঃখী, ইয়াতীম ও দুর্বল মানুষকে কষ্ট দিত। এক আল্লাহকে মানত না। আল্লাহর সাথে শরিক করত। বহু দেব-দেবীর পূজা করত।

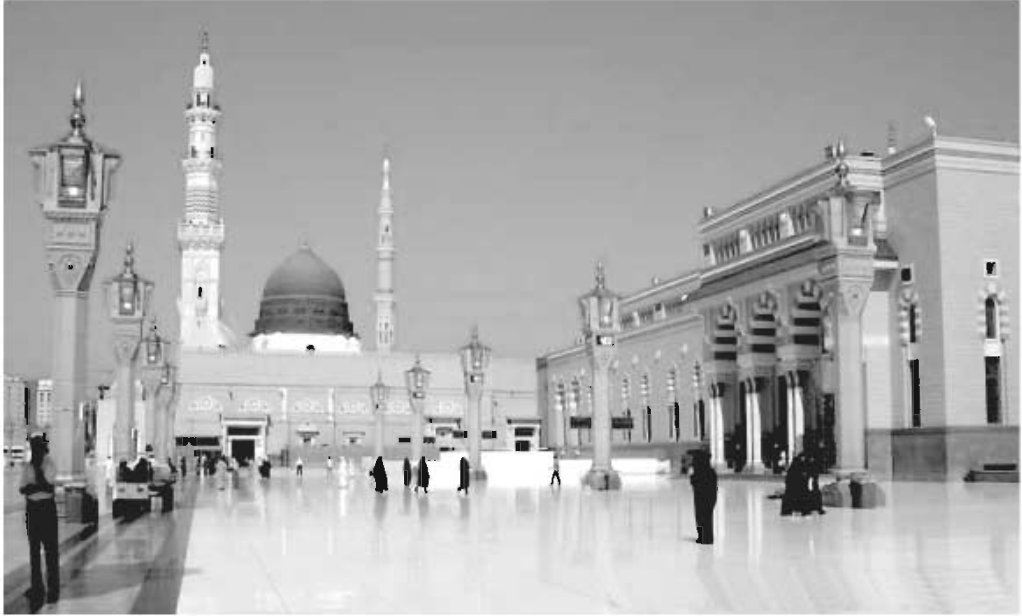
মহানবি (স) মানুষের এমন খারাপ চরিত্র দেখে খুবই কষ্ট পেতেন। তিনি তাদের ভালো হতে বললেন। এক আল্লাহকে মানতে বললেন। তাঁর সাথে কাউকে শরিক করতে নিষেধ করলেন। দেব-দেবীর পূজা করতে বারণ করলেন। কিছু লোক তাঁর কথা মানল। তাঁরা হলেন ভালো লোক। কিন্তু দুষ্‌লোকেরা তাঁর ওপর খেপে গেল। তারা তাঁর কথা মানল না। তাঁকে খুব কষ্ট দিল। কারো ওপর তিনি কোনো দিন প্রতিশোধ নেননি।

দুষ্‌লোকদের নেতা ছিল আবু জাহেল। তারা আমাদের নবিজি (স)-কে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করল। নবিজি (স) তখন আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে মদিনায় চলে গেলেন। নবিজির এই মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে যাওয়াকে বলে হিজরত। হিজরত অর্থ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দেশ ত্যাগ করা।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

মদিনার বেশির ভাগ মানুষ ছিলেন খুবই ভালো। তাঁরা মহানবির কথা মানলেন। তাঁকে সাহায্য করলেন। মক্কার যারা নবিজি (স)-এর কথা মানতেন, তাঁরাও মদিনায় চলে গেলেন। মদিনার লোকেরা তাঁদের সাহায্য করলেন। তাই তাঁদের বলা হয় আনসার। আনসার অর্থ সাহায্যকারী।

মক্কা থেকে যারা মদিনায় চলে যান তাঁদের বলা হয় মুহাজির। মুহাজির অর্থ আল্লাহ তায়ালার সম্ভূষিতর জন্য দেশ ত্যাগকারী।



মসজিদে নববী

মহানবি (স) আনসার ও মুহাজিরদের নিয়ে মদিনায় একটি ইসলামি সমাজ কায়েম করেন। সেখানে আর চুরি, ডাকাতি ও মারামারি থাকল না। অনেকে ইসলাম গ্রহণ করলেন। দুর্ফলোকগুলো পরাজিত হলো। দুর্বল ও অসহায় মানুষের ওপর অত্যাচার বন্ধ হয়ে গেল। আল্লাহ তায়ালার সকল মুমিনের ওপর খুশি হলেন।

মহানবি (স) ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় ইন্তিকাল করেন। সেদিনও ছিল রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ, সোমবার।

মহানবি (স)-এর চার ছেলে ও চার মেয়ে ছিল। ছেলেরা সবাই শৈশবকালে ইন্তিকাল করেন।

ছেলেদের নাম	মেয়েদের নাম
হযরত কাসিম (রা)	হযরত যয়নব (রা)
হযরত আবদুল্লাহ (রা)	হযরত বুকাইয়া (রা)
হযরত তাইয়েব (রা)	হযরত উম্মে কুলসুম (রা)
হযরত ইবরাহীম (রা)	হযরত ফাতিমা (রা)

আমরা মহানবি (স)-এর উম্মত । উম্মত অর্থ অনুসারী । আমরা তাঁকেই অনুসরণ করব ।

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা মুহাম্মদ (স) ও তাঁর আব্বা-আম্মার নাম সুন্দর করে খাতায় লিখবে । মহানবি (স)-এর নাম পড়লে ও শুনলে যে দোয়াটি পড়তে হয় তা সুন্দর করে লিখবে ।

মহানবি (স)-এর নবুয়ত লাভ ও ইসলাম প্রচার

আল্লাহ তায়ালা কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া আমাদের সৃষ্টি করেননি । তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য । আমরা কেবল আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলব । তিনি যেভাবে বলেছেন, সেভাবে জীবনযাপন করব । কিন্তু অনেক মানুষ আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে বিপথে চলে যায় । তিনি তাদের হিদায়েত করার জন্য নবি-রাসুল পাঠান ।

একসময় আরব দেশের মানুষও এক আল্লাহকে ভুলে গেল । তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করতে লাগল । তারা মারামারি, কাটাকাটি করত । সামান্য কারণে যুদ্ধ করত । খুন-খারাবি করত । চুরি, ডাকাতি করত । লুটতরাজ করত । সমাজে মোটেও শান্তি ছিল না । তাদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল না ।

আরব সমাজের এমনই এক খারাপ সময়ে মহানবি (স) জন্মগ্রহণ করেন । পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে ওঠেন । একটু বয়স ও বৃদ্ধি হলে সমাজের খারাপ অবস্থা দেখে অন্তরে খুবই ব্যথা অনুভব করতেন । তিনি সব সময় চিন্তা করতেন, কীভাবে এ অবস্থা দূর করা যায় ।

তিনি শুধু চিন্তাই করতেন না, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজও করতেন । তিনি যখন একজন অল্প বয়সী তরুণ, তখন কুরাইশরা পবিত্র কাবাঘর ভেঙে নতুন করে তৈরি করে । কিন্তু তারা সমস্যায় পড়ে কাবার দেয়ালে পবিত্র হাজরে আসওয়াদ বসানোর সময় । হাজরে আসওয়াদ মানে কালো পাথর । কুরাইশ গোত্র বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত ছিল । প্রতিটি

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

শাখা গোত্রের দাবি ছিল তারাই হাজারে আসওয়াদটি দেয়ালে বসাবে। সবাই নিজেদের দাবিতে অটল থাকে। বিষয়টি মারামারি ও খুন-খারাবিতে রূপ নেওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। অবশেষে সকলে আল-আমীন মুহাম্মদ (স)-এর ওপর এই বিরোধ মীমাংসার ভার দেন। মুহাম্মদ (স) একটি চাদর বিছান। নিজ হাতে হাজারে আসওয়াদটি তার ওপর তোলেন। তারপর মুহাম্মদ (স)-এর নির্দেশে প্রতিটি গোত্রের প্রতিনিধি চাদরটির চারদিক ধরে উঁচু করে কাবার দেয়ালের কাছে নিয়ে যান। মহানবি (স) সেখান থেকে সেটি উঠিয়ে দেয়ালে রেখে দেন। এভাবে বিরোধের সুন্দর মীমাংসা করেন।

সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছেন। অসহায় মানুষের সেবা করেছেন। এ কাজ অন্যদের সাথে মিলেমিশে করতেন। এ জন্য তাঁর সমবয়সী অন্যদের নিয়ে হিলফুল ফুযুল নামে একটি শান্তি ও সেবাসংঘ গঠন করেন।

তাঁর বয়স যখন চল্লিশ বছরের কাছাকাছি, তখন তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। এ সময় তিনি জাবালে নূরের হেরা গুহায় আল্লাহ তায়ালার ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। কোনো প্রয়োজনে বাইরে বের হলে লোকালয় ছেড়ে অনেক দূরে চলে যেতেন। তখন তিনি যে পাথর বা গাছের পাশ দিয়েই যেতেন, ঐ পাথর বা গাছ তাঁকে সালাম করত। তিনি এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেতেন না।



হেরা গুহা : যেখানে মুহাম্মদ (স) ধ্যানমগ্ন থাকতেন

অবশেষে রমজান মাসে একদিন তিনি হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতা জিবরাইল (আ)-এর মাধ্যমে তাঁর নিকট কুরআন মজিদের সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাজিল করেন।

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ° خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ° إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ °
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ° عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ °

উচ্চারণ : ১) ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক। ২) খালাকাল ইনসানা মিন আলাক। ৩) ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম। ৪) আল্লাযী আল্লামা বিল কালাম। ৫) আল্লামাল ইনসানা মা লাম ইয়ালাম।

এটাই হলো মহানবি (স)-এর নবুয়ত লাভ। তখন তাঁর বয়স ৪০ বছর।

তিনি মানুষকে বলেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। এক আল্লাহর প্রতি ইমান আনো। তাঁর সাথে আর কাউকে শরিক করো না। দেব-দেবীর পূজা করো না। আমাদের নবি ও রাসূল হিসেবে মান। পরকালে বিশ্বাস করো। তোমাদের সকল কাজের হিসাব পরকালে দিতে হবে।

যারা রাসূলের কথামতো চলবে, পরকালে তারা জান্নাত পাবে। আর যারা রাসূলের কথামতো চলবে না, পরকালে তারা জাহান্নামে যাবে।

অনেক মানুষ তাঁর এই ডাকে সাড়া দেন। ইসলাম গ্রহণ করেন। দেব-দেবীর পূজা ছেড়ে দেন। তাঁরা হলেন মুমিন, মুসলিম।

আবার অনেক দুষ্টলোক তাঁর কথা মানল না। তারা তাঁকে মেরে ফেলতে চাইল। তবুও তিনি মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানানোর কাজ বন্ধ করেন নি।

আমরা মহানবি (স)-এর সকল কথা মেনে চলব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা কুরআন মজিদের সূরা আলাকের পাঁচটি আয়াত বাংলায় সুন্দর করে লিখবে।

মহানবি (স) ছিলেন মানবদরদি

আমাদের মহানবি (স) ছিলেন রহমাতুললিল আলামীন। রহমাতুললিল আলামীন-এর অর্থ সারা জগতের জন্য রহমত বা দয়া।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, “(হে নবি) আমি আপনাকে সারা জগতের জন্য রহমতরূপে পাঠিয়েছি।”

মহানবি ছিলেন পরম দয়ালু। গরিব-দুঃখী, অনাথ ও ইয়াতীমের প্রতি ছিল তাঁর খুব দরদ।

মহানবি (স) একদিন কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে দেখতে পেলেন একজন বৃন্দ মানুষ একটি বাগানে পানি দিচ্ছেন। পানি ছিল বাগান থেকে অনেক দূরে। বৃন্দ লোকটির কাঁধে করে পানি আনতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। তিনি পানির ভারে নুইয়ে পড়ছিলেন। বসে একটু বিশ্রাম করারও তাঁর উপায় ছিল না। কেননা, তিনি ছিলেন একজন কাজের লোক মাত্র। কাজ একটু কম করলে মালিক তাঁকে কঠিন শাস্তি দেবে।

মহানবী (স) বৃন্দ লোকটির কষ্ট দেখে এগিয়ে গেলেন। বৃন্দের হাত থেকে পাত্রটি নিজের হাতে নিলেন। তাঁর বাকি কাজটুকু নিজে করে দিলেন। তিনি বৃন্দকে বললেন, আপনি একটু বসে বিশ্রাম করুন। এরপরও যদি কোনো সময় প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে আমাকে ডাকবেন। আপনার কাজ করে দেব।

তিনি অপরের দুঃখে খুবই কাতর হয়ে পড়তেন। একদিন একজন প্রতিবেশীর বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল। কিন্তু তার ঘরে খাবার কিছুই ছিল না। নবিজি (স)–এর ঘরেও রাতের খাবারের জন্য সামান্য আটা ছাড়া আর কিছু ছিল না। তিনি সেই আটটুকু প্রতিবেশীর বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। নবিজি (স) এর বাড়ির সকলে না খেয়ে সে রাত কাটান।

মহানবি (স)–এর হাতে টাকা-পয়সা কিংবা খাদ্য-খাবার আসার সাথে সাথে গরিব-দুঃখী মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। ইন্তেকালের সময় ঘরে টাকা-পয়সা এবং খাদ্য-খাবার কিছুই জমা রেখে যাননি।

মহানবি (স) বলেছেন– “কাজের লোকেরা তোমাদের ভাইবোন। কখনো তাদের কষ্ট দেবে না। কাজের লোকদের অসম্মান করবে না। তোমরা যা খাবে, তা তাদেরও খাওয়াবে। নিজেরা যা পরবে, তাদেরও তা পরাবে। কাজকর্মে তাদের সাহায্য করবে।”

মহানবি (স)–এর একজন বিখ্যাত সাহাবি ও খাদিম আনাস (রা)। তিনি বলেন, আমি ১০ বছর যাবৎ মহানবি (স)–এর খিদমত করেছি। তিনি কোনো দিন আমার কোনো কাজের জন্য আমাকে ধমক দেননি। বিরক্তিও প্রকাশ করেননি। মহানবি (স) কাজের লোকের অনেক কাজ নিজে করে দিতেন। আমরাও আমাদের কাজের লোকের অনেক কাজ নিজেরা করে দেব।

অত্যাচারের প্রতিবাদে মহানবি (স)

আমাদের মহানবি (স) সব সময় মানুষকে সৎ কাজ করতে আদেশ দিতেন। অসৎ কাজ করতে নিষেধ করতেন। যত বড় নেতা বা সরদারই হোক না কেন, খারাপ কাজ করতে তিনি বারণ করতেন। তিনি বাধা দিতেন। সব সময়, সব ধরনের জুলুম-অত্যাচারের প্রতিবাদ করতেন। কুরআন মজিদে আছে, (“নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারীদের পছন্দ করেন না”)

একটি মজার ঘটনা শোন। ইরাক গোরের এক ব্যক্তি একটা উট নিয়ে মক্কায় আসে। আবু জাহেল তার কাছ থেকে উটটা কিনে নেয়। কিন্তু তার দাম নিয়ে টালবাহানা করতে থাকে। লোকটি উপায় না দেখে কুরাইশদের একটি সভায় গিয়ে হাজির হয়। সেখানে উপস্থিত সবাইকে সে বলে, “আপনারা কেউ কি আবু জাহেলের নিকট থেকে আমার পাওনা টাকা আদায় করে দিতে পারেন? আমাকে দুর্বল পেয়ে সে আমার পাওনা দিতে গড়িমসি করছে।”

তখন মসজিদের এক পাশে মহানবি (স) বসে ছিলেন। সভায় উপস্থিত কুরাইশগণ মহানবি (স) কে দেখিয়ে বলল, ঐ যে লোকটি বসে আছে, তাঁর কাছে গিয়ে বল। আসলে তারা কথাটি বলেছিল তামাশা করার জন্য। আবু জাহেল ও মহানবি (স)-এর মধ্যকার শত্রুতার কথা তাদের জানা ছিল। কারণ, সে ছিল একজন খুব খারাপ মানুষ।

উট বিক্রেতা মহানবি (স)-এর কাছে গিয়ে হাজির হলো। তাঁকে বলল, আবু জাহেল আমার পাওনা টাকা দিতে টালবাহানা করছে। আমি মক্কার বাইরে থেকে আসা একজন মানুষ। আপনি তার কাছ থেকে আমার পাওনা আদায় করে দিন।

মহানবি (স) বললেন, ‘আমার সঙ্গে এসো।’ এই বলে তিনি তাকে সাথে নিয়ে চললেন। আবু জাহেলের বাড়ির দরজায় গিয়ে ঠকঠক করে আওয়াজ করলেন।

আবু জাহেল ভেতর থেকে বলল, কে? নবিজি বললেন, আমি মুহাম্মদ। একটু বেরিয়ে এসো। সে তখনই বেরিয়ে এল। ভয়ে যেন তার প্রাণ বেরিয়ে যাবার উপক্রম। মহানবি (স) তাকে বললেন, এই ব্যক্তিকে তার পাওনা দিয়ে দাও। সে বলল, আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কর। তার পাওনা দিয়ে দিচ্ছি। এই বলে সে বাড়ির ভেতরে গেল। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এসে উট বিক্রেতাকে তার পাওনা দিয়ে দিল।

মহানবি (স) ফিরে এলেন। উট বিক্রেতা কুরাইশদের সেই সভায় গিয়ে বলল, আল্লাহ মুহাম্মদকে উত্তম পুরস্কার দিন। তিনি আমার পাওনা আদায় করে দিয়েছেন।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

কিছুক্ষণের মধ্যে আবু জাহেল সেখানে উপস্থিত হলে সবাই তাঁকে বলল, কি ব্যাপার, তোমার কী হয়েছে? আজ তুমি যে কাণ্ড করেছ, এমন তো আর কখনো করতে দেখিনি?

আবু জাহেল বলল, এটা সত্য যে, ‘মুহাম্মদ আমার দরজার কড়া নাড়া ছাড়া আর কিছু করেনি। আমি শুধু তার শব্দটা শুনেই ভয় পেয়ে যাই। বেরিয়ে এসে তার দিকে তাকিয়ে দেখি তার মাথার ওপর ভয়ংকর আকারের একটি উট। এর মতো ছুট, ঘাড় ও দাঁতবিশিষ্ট কোনো উট আমি আর কখনো দেখিনি। আল্লাহর কসম! পাওনা দিতে অস্বীকার করলে সেটি নিশ্চিত আমাকে মেরে ফেলত।’

আবু জাহেল ছিল খুব বদমেজাজি। ভীষণ অত্যাচারী, তার সামনে হক কথা বলার মতো কারো সাহস ছিল না। তবে আমাদের মহানবি ছিলেন মজলুমের পরম বন্ধু। জালিমের জন্য ছিলেন ভীষণ কঠোর। তাই আবু জাহেলকে মোটেই পরোয়া করেননি। সত্য পথের পথিক যাঁরা, তাঁরা এমনই হন।

মহানবি (স) বলেছেন, “সবচেয়ে বড় জিহাদ হলো জালিমের সামনে সত্য কথা বলা।”

কয়েকজন নবির নাম

হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) ছিলেন এ পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানুষ ও সর্বপ্রথম নবি। তিনি সব মানুষের আদি পিতা। সকল মানুষ তাঁর সন্তান। আরও অনেক নবি ও রাসুল এ পৃথিবীতে এসেছেন।

হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বশেষ নবি ও রাসুল। তিনি নবি রাসুলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর পরে এ পৃথিবীতে আর কোনো নবি-রাসুল আসবেন না। তাঁর পূর্বে অনেক নবি-রাসুল এসেছিলেন। তাঁদের অনেকের কাছে আসমানি কিতাব এসেছিল। সেই সকল নবি-রাসুলগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন –

হযরত নূহ (আলাইহিস সালাম), হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত ইসমাইল (আ), হযরত সুলায়মান (আ), হযরত ইয়াহইয়া (আ), হযরত ইউসুফ (আ)।

তাঁরা সকলে যে নবি ছিলেন, তা বিশ্বাস করতে হবে। তাঁরা ছিলেন আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দা। তাঁরা সকলেই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন।

তাঁরা বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। আল্লাহর কথামতো চললে দুনিয়াতে শান্তি পাবে। আখিরাতেও শান্তি পাবে। জান্নাতে যাবে। জান্নাতে কেবল সুখ আর সুখ।

আল্লাহর কথামতো না চললে দুনিয়াতে কষ্ট পাবে। আখিরাতেও কষ্ট পাবে। জাহান্নামে যাবে। জাহান্নামে শুধু কষ্ট আর কষ্ট।

আমরা সবাই জান্নাতে যেতে চাই।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন :

ক) পৃথিবীর প্রথম নবি কে ছিলেন?

- | | |
|------------|-------------|
| ১. ইসা (আ) | ২. মূসা (আ) |
| ৩. নূহ (আ) | ৪. আদম (আ) |

খ) মহানবি (স) এর দাদার নাম কী?

- | | |
|--------------------|----------|
| ১. আবু তালিব | ২. হাশিম |
| ৩. আবদুল মুত্তালিব | ৪. হামজা |

গ) মহানবি (স) কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন?

- | | |
|-----------|----------|
| ১. তামীম | ২. কিলাব |
| ৩. কুরাইশ | ৪. আওস |

ঘ) আনসার অর্থ কী?

- | | |
|------------------|----------------------|
| ১. দেশ ত্যাগকারী | ২. ভীতি প্রদর্শনকারী |
| ৩. সাহায্যকারী | ৪. অত্যাচারী |

ঙ) হাজরে আসওয়াদ মানে কী?

- | | |
|--------------|--------------|
| ১. সাদা পাথর | ২. লাল ইট |
| ৩. সবুজ পাথর | ৪. কালো পাথর |

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

চ) হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় মহানবি (স)–এর নিকট কুরআন মজিদের কয়টি আয়াত নাজিল হয়?

১. ৪টি

২. ৬টি

৩. ৫টি

৪. ১০টি।

ছ) ‘রহমাতুললিল আলামীন’ অর্থ কী?

১. সারা জগতের জন্য রহমত বা দয়া

২. সারা জগতের জন্য উপকার

৩. সারা জগতের জন্য আনন্দ

৪. সারা জগতের জন্য উৎসব

জ) মহানবি (স) একজন বৃদ্ধ লোকের কাজ করে দেন, সেই লোকটি কী কাজ করছিলেন?

১. উট চরাচ্ছিলেন

২. গরুকে খাবার খাওয়াচ্ছিলেন

৩. বাগানে পানি দিচ্ছিলেন

৪. বোঝা মাথায় করে নিচ্ছিলেন।

ঝ) মহানবি (স) কোনো দিন আমার কোনো কাজের জন্য আমাকে ধমক দেননি–এ কথাটি কে বলেছেন?

১. আনাস (রা)

২. আবু বকর (রা)

৩. আলী (রা)

৪. তালহা (রা)

ঞ) উটের দাম দিতে কে টালবাহানা করছিল?

১. আবু লাহাব

২. আবু সুফিয়ান

৩. আবু জাহেল

৪. হারিছ

ট) কার সামনে সত্য কথা বলা সবচেয়ে বড় জিহাদ?

১. মিথ্যাবাদীর সামনে

২. চোর–ডাকাতের সামনে

৩. নিন্দুকের সামনে

৪. জালিমের সামনে

ঠ) কোথায় কেবল সুখ আর সুখ?

১. জান্নাতে

২. জাহান্নামে

৩. বারজাথে

৪. হাশরে

২. শূন্যস্থান পূরণ কর :

তোমরা ----- দেশের নাম শুনেছ? আমাদের দেশ থেকে বহু -----
আরব দেশ। মরুভূমির দেশ। চারদিকে কেবল ----- । সেই দেশের একটি
প্রসিদ্ধ শহর ----- । এখানে অবস্থিত পবিত্র ----- । যেখানে হাজিগণ -
----- করতে যান ।

৩. সর্ধক্ষিপ্ত উত্তরপ্রশ্ন :

- ক. নবি-রাসুলগণকে কে পাঠিয়েছেন?
- খ. এ পৃথিবীর প্রথম মানুষ কে?
- গ. সর্বশেষ নবি ও রাসুল কে?
- ঘ. আল্লাহ তায়ালা সর্বচেয়ে বেশি প্রিয় মানুষ কে?
- ঙ. আমাদের মহানবি (স)-এর নাম কী?
- চ. আমাদের মহানবি (স) কত সনে, কোন মাসের কত তারিখ জন্মগ্রহণ করেন?
- ছ. আমাদের মহানবি (স)-এর আব্বা ও আন্নার নাম কী?
- জ. আমাদের মহানবি (স)-এর দুধমার নাম কী?
- ঝ. আল-আমীন মানে কী?
- ঞ. নবিজি (স)-এর মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে যাওয়াকে কী বলে?
- ট. হিজরত অর্থ কী?
- ঠ. আনসার অর্থ কী?
- ড. মহানবি (স) কত সনে এবং কোন মাসের কত তারিখ ইত্তিকাল করেন?
- ঢ. মহানবি (স)-এর কতজন ছেলে ও কতজন মেয়ে ছিলেন?

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

- গ. মহানবি (স) একটি শান্তি ও সেবাসংঘ গঠন করেন, সেটির নাম কী?
- ত. মহানবি (স) যে গুহায় নবুয়ত লাভ করেন, সেই গুহাটির নাম কী?
- থ. মহানবি (স) কত বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন?
- দ. মহানবি (স)-এর একজন বিখ্যাত সাহাবি ও খাদিমের নাম কী?
- ধ. নবি-রাসুলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে?
- ন. এক ব্যক্তি একটা উট নিয়ে মক্কায় আসে, সে কোন গোত্রের?

৪. বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তর

- ক. ছোটবেলায় মহানবি (স)-এর স্বভাব-চরিত্র কেমন ছিল?
- খ. মহানবি (স)-এর জন্মের সময় আরব দেশের লোকেরা কেমন ছিল?
- গ. মহানবি (স) হাজরে আসওয়াদ কাবার দেয়ালে কীভাবে স্থাপন করেন?
- ঘ. আবু জাহেলের নিকট থেকে উটের দাম আদায়ের কাহিনীটি লেখ।
- ঙ. পাঁচজন নবি-রাসুলের নাম লেখ।

নাতে রাসুল

গোলাম মোস্তফা

ইয়া নবী সালামু আলাইকা
ইয়া রাসুল সালামু আলাইকা
ইয়া হাবিব সালামু আলাইকা
সালাওয়া তুল্লাহে আলাইকা ॥

তুমি যে নূরের রবি
নিখিলের ধ্যানের ছবি
তুমি না এলে দুনিয়ায়
আঁধারে ডুবিত সবই ॥

চাঁদ সুরুজ আকাশে আসে
সে আলোয় হৃদয় না হাসে
এলে তাই হে নব রবি
মানবের মনের আকাশে ॥

তোমারই নূরের আলোকে
জাগরণ এলো ভুলোকে
গাহিয়া উঠিল বুলবুল
হাসিল কুসুম পুলকে ॥



পঞ্চম অধ্যায় নবি-রাসূল

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

- ৫.১ মহানবি(স)-এর সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী জানা এবং তাঁকে অনুসরণ করতে আগ্রহী করা।
- ৫.২ মহানবি(স)-এর নবুয়্যত লাভের ঘটনা জানা ও ইসলাম প্রচার বিষয় বর্ণনা করতে পারা।
- ৫.৩ মহানবি(স)-এর জীবনদর্শ থেকে দুঃখী মানুষের প্রতি সুন্দর ব্যবহার জানা ও তা অনুসরণ করা।
- ৫.৪ অত্যাচারের প্রতিবাদে মহানবি (স) কীভাবে সোচ্চার ছিলেন তা জানা এবং অনুসরণ করতে আগ্রহী হওয়া।
- ৫.৫ প্রথম ও শেষ নবির নামসহ হযরত নূহ (আ), হযরত নূহ (আ), হযরত ইব্রাহীম (আ), হযরত ইসমাইল (আ), হযরত সুলায়মান (আ), হযরত ইয়াহইয়া (আ), হযরত ইউসুফ (আ)-এর নাম জানা ও তাঁরাও যে আল্লাহর নবি ছিলেন তা বিশ্বাস করা।

শিখনফল

- ৫.১.১ মহানবি(স)-এর পরিচয় সহজ কথায় ও সংক্ষিপ্তভাবে দিতে পারবে।
- ৫.১.২ মহানবি(স)-এর জীবনদর্শ অনুসরণ করবে।
- ৫.২.১ মহানবি(স)-এর নবুয়্যত লাভের ঘটনা উল্লেখ করতে পারবে।
- ৫.২.২ তাঁর ইসলাম প্রচার সম্বন্ধে সহজ কথায় বলতে পারবে।
- ৫.২.৩ তিনি কী শিক্ষা দিয়েছেন, তা বলতে পারবে এবং তা অনুসরণ করে জীবন গড়বে।
- ৫.৩.১ মহানবি(স)-এর গরীব-দুঃখীদের কীভাবে সাহায্য করতেন তা উল্লেখ করতে পারবে।
- ৫.৩.২ তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করে গরীব দুঃখীদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে।
- ৫.৪.১ মহানবি(স) অত্যাচারের প্রতিবাদে কীভাবে সোচ্চার হতেন তা বলতে পারবে।
- ৫.৪.২ মহানবি(স)র শিক্ষা অনুসরণ করে অত্যাচারের প্রতিবাদ ও প্রতিকার করতে পারবে।
- ৫.৫.১ প্রথম ও শেষ নবির নামসহ কয়েকজন নবির নাম বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়টি ৮টি পাঠে বিভক্ত।

পাঠ : ১

নবি-রাসুল (স)

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৬৩-৬৪) আল্লাহ তায়ালা-----মহানবি (স)-এর দুধমা।

শিখনফল : এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

৫.১.১ মহানবি(স)-এর পরিচয় সহজ কথায় ও সংক্ষিপ্তভাবে দিতে পারবে।

৫.১.২ মহানবি(স)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করবে।

উপকরণ

সিডি/পেনড্রাইভ/মাল্টিমিডিয়া/ রঙিন বড় অক্ষরে লেখা 'নবি রাসুল' (স)। চক/মার্কার, ডাস্টার, স্মার্টবোর্ড/ হোয়াইট বোর্ড/ চকবোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- ক. আজকের পাঠের জন্য পূর্ণ পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসুন।
- খ. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সালাম দিন ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগতও পারিবারিক খোঁজখবর নিন।
- গ. রঙিন অক্ষরে লেখা 'নবি-রাসুল (স)' /ফোমে লেখা মডেলটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন।
- ঘ. এবার পাঠ শিরোনাম 'নবি রাসুল (স)' বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তাদের খাতায় লিখতে বলুন। তাদের মুখে উচ্চারণ করে বলতে বলুন।
- ঙ. এবার ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু শিশুদের সামনে উপস্থাপন করুন।

১. রাসুল কাকে বলে?
২. নবি (স) কাকে বলে?
৩. নবি-রাসুলের মধ্যে পার্থক্য কী?
৪. আমাদের রাসুলের নাম কী?
৫. আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ কে?
৬. মহানবি (স) কখন কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন?
৭. মহানবি (স)-এর পিতা ও মাতার নাম কী?
৮. মহানবি (স)-এর দুধমায়ের নাম কী?

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীদের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ নবীর নাম খাতায় লিখতে বলুন। আপনি তাদের কাজ ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহযোগিতা করুন।

মূল্যায়ন : প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে

পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

১. নৈব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. সর্বপ্রথম নবির নাম কী?

- (১) সুলাইমান (আ) (২) ইব্রাহীম (আ)
(৩) আদম (আ) (৪) মুসা (আ)

খ. সর্বশেষ রাসুলের নাম কী?

- (১) আদম (আ) (২) নূহ (আ)
(৩) মুহাম্মাদ (স) (৪) মূসা (আ)

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন:

ক. আমাদের প্রিয় রাসুল (স)-এর নাম হযরত ----- (স)।

খ. প্রথম নবির নাম -----।

গ. তাঁরা ভালো কাজের ----- দিতেন।

৩. নিচের অংশটুকু কার্ডে বোর্ডে লিখে বামদিকের বাক্যাংশের সাথে ডান দিকের বাক্যাংশ মিলাতে বলুন-

ক. পৃথিবীর প্রথম মানুষ	মহানবি (স)-এর দুধ মা।
খ. মহানবি (স) আল্লাহ তায়ালা	বহু পশ্চিমে আরব দেশ।
গ. আমাদের দেশ থেকে	সবচেয়ে প্রিয় মানুষ।
ঘ. তাই হালিমা হলেন আমাদের	হযরত আদম (আ)।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. সর্বশেষ রাসুলের নাম কী?

খ. আমাদের রাসুলের দাদার নাম কী?

ঘ. নবি-রাসুলদের কাজ কী কী?

পাঠ : ২

মহানবি (স)

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৬৪-৬৫) মহানবি (স)------দেশ ত্যাগ করা।

শিখনফল: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

৫.১.১ মহানবি (স)-এর পরিচয় সহজ কথায় ও সংক্ষিপ্তভাবে দিতে পারবে।

৫.২.২ শিক্ষার্থীরা তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণ করবে।

উপকরণ: মহানবি (স)'/ফোমে লেখা মডেল। চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কার্টি/পয়েন্টার।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি:

- ক. আজকের পাঠের জন্য পূর্ণ পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসুন।
- খ. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সালাম দিন ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক খোঁজখবর নিন।
- গ. রঙিন অক্ষরে লেখা ‘মহানবি (স)’/ফোমে লেখা মডেলটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন।
- ঘ. এবার পাঠ শিরোনাম ‘মহানবি (স)’ বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তাদের খাতায় লিখতে বলুন।
- ঙ. এবার ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু শিশুদের সামনে উপস্থাপন করুন।
১. আমাদের প্রিয় রাসুলের নাম কী?
 ২. মহানবি (স) কে?
 ৩. মহানবি (স)-এর মা কখন ইন্তেকাল করেন?
 ৪. হযরত মুহাম্মাদ(স)-ছোটবেলায় কেমন ছিলেন?
 ৫. কাকে আল-আমিন বলা হতো?
 ৬. সবার নিকট বিশ্বস্ত ছিলেন কে?
 ৭. রাসুল (স) কত খ্রিষ্টাব্দে মক্কা থেকে মদিনায় চলে যান?
 ৮. সে যুগে আরব দেশের লোকেরা কেমন ছিল?
 ৯. হিজরত কাকে বলে?

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে মহানবি (স)-এর চরিত্র সম্পর্কে ৩টি বাক্য খাতায় লিখতে বলুন। আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে আপনি সাহায্য করুন।

মূল্যায়ন : প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

- ক. হযরত মুহাম্মাদ (স)-ছোটবেলায় কেমন ছিলেন?
- (১) খুব শান্তশিষ্ট ছিলেন (২) খুব দুষ্ট ছিলেন
(৩) খুব চালাক ছিলেন (৪) খুব দূরন্ত ছিলেন
- খ. নবিজির মক্কা থেকে মদিনায় চলে যাওয়াকে কী বলে?
- (১) হিজরত (২) নুসরত
(৩) জিহাদ (৪) মিরাস

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন:

- ক. তখন চাচা আবু তালিব অতি যত্নের সাথে তাঁকে -----করেন
- খ. রাসুল(স)-এর সবাইকে-----।
- গ. ছোটবেলা থেকেই তিনি ----- ছিলেন।
- ঘ. আরবের লোকেরা তাঁকে ----- বলে ডাকত।

৩. চারটি কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন-

ক. কোনো দিন কারো সাথে	আবু জাহেল।
খ. কাউকেও	দেশ ত্যাগ করা।
গ. দুঃখী মানুষের কষ্ট	দূর করতেন।
ঘ. দুষ্টলোকদের নেতা ছিলেন	গালি দিতেন না।
ঙ. হিজরত অর্থ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য	মারামারি করতেন না।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

- ক. মহানবি (স)-এর মা কখন ইন্তেকাল করেন?
- খ. কাকে আল-আমিন বলা হতো?
- গ. সবার নিকট বিশ্বস্ত ছিলেন কে?
- ঘ. মহানবি (স) কত সালে হিজরত করেন?
- ঙ. ছোটবেলায় মহানবি (স)-এর স্বভাব-চরিত্র কেমন ছিল?
- চ. সে যুগে আরব দেশের লোকেরা কেমন ছিল?
- ছ. হিজরত কাকে বলে?
- জ. মুহাজির ও আনসার বলতে কী বোঝ?

পাঠ : ৩

মহানবি (স)

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৬৫-৬৬) মদিনার-----সুন্দর করে লিখবে।

শিখনফল: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

৫.১.১ মহানবি(স)-এর পরিচয় সহজ কথায় ও সংক্ষিপ্তভাবে দিতে পারবে।

৫.২.২ শিক্ষার্থীরা তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণ করবে।

উপকরণ : মহানবি (স)'/ফোমে লেখা মডেল। চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- ক. আজকের পাঠের জন্য পূর্ণ পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসুন।
- খ. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সালাম দিন ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক খোজখবর নিন।

- গ. রঙিন অক্ষরে লেখা ‘মহানবি (স)’/ফোমে লেখা মডেলটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন।
- ঘ. এবার পাঠ শিরোনাম ‘মহানবি (স)’ বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তাদের খাতায় লিখতে বলুন।
- ঙ. এবার ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু শিশুদের সামনে উপস্থাপন করুন।
১. মদিনার বেশির ভাগ লোক কেমন ছিল?
 ২. মুহাজির করা?
 ৩. মহানবি (স) কাদের নিয়ে ইসলামি সমাজ কায়েম করেন?
 ৪. আলাহ তায়ালা কাদের ওপর খুশি হলেন?
 ৫. মহানবি (স) কোথায় কখন ইন্তেকাল করেন?
 ৬. মহানবি (স)-এর কতজন সন্তান ছিল?
 ৭. রাসুল (স)-এর ছেলেদের নাম কী?
 ৮. রাসুল (স)-এর মেয়েদের নাম কী?
 ৯. আমরা কার উম্মত?

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে মহানবি (স)-এর চরিত্র সম্পর্কে ৩টি বাক্য খাতায় লিখতে বলুন। আপনি ত

কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে আপনি সাহায্য করুন।

দের

মূল্যায়ন : প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. আনসার অর্থ কী?

- | | |
|-----------------|-------------------|
| (১) অনুসারী | (২) জিহাদকারী। |
| (৩) সাহায্যকারী | (৪) দেশ ত্যাগকারী |

খ. মুহাজির অর্থ কী?

- | | |
|-----------------|---|
| (১) জিহাদকারী। | (২) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দেশ ত্যাগকারী |
| (৩) সাহায্যকারী | (৪) অনুসারী |

গ. উম্মাত অর্থ কী?

- | | |
|-----------------|----------------|
| (১) জাতি | (২) জিহাদকারী। |
| (৩) সাহায্যকারী | (৪) অনুসারী |

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন:

- ক. মদিনার বেশীর ভাগ মানুষ ছিল খুবই -----।
- খ. সেখানে আর চুরি, ডাকাতি ও মারামারি থাকল-----।
- গ. মহানবি (স) ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় ----- করেন।
- ঘ. আমরা মহানবি (স)-এর -----।

৩. চারটি কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন-

ক. মদিনার লোকেরা	পরাজিত হলো।
খ. অনেকে ইসলাম	করব।
গ. সেদিনও ছিল রবিউল আউয়াল মাসের	১২ তারিখ সোমবার।
ঘ. দুইলোকগুলো	গ্রহণ করলেন।
ঙ. আমরা তাঁকেই অনুসরণ	সাহায্য করলেন।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

- ক. মদিনার বেশীর ভাগ মানুষ কেমন ছিল?
- খ. মহানবি (স) কাদের নিয়ে ইসলামি সমাজ কায়েম করেন?
- গ. আব্বাহ তায়লা কাদের ওপর খুশি হলেন?
- ঘ. আমরা কার উম্মত?

পাঠ : ৪

মহানবি (স)-এর নবুয়ত লাভ ও ইসলাম প্রচার

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৬৬-৬৭) আব্বাহ তায়লা-----সেবাসংঘ গঠন করেন।

শিখনফল : এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ৫.২.১ মহানবি(স)-এর নবুয়ত লাভের ঘটনা উল্লেখ করতে পারবে।
- ৫.২.২ তাঁর ইসলাম প্রচার সম্পর্কে সহজ কথায় বলতে পারবে।
- ৫.২.৩ তিনি কী শিক্ষা দিয়েছেন, তা বলতে পারবে এবং তা অনুসরণ করে জীবন গড়বে।

উপকরণ: রঙিন বড় অক্ষরে লেখা ‘মহানবি (স)র নবুয়ত লাভ ও ইসলাম প্রচার’ /ফোমে লেখা মডেল।

চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।
- খ. রঙিন অক্ষরে লেখা ‘মহানবি (স)-এর নবুয়ত লাভ ও ইসলাম প্রচার’/ফোমে লেখা মডেলটি ঝুলিয়ে দিন।
- গ. এবার পাঠ শিরোনাম ‘মহানবি (স)-এর নবুয়ত লাভ ও ইসলাম প্রচার’ বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ খাতায় পাঠ শিরোনাম লিখতে বলুন।

ঘ. এখন সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ শিশুদের সামনে উপস্থাপন করুন।

১. মানুষ আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে গিয়ে কী করত?
২. আল্লাহ তায়াল নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন কেন?
৩. কার ওপর কুরআন মজিদ অবতীর্ণ হয়?
৪. আল্লাহ তায়াল কাদের কাছে নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন?
৫. মহানবি (স) সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কী কাজ করেছেন?
৬. হিলফুল ফযুল কী?
৭. হাজরে আসওয়াদ-সম্পর্কিত ঘটনাটি বল।
৮. হাজরে আসওয়াদ-সম্পর্কিত সমস্যাটির মীমাংসাকারী কে?

পরিকল্পিত কাজ :

শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে হাজরে আসওয়াদ-সম্পর্কিত ঘটনাটি বলতে বলুন। আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে আপনি সাহায্য করুন।

মূল্যায়ন : প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. হাজরে আসওয়াদ মানে কী?

- | | |
|---------------|---------------|
| (১) সাদা পাথর | (২) লাল ইট |
| (৩) সবুজ পাথর | (৪) কালো পাথর |

খ. আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন কেন?

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| (১) আরাম-আয়াশের জন্য | (২) মানবকল্যাণের জন্য |
| (৩) আল্লাহর ইবাদাতের জন্য | (৪) পৃথিবীকে সুন্দর করার জন্য |

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন:

ক. আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর-----জন্য।

খ. মহানবি (স) সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ----- করেছেন।

গ. আমরা কেবল আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে-----।

ঘ. সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ -----।

ঙ. এভাবে বিরোধের সুন্দর-----করেন।

৩. চারটি কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন-

ক. তিনি যেভাবে বলেছেন	বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত ছিল।
খ. একসময় আরব দেশের মানুষও	বিছান।
গ. কুরাইশ গোত্র	এক আল্লাহকে ভুলে গেল।
ঘ. মুহাম্মদ (স) একটি চাদর	সেভাবে জীবনযাপন করব।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

- ক. আলাহ তায়ালা নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন কেন?
- খ. হিলফুল ফুয়ুল কী?
- গ. হিলফুল ফুয়ুল কে কাদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন?

পাঠ : ৫

মহানবি (স)-এর নবুয়্যত লাভ ও ইসলাম প্রচার

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৬৬-৬৭) তাঁর বয়স যখন -----সুন্দর করে লিখবে।

শিখনফল : এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ৫.২.১ মহানবি (স)-এর নবুয়্যত লাভের ঘটনা উল্লেখ করতে পারবে।
- ৫.২.২ তাঁর ইসলাম প্রচার সম্পর্কে সহজ কথায় বলতে পারবে।
- ৫.২.৩ তিনি কী শিক্ষা দিয়েছেন, তা বলতে পারবে এবং তা অনুসরণ করে জীবন গড়বে।

উপকরণ: রঙিন বড় অক্ষরে লেখা ‘মহানবি (স)-এর নবুয়্যত লাভ ও ইসলাম প্রচার’ /ফোমে লেখা মডেল।
চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।
- ঙ. রঙিন অক্ষরে লেখা ‘মহানবি (স)-এর নবুয়্যত লাভ ও ইসলাম প্রচার’/ ফোমে লেখা মডেলটি ঝুলিয়ে দিন।
- চ. এবার পাঠ শিরোনাম ‘মহানবি (স)-এর নবুয়্যত লাভ ও ইসলাম প্রচার’ বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ খাতায় পাঠ শিরোনাম লিখতে বলুন।
- ছ. এখন সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ শিশুদের সামনে উপস্থাপন করুন।
 - ১. মহানবি (স) কত বছর বয়সে আলাহর ধ্যানে মগ্ন হরেন?
 - ২. মহানবি (স) কোথায় ধ্যান করতেন?
 - ৩. আল্লাহ কার মাধ্যমে কুরআন মজিদ অবতীর্ণ করেন?
 - ৪. আল্লাহ কার ওপর কুরআন মজিদ অবতীর্ণ করেন?
 - ৫. নবুয়্যত লাভের সময় মহানবি (স)-এর বয়স কত ছিল?
 - ৬. মহানবি (স) মানুষকে কী বলতেন?
 - ৭. মুমিন ও মুসলিম কারা?

পরিকল্পিত কাজ :

শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে সূরা আলাকের প্রথম ৫টি আয়ত বাংলায় সুন্দর করে লিখতে বলুন। আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে আপনি সাহায্য করুন।

মূল্যায়ন : প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করুন।
প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. নবুয়্যত লাভের সময় মহানবি (স)-এর বয়স কত ছিল?

- (১) ২৫ বছর (২) ৩০ বছর
(৩) ৪০ বছর (৪) ৫০ বছর

খ. হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকাবস্থায় মহানবি (স)-এর নিকট কয়টি আয়াত নাজিল হয়?

- (১) ৪টি (২) ৬ টি
(৩) ৫টি (৪) ১০টি

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন:

ক. ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী-----।

খ. খালাকাল ইনসানা মিন-----।

গ. ইকরা ওয়া রাব্বুকাল -----।

ঘ. আল্লাযী আল্লামা বিল-----।

ঙ. আল্লামাল ইনসানা মালাম-----।

৩. চার্টটি কার্ডে/বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন-

ক. ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী	কালাম।
খ. খালাকাল ইনসানা মিন	খালাক।
গ. ইকরা ওয়া রাব্বুকাল	আলাক।
ঘ. আল্লাযী আল্লামা বিল	আকরাম।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. আল্লাহ কার মাধ্যমে মহানবি (স)-এর ওপর কুরআন মজিদ নাজিল করেন?

খ. নবুয়্যত লাভের সময় মহানবি (স)-এর বয়স কত ছিল?

গ. মহানবি (স) কোথায় ধ্যান করতেন?

ঘ. কুরআন মজিদ প্রথম কখন, কোথায়, কার ওপর নাজিল হয়?

পাঠ : ৬

মহানবি (স) ছিলেন মানবদরদি

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৬৮-৬৯) আমাদের মহানবি (স)----কাজ নিজেরা করে দেব।

শিখনফল : এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

৫.৩.১ মহানবি (স) গরিব-দুঃখীদের কীভাবে সাহায্য করতেন তা উল্লেখ করতে পারবে।

৫.৩.২ তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করে গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে।

উপকরণ : রঙিন বড় অক্ষরে লেখা ‘মহানবি (স) ছিলেন মানবদরদি’/ফোমে লিখা মডেল। চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- ক. আজকের পাঠের জন্য পূর্ণ পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসুন।
- খ. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সালাম দিন ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত খবর নিন।
- গ. রঙিন অক্ষরে লেখা ‘মহানবি (স) ছিলেন মানবদরদি’ /ফোমে লেখা মডেলটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন।
- ঘ. এবার পাঠ শিরোনাম ‘মহানবি (স) ছিলেন মানবদরদি’ বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে বলুন।
- ঙ. অতঃপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু শিশুদের সামনে উপস্থাপন করুন।
 ১. রাহমাতুললিল আলামিন অর্থ কী?
 ২. রাহমাতুললিল আলামিন কে ছিলেন?
 ৩. বৃদ্ধ লোকটি কী কাজ করছিল?
 ৪. পানি কোথায় ছিল?
 ৫. মহানবি (স) বৃদ্ধ লোকটির কষ্ট দেখে কী করলেন?
 ৬. মহানবি (স) অপরের দুঃখ দেখে কী করতেন?
 ৭. হাতে টাকা পয়সা আসামাত্রই তা লোকদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন কে?
 ৮. মহানবি (স)-এর প্রতিবেশীর বাড়িতে কিসের অনুষ্ঠান ছিল?
 ৯. মহানবি (স) প্রতিবেশীর বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য কী করলেন?
 ১০. মহানবি (স)-এর বিখ্যাত খাদিম সাহাবির নাম কী?
 ১১. মহানবি (স)-এর বিখ্যাত খাদিম সাহাবি কী বলেছেন?
 ১২. কাজের লোকদের সম্পর্কে মহানবি (স)-এর বিখ্যাত হাদীসটি উল্লেখ কর।
 ১৩. মহানবি (স) সম্পর্কে আল্লাহ কী বলেছেন?

শিক্ষার্থীরা এসব প্রশ্নের উত্তর দেবে। তারা না পারলে আপনি বলে দিন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে চাকরদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে মহানবি (স)-এর বাণীটি সুন্দরভাবে খাতায় লিখতে বলুন। আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে আপনি তাদের কাজে সাহায্য করুন।

মূল্যায়ন : প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করুন। প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. বৃদ্ধ লোকটি কী কাজ করছিল?

- (১) উট চরাচ্ছিল (২) গরুকে খাবার খাওয়াচ্ছিল
(৩) বাগানে পানি দিচ্ছিল (৪) বোঝা মাথায় করে নিচ্ছিল

খ. মহানবি (স)-এর বিখ্যাত সাহাবি ও খাদিমের নাম কী?

- (১) আবু-হোরায়ারা (রা) (২) আনাস (রা)
(৩) ওয়ায়েসকুরনী (রা) (৪) মুসা (রা)

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন:

ক. আমি ১০ বছর ---- খিদমত করেছি।

খ. কাজের লোকেরা তোমাদের -----।

গ. নিজেরা যা পরবে তাদেরও তা -----।

ঘ. তিনি সেই আটাটুকুও প্রতিবেশীর বাড়িতে ----- দিলেন।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. মহানবি (স)-এর বিখ্যাত সাহাবি ও খাদিমের নাম কী?

খ. রাহমাতুললিল আলামিন অর্থ কী?

গ. বৃদ্ধ লোকটির প্রতি মহানবি (স) কীভাবে দরদ দেখালেন? বর্ণনা কর।

ঘ. মহানবি(স)-এর প্রতিবেশীর বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানের ঘটনাটি বর্ণনা কর।

অত্যাচারের প্রতিবাদে মহানবি (স)

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৭০-৭১) আমাদের মহানবি (স)-----সত্য কথা বলা ।

শিখনফল : এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

৫.৪.১ মহানবি(স) অত্যাচারের প্রতিবাদে কীভাবে সোচ্চার হতেন তা বলতে পারবে ।

৫.৪.২ মহানবি (স)-এর শিক্ষা অনুসরণ করে অত্যাচারের প্রতিবাদ ও প্রতিকার করতে পারবে ।

উপকরণ: রঙিন বড় অক্ষরে লেখা ‘অত্যাচারের প্রতিবাদে মহানবি (স)’। চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার ।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি :

- ক. আজকের পাঠের জন্য পূর্ণ পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসুন ।
- খ. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সালাম দিন ও কুশল বিনিময় করুন । ১/২ জন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক খবর নিন ।
- গ. রঙিন অক্ষরে লেখা ‘অত্যাচারের প্রতিবাদে মহানবি (স)’ /ফোমে লেখা মডেলটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন ।
- ঘ. এবার পাঠ শিরোনাম ‘অত্যাচারের প্রতিবাদে মহানবি (স)’ বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে বলুন ।
- ঙ. অতঃপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু শিশুদের সামনে উপস্থাপন করুন ।
 ১. মহানবি (স) সবসময় মানুষকে কী দিতেন?
 ২. “নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারীদের পছন্দ করেন না ।”-এটা কার বাণী?
 ৩. মজলুমের পরম বন্ধু কে?
 ৪. মক্কায়ে উট নিয়ে আসা লোকটি কোন গোত্রের ছিল?
 ৫. উটটি কে কিনেছিল?
 ৬. সভায় উপস্থিত সবাইকে লক্ষ করে লোকটি কী বলেছিল?
 ৭. সভায় উপস্থিত লোকেরা লোকটিকে কী বলেছিল?
 ৮. লোকটি মহানবি (স)কে কী বলেছিল?
 ৯. মহানবি (স) লোকটিকে কী বলেছিলেন?
 ১০. মহানবি (স) আবু জাহেলকে কী বলেছিলেন?
 ১১. মহানবি (স)-এর কথা শুনে আবু জাহেল কী বলেছিল?
 ১২. জালিমের জন্য মহানবি (স) কেমন ছিলেন?

পরিকল্পিত কাজ :

শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে উট বিক্রেতার গল্পটি এক এক করে বলতে বলুন এবং আপনি তাদের পর্যবেক্ষণ ও শ্রেণি-শৃঙ্খলা রক্ষা করুন ।

মূল্যায়ন : প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করে প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. উটের দাম দিতে টালবাহানা করেছিল কে?

- (১) আবু লাহাব (২) আবু সুফিয়ান
(৩) আবু জাহেল (৪) হারিস

খ. কার সামনে সত্য কথা বলা সবচেয়ে বড় জিহাদ?

- (১) মিথ্যাবাদীর সামনে (২) চোর-ডাকাতের সামনে
(৩) নিন্দুকের সামনে (৪) জালিমের সামনে

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন:

ক. মহানবি (স) সব সময় মানুষকে সৎ কাজের ----- দিতেন।

খ. অসৎ কাজ করতে----- করতেন।

গ. সব ধরনের জুলুম অত্যাচারের ----- করতেন।

ঘ. “নিশ্চয়ই আল্লাহ ----- পছন্দ করেন না।”

ঙ. “সবচেয়ে বড় জিহাদ হলো জালিমের সামনে ----- বলা।”

৩. বামপাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পারেশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন-

ক. একটি মজার ঘটনা	আমি মুহাম্মদ (স)।
খ. তখন মসজিদের এক পাশে	পাওনা আদায় করে দিন।
গ. আপনি তার কাছ থেকে আমার	মহানবি(স) বসা ছিলেন।
ঘ. আবু জাহেল ছিল খুব	শোন।
ঙ. তিনি বললেন	বদমেজাজি।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. সভায় উপস্থিত সবাইকে লক্ষ করে উট বিক্রেতা কী বলেছিল?

খ. সভায় উপস্থিত সবাই উট বিক্রেতাকে কী বলেছিল?

গ. আমাদের রাসূল (স) আবু জাহেলকে কী বলেছিলেন?

ঘ. “আল্লাহ মুহাম্মদকে উত্তম পুরস্কার দিন। তিনি আমার পাওনা আদায় করে দিয়েছেন।”
কে কাকে বলেছিল?

পাঠ : ৮

কয়েকজন নবির নাম

বিষয়বস্তু : (পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৭১-৭২) হযরত আদম (আ)----- আমরা সবাই জান্নাতে যেতে চাই।

শিখনফল : এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

৫.৫১. প্রথম ও শেষ নবিসহ কয়েকজন নবির নাম ও পরিচয় বলতে পারবে।

উপকরণ: রঙিন বড় অক্ষরে লেখা ‘কয়েকজন নবির নাম’/ফোমে লিখা মডেল। চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

ক. আপনি আজকের পাঠের পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসুন।

খ. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সালাম দিন ও কুশল বিনিময় করুন। ১/২ জন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক খবর নিন।

গ. রঙিন অক্ষরে লেখা ‘কয়েকজন নবির নাম’/ফোমে লেখা মডেলটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন।

ঘ. এবার পাঠ শিরোনাম ‘কয়েকজন নবির নাম’ বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের তাদের খাতায় লিখতে বলুন। তাদের মুখে উচ্চারণ করে বলতে বলুন ‘কয়েকজন নবির নাম’।

ঙ. অতঃপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু শিশুদের সামনে উপস্থাপন করুন।

১. এ পৃথিবীর প্রথম মানুষ কে?
২. প্রথম রাসুলের নাম কী?
৩. সব মানুষের আদি পিতা কে?
৪. সর্বশেষ রাসুলের নাম কী?
৫. আমাদের রাসুলের নাম কী?
৬. নবি ও রাসুলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে?
৭. পাঁচজন নবি-রাসুলের নাম লিখ।
৮. গব নবিগণ কী বলেছেন?
৯. আল্লাহর কথামতো চললে কী হবে?
১০. আল্লাহর কথামতো না চললে কী হবে?
১১. আমরা সবাই কোথায় যেতে চাই?

পরিকল্পিত কাজ:

(ক) শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে প্রথম ও শেষ নবির নামসহ পাঁচজন নবির নাম সুন্দরভাবে খাতায় লিখতে বলুন এবং আপনি তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে আপনি সাহায্য করুন।

(খ) শিক্ষার্থীরা সমবেতভাবে কবি গোলাম মোস্তফার নাতে রাসুলটি সুর করে শ্রেণিকক্ষে গাইবে।

মূল্যায়ন : প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করে প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

ক. প্রথম রাসুলের নাম কী?

(১) মুহাম্মদ (স) (২) মূসা (আ)

(৩) আদম (আ) (৪) নূহ (আ)

খ. সর্বশেষ রাসুলের নাম কী?

(১) আদম (আ) (২) নূহ (আ)

(৩) মুহাম্মাদ (স) (৪) মূসা (আ)

২. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন:

ক. হযরত আদম (আলাইহিস সালাম)-ছিলেন এ পৃথিবীর প্রথম মানুষ ও ----- ।

খ. তিনি সব মানুষের আদি ----- ।

গ. হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ----- নবি ও রাসূল ।

ঘ. তিনি নবি ও রাসূলগণের মধ্যে ----- ।

ঙ. আমরা সবাই ----- যেতে চাই ।

৩. বামপাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করতে বলুন-

ক. জান্নাতে কেবল	জান্নাতে যেতে চাই ।
খ. আল্লাহর কথামতো না চললে	কষ্ট আর কষ্ট ।
গ. আখিরাতে কষ্ট পাবে	দুনিয়াতে কষ্ট পাবে ।
ঘ. জাহান্নামে শুধু	জাহান্নামে যাবে ।
ঙ. আমরা সবাই	সুখ আর সুখ ।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন -

ক. পৃথিবীর প্রথম মানুষের নাম কী?

খ. প্রথম রাসুলের নাম কী?

গ. আমাদের রাসুলের নাম কী?

ঘ. নবি-রাসুলদের প্রতি বিশ্বাস করা কী?